উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় প্রশিকার ৪৭ বছরের পথচলা

বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় প্রশিকার
৪৭ বছরের পথচলা

বার্ষিক প্রতিবেদন
অর্থবছর : ২০২১ – ২০২২

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

❑ **প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণেঃ জুয়েনা ইয়াছমিন**
সম্পাদনায়: শিবু কান্তি দাশ

❑ **সার্বিক তত্ত্বাবধানে**
সিরাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী

❑ **সম্পাদনা পরিষদ**
কামরুল হাসান কামাল, উপ-প্রধান নির্বাহী
শক্তিপদ চক্রবর্ত্তী, সিএফও
শিবু কান্তি দাশ, পরিচালক
জুয়েনা ইয়াছমিন, কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগ।

❑ **ইনার ডিজাইন, অলংকরণ এবং কম্পিউটার কম্পোজ**
জুয়েনা ইয়াছমিন, কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগ।

❑ **সহযোগিতায়**
প্রশিকার আন্ত:কর্মসূচি ও বিভাগসমূহ।

❑ **গ্রাফিক্স ডিজাইন**
মোঃ আলাউদ্দিন ভুইয়া
তথ্য ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার বিভাগ।

❑ **প্রধান কার্যালয়**
প্রশিকা ভবন, আই/১-গ, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

লিয়াজোঁ অফিস: বিপিএমআই ভবন, হোল্ডিং নং ২১৩ - ২১৪ (৪র্থ ও ৫ম তলা)
জনতা হাউজিং, শাহ্ আলী বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল : +৮৮০ ১৮৮৮০০০২৮৫- ৬
ওয়েব : www.proshikabd.com
ই-মেইল : pmuk@proshikabd.com
: proshika.muk.acfhd@gmail.com

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রাককথন

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এই সংস্থা দেশের দরিদ্র এবং ক্ষমতায়নে ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া নারী ও পুরুষের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের কাজ করছে। বিগত ৪৭ বছর ধরে দারিদ্র বিমোচনে প্রশিকার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ, সামাজিকভাবে ন্যায্য, নির্মল পরিবেশ গড়ে তোলা, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মানুষের আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ দেশ গড়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখার অঙ্গিকার নিয়ে প্রশিকা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

প্রশিকার অভিজ্ঞতা হচ্ছে দরিদ্র মানুষ সঠিক দক্ষতা অর্জন ও ন্যূনতম সহযোগিতা পেলে তাদের সুপ্ত ক্ষমতার উন্মেষ ঘটাতে পারে এবং নিজেদের উন্নয়নের জন্য নিজেরা উদ্যোগ গ্রহণে সক্ষম। প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার অভাবে এবং প্রবেশাধিকার না পাওয়ায় দেশের কোটি কোটি দরিদ্র ও সাধারণ মানুষ বঞ্চিত থেকেছে বহু যুগ ধরে।

প্রশিকা দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়ন ও অধিকার সংরক্ষণ এবং মৌলিক মানবিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আর্থিক উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়ন এই দুই ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচি ও কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে। মানুষের আর্থিক আয় সবসময় নিরাপদ জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না। কেননা সমাজে ও মানুষের জীবনে অনেক বিষয় থাকে যেগুলো অর্জন করতে গিয়ে অর্থ ব্যয় হয়। বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের আয় কম হয় বিধায় তারা সকল প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করতে পারে না। সন্তানদের শিক্ষা, চিকিৎসা, বিয়ে দেওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সম্পদ হারানোর ফলে তাদের অবস্থা প্রায় সময় নাজুক থাকে।

সাধারণ ও দরিদ্র মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধানে যে সকল বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানের প্রয়োজন হয় সেগুলোর যোগান দিয়ে প্রশিকা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। সামাজিক অবস্থা ও ব্যক্তিগত উন্নয়নের কৌশল সম্পর্কে ভাল ধারণা না থাকলে মানুষ সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে না। কীসে সম্পদ ক্ষয় হয়, কারা কীভাবে সম্পদ অর্জন ও ভোগ করে, কারা ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে, প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কী এইগুলো সম্পর্কে সচেতন না হলে দরিদ্র মানুষের জীবনের দুর্ভোগ শেষ হবে না। তাই প্রশিকা একইসাথে দরিদ্র মানুষের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রশিকা সরকারের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সহমত পোষণ করে এবং সরকারের উন্নয়ন আদর্শের সাথে সমন্বয় রেখে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এইভাবে প্রশিকা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

প্রতি বছরের মতো এই বছরও প্রশিকা তার কর্মসূচির অগ্রগতির বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২১-২০২২) প্রকাশ করেছে। এতে কর্মসূচিগুলোর প্রভাব সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

মিজ রোকেয়া ইসলামের কথা
- চেয়ারম্যান

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দ প্রকাশ করছি। বিগত বেশ কয়েক বছর আগে থেকে প্রশিকা বার্ষিক কর্মসূচির প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। এই প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে প্রশিকার উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রতিনিয়ত যে বিকাশ ও অগ্রগতি হচ্ছে তা সহজে বুঝা যায়। বিষয়টি প্রশিকার জন্য অত্যন্ত আনন্দের। এক সময়ের গতিহারা, নিষ্প্রাণ ও শ্রীহীন হয়ে পড়া প্রশিকা আজ একটি বিকাশমান উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ ও শহুরে দরিদ্র নারী ও পুরুষের উন্নয়নে প্রশিকা বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রশিকায় প্রায় তিন হাজার কর্মীর কর্মসংস্থান হয়েছে- এটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

প্রশিকার সকল স্তরের কর্মী ও ব্যবস্থাপক এবং ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিরলস পরিশ্রম, দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের ব্যাপারে আন্তরিকতা ও সংস্থার মিশনের প্রতি অঙ্গীকারের প্রতিফলন হিসাবে আমি এই প্রতিবেদনটিকে বিবেচনা করি।

এই বার্ষিক প্রতিবেদনে কর্মসূচিগুলোর লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের মাত্রা দেখে প্রশিকার কার্যক্রমের অগ্রগতি ও সাফল্যের গতি বুঝা যায়। তবে প্রশিকার যারা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছেন তারা যেন অগ্রগতির চলমান ধারাকে আরও সুসংহত ও জোরদার করেন তার জন্য আমার অনুরোধ রইলো।

আমি আশা করি আগামীতে প্রশিকার সকল কর্মী প্রশিকার ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে কাজ করবেন। একইসাথে যারা এই প্রতিবেদন তৈরি ও আনুষঙ্গিক কাজে সহায়তা করেছেন তাদের সবাইকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই।

Rokeya Islam

রোকেয়া ইসলাম
চেয়ারম্যান, প্রশিকা।

প্রধান নির্বাহীর বাণী

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কর্মসূচির অগ্রগতি ও সাফল্যের দিকগুলোর সমন্বয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত নিছক সংখ্যাগত হিসাব নয়। আমি এই প্রতিবেদনকে প্রশিকার অস্তিত্বের বিদ্যমান অবস্থা ও বিশাল সংখ্যক কর্মী, ব্যবস্থাপক এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশীদার গ্রুপ সদস্যদের কার্যকর ভূমিকার প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনা করি।

প্রশিকা উন্নত সমাজ বিনির্মাণের জন্য বর্তমানে সকল কার্যক্রম বিশেষ করে আর্থিক উন্নয়ন কর্মসূচির বিভিন্ন সেবা ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিচালিত নতুন কর্মসূচিগুে-লার অর্জনের মাত্রা সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়।

আমরা নিজেদের সীমিত সামর্থ্যের ভিত্তিতে অর্জনযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দারিদ্র্য-বিমোচন ও সামাজিক সমস্যা এবং বিভিন্ন ইস্যু সমাধানে কাজ করছি। আমরা অর্জন করতে সক্ষম নই এমন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করতে চাই না। আমরা অল্পতে সন্তুষ্ট নই। তবে আমাদের সামর্থ্য ও সক্ষমতার বাইরে গিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করে আমাদের উন্নয়ন অংশীদারীদের জটিলতায় ফেলতে চাই না। এটি আমাদের উন্নয়ন নৈতিকতার একটি বৈশিষ্ট্য।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রশিকার সকল কর্মী ও ব্যবস্থাপকগণ নিরলস পরিশ্রম করে যে মাত্রায় অগ্রগতি অর্জন করেছে তার সংখ্যাগত ও গুণগত বর্ণনা এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে। প্রশিকা আর্থিক স্থায়ীত্বশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অধিক মাত্রায় উন্নয়ন কার্যক্রমে যুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে তার প্রমাণ হচ্ছে এই প্রতিবেদন।

আমি প্রশিকার এই অগ্রগতির জন্য সকল কর্মী ও ব্যবস্থাপককে ধন্যবাদ জানাই। যারা পরিশ্রম করে এই প্রতিবেদন তৈরি করেছেন এবং এই কর্ম প্রক্রিয়ায় অন্যান্য যারা সহায়তা দিয়েছেন তাদের সবার প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে

সিরাজুল ইসলাম
প্রধান নির্বাহী, প্রশিকা।

প্রশিকার কার্যনির্বাহী পর্ষদ

<table>
<tr><td colspan="3">
রোকেয়া ইসলাম
চেয়ারম্যান

সিরাজুল ইসলাম
প্রধান নির্বাহী ও সচিব</td></tr>
<tr><td>
বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জহিরুল ইসলাম
ভাইস-চেয়ারম্যান</td><td>
রফিকা আক্তার
ট্রেজারার</td><td>
মোঃ ইয়াকুব মিয়া
সদস্য</td></tr>
<tr><td>
মোঃ আবুল বাসার
সদস্য</td><td>
মোঃ আসলাম উদ্দিন
সদস্য</td><td>
মোঃ আব্দুল খালেক তালুকদার
সদস্য</td></tr>
<tr><td>
রেণুকা বিশ্বাস
সদস্য</td><td>
আব্দুল মতিন
সদস্য</td><td>
মোঃ নুরুল ইসলাম (তুহিন)
সদস্য</td></tr>
</table>

সাধারণ পর্ষদ

<table>
<tr><td colspan="3">
রোকেয়া ইসলাম
চেয়ারম্যান

সিরাজুল ইসলাম
প্রধান নির্বাহী ও সচিব</td></tr>
<tr><td>
বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জহিরুল ইসলাম
ভাইস-চেয়ারম্যান</td><td>
রফিকা আক্তার
ট্রেজারার</td><td>
মোঃ ইয়াকুব মিয়া
সদস্য</td></tr>
<tr><td>
মোঃ আবুল বাসার
সদস্য</td><td>
মোঃ আসলাম উদ্দিন
সদস্য</td><td>
মোঃ আব্দুল খালেক তালুকদার
সদস্য</td></tr>
<tr><td>
রেণুকা বিশ্বাস
সদস্য</td><td>
আব্দুল মতিন
সদস্য</td><td>
মোঃ নুরুল ইসলাম (তুহিন)
সদস্য</td></tr>
<tr><td>
অ্যাড. মোঃ নুরুল ইসলাম মাতব্বর
সদস্য</td><td>
প্রফেসর ড. মোঃ আবুল কাশেম
সদস্য</td><td>
হামিদা বেগম
সদস্য</td></tr>
</table>

 মোঃ আবুল কালাম আজাদ *সদস্য*	 *বেলা ভক্ত* *সদস্য*	 *বিকাশ কুমার দাস* *সদস্য*
 ড. হেলাল উদ্দীন আহমেদ *সদস্য*	 *মোঃ মিজানুর রহমান* *সদস্য*	 *মঞ্জুয়ারা বেগম* *সদস্য*
 সাবিনা ইসলাম (স্বপ্না) *সদস্য*	 *মোঃ সুলতান জাহাঙ্গীরি* *সদস্য*	 *মোঃ শামসুল ইসলাম* *সদস্য*
 মোঃ সোলাইমান *সদস্য*	*মাসরুরুল ইসলাম* *সদস্য*	

প্রশিকার ব্যবস্থাপনা কাঠামো (অর্গ্যানোগ্রাম)

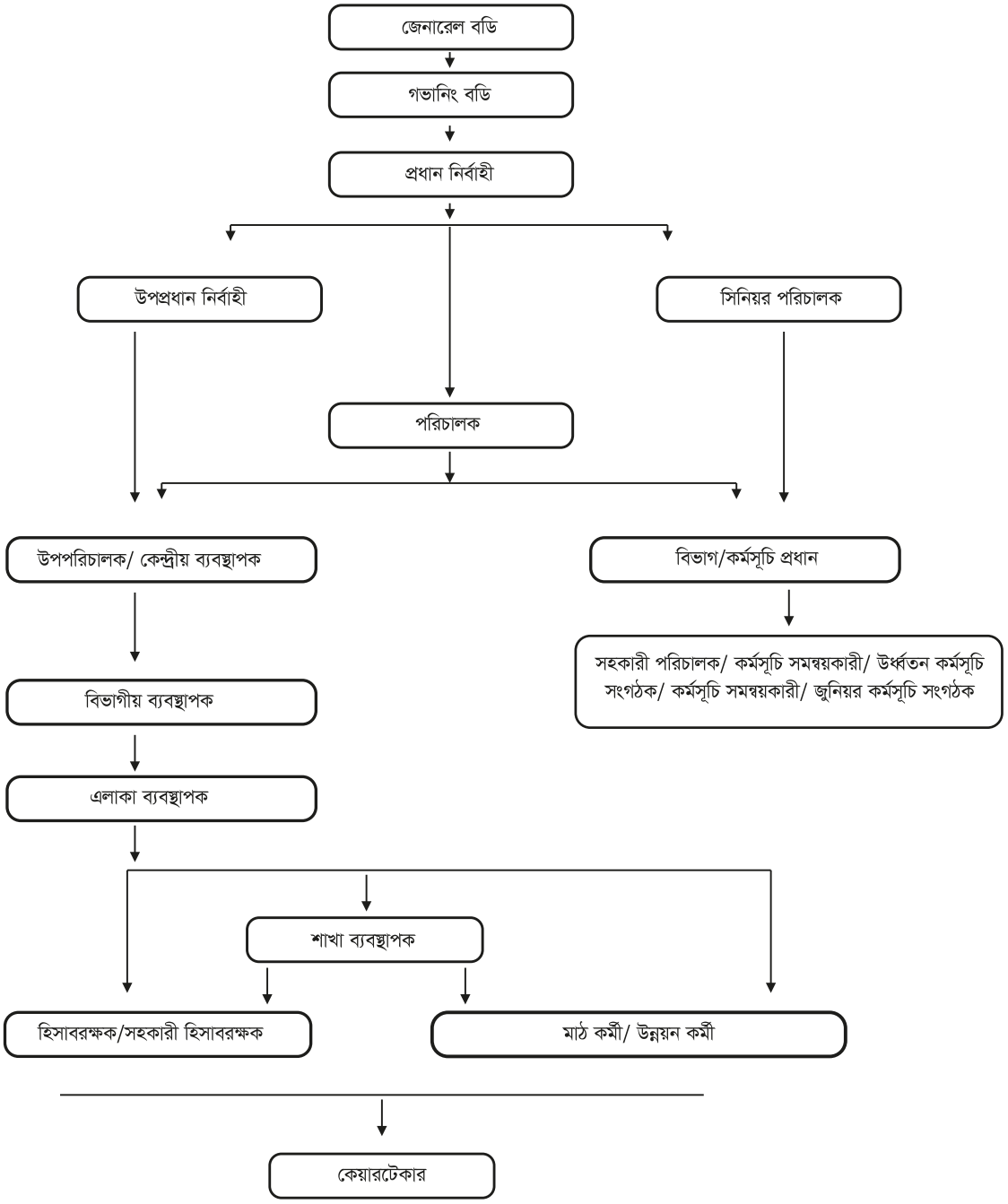

একনজরে প্রশিকা

(জুন ২০২২ পর্যন্ত)

সংগঠনের নাম	:	প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
প্রতিষ্ঠাকাল	:	১৯৭৬ সাল
এলাকা সম্প্রসারণ		
গ্রাম/বস্তি	:	৬,৮০৮
ইউনিয়ন/ওয়ার্ড	:	১,২৪১
থানা/উপজেলা	:	২৬৬
জেলা	:	৪০
উন্নয়ন এলাকা	:	**১৯০**
প্রাথমিক সমিতি (নারী)	:	২৬,৪৮১
প্রাথমিক সমিতি (পুরুষ)	:	৮,৫৬৩
মোট	:	৩৪,৮৪৪
সমিতির সদস্য সংখ্যা	:	৪২০,০৭৯
নারী	:	৩১৯,২৬০
পুরুষ	:	১০০,৮১৯
মোট সুবিধাভোগী	:	২,১০০,৩৯৫
সুবিধাভোগী পরিবারের সংখ্যা	:	৪২০,০৭৯
ঋণ কর্মসূচি		
ঋণ বিতরণ টাকা (কোটিতে)	:	৮,৭৩৪.০৩ কোটি
ঋণগ্রহীতা	:	৩২৩,৫৫৫
মোট ঋণ স্থিতি	:	৮৪৭ কোটি
মোট সঞ্চয় স্থিতি	:	৭৭৫.১০ কোটি
আয় (২০২১-২০২২)	:	১৩৯ কোটি টাকা
ব্যয় (২০২১-২০২২)	:	১০৯ কোটি টাকা
কর্মএলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ
মোট কর্মী	:	২,১৬৯ জন

সূচিপত্র

১. দারিদ্র্য বিমোচনে প্রশিকার ৪৭ বছর ---------- ০১
২. ভিসন, মিশন ও অবজেক্টিভ ---------- ০২
৩. প্রশিকার মৌলিক কর্মসূচিসমূহ ০৪
৪. ২০২১-২২ অর্থবছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ ---------- ০৭
৫. প্রশিকার ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও পদ্ধতি ---------- ১৬
৬. জনসংগঠন বিনির্মাণ কর্মসূচি ---------- ১৭
৭. আর্থিক সেবা কর্মসূচি ---------- ২০
৭.১ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ---------- ২১
৭.২ প্রশিকা সঞ্চয় কার্যক্রম ---------- ২১
৭.৩ ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি ---------- ২৩
৭.৪ আর্থিক সেবা ঝুঁকি কার্যক্রম (ঋণ বীমা) ---------- ২৩
৭.৫ কয়েকজন ঋণগ্রহীতার সাফল্যগাথা ---------- ২৪

৮. সামাজিক সুরক্ষাসেবা কর্মসূচি ---------- ২৮
৯.১ নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচি ---------- ২৮
৯.২ মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি ---------- ৩০
৯.৩ প্রতিবন্ধি মানুষের উন্নয়ন কর্মসূচি ---------- ৩২
৯.৪ সামাজিক বনায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলা ---------- ৩৪
৯.৫ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি ৩৬
৯.৬ আইনি সহায়তা কর্মসূচি ---------- ৩৭
৯.৭ গণসংস্কৃতি কর্মসূচি ---------- ৩৯
৯.৮ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ---------- ৪১

৯. আয়মূলক কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহ
৮.১. মধু উৎপাদন ও বিপণন কর্মসূচি ---------- ৪৩
৮.১ প্রশিকা ওয়াটার ফিল্টার উৎপাদন ও বিপণন কর্মসূচি ---------- ৪৬
৮.২ প্রশিকা সমন্বিত কৃষি খামার, রংপুর ---------- ৪৭
৮.৩ প্রশিকা কার্প হ্যাচারী, রংপুর ---------- ৪৯
৮.৪ প্রশিকা সমন্বিত কৃষি খামার, সাতকানিয়া ---------- ৫০
৮.৫ আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, ময়মনসিংহ (আরএইচআরডিসি) ---------- ৫১
১০. কর্মসূচি সহায়ক অন্যান্য বিভাগসমূহ
১০.১ মানবসম্পদ বিভাগ ---------- ৫২
১০.২ তথ্য ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার বিভাগ ---------- ৫৪
১০.৩ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ ---------- ৫৭
১০.৪ এস্টেট ও স্টোর বিভাগ ---------- ৫৮
১০.৫ সাধারণ প্রশাসন ---------- ৫৯
১০.৬ কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগ ---------- ৬০
১০.৭ অর্থ ও হিসাব বিভাগ ---------- ৬১
১০.৬ প্রশিকা কর্মী কল্যাণ তহবিল বিভাগ ---------- ৬২
১১. প্রকল্পসমূহ ---------- ৬৩
১২. অডিট রিপোর্ট ---------- ৬৭

দারিদ্র্য বিমোচনে প্রশিকার ৪৭ বছর

প্রশিকা প্রাসঙ্গিক

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র বাংলাদেশের একটি অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। ১৯৭৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশিকার যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে প্রশিকা ৬,৮০৮ গ্রাম ও শহরের মহল্লা, ১,২৪১ ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, ২৬৬ উপজেলা/থানা এবং দেশের সাতটি বিভাগের ৪০টি জেলায় কাজ করছে। প্রশিকার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ৪২০,০৭৯ জন মানুষের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির কল্যাণে অদ্যাবধি ২১,০০,৩৯৫ জনেরও বেশি মানুষ দারিদ্র্যমুক্ত হয়েছে। এছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য এই সংগঠনের সামাজিক বনায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলা কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ১০ কোটি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। প্রশিকার এসব অর্জন জনসংগঠন বিনির্মাণ কর্মসূচি, আর্থিক সেবা কর্মসূচি, স্বাস্থ্য শিক্ষা, বিভিন্ন আয়মূলক ও সামাজিক কর্মসূচি এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন ইত্যাদি কর্মসুচিসহ আরো অন্যান্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে।

ভিশন মিশন ও অবজেক্টিভ

অভীষ্ট লক্ষ্য (Vision)

দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অবদান রাখা।

ব্রত (Mission)

আর্থিক সহায়তা দিয়ে সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সেবা, দক্ষতা, সৃজনশীলতা ও নেতৃত্বের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

উদ্দেশ্য (Objectives)

১. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়নে ভূমিকা রাখা;
২. নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়িত করতে ভূমিকা রাখা;
৩. সমাজ ও দেশের উন্নয়নে দরিদ্র পুরুষ ও নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
৪. দরিদ্রদের সম্পদের ভিত্তি তৈরি করা এবং উদ্যোক্তাদের বিকাশে ভূমিকা রাখা;
৫. পরিবেশ উন্নয়নে অবদান রাখতে করণীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা;
৬. দরিদ্র জনগণের সাংগঠনিক সম্পদের ভিত্তি গড়ে তোলা; এবং
৭. জনগণের সাংবিধানিক অধিকার ও মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখা।

প্রশিকার কর্মএলাকা (ম্যাপ)

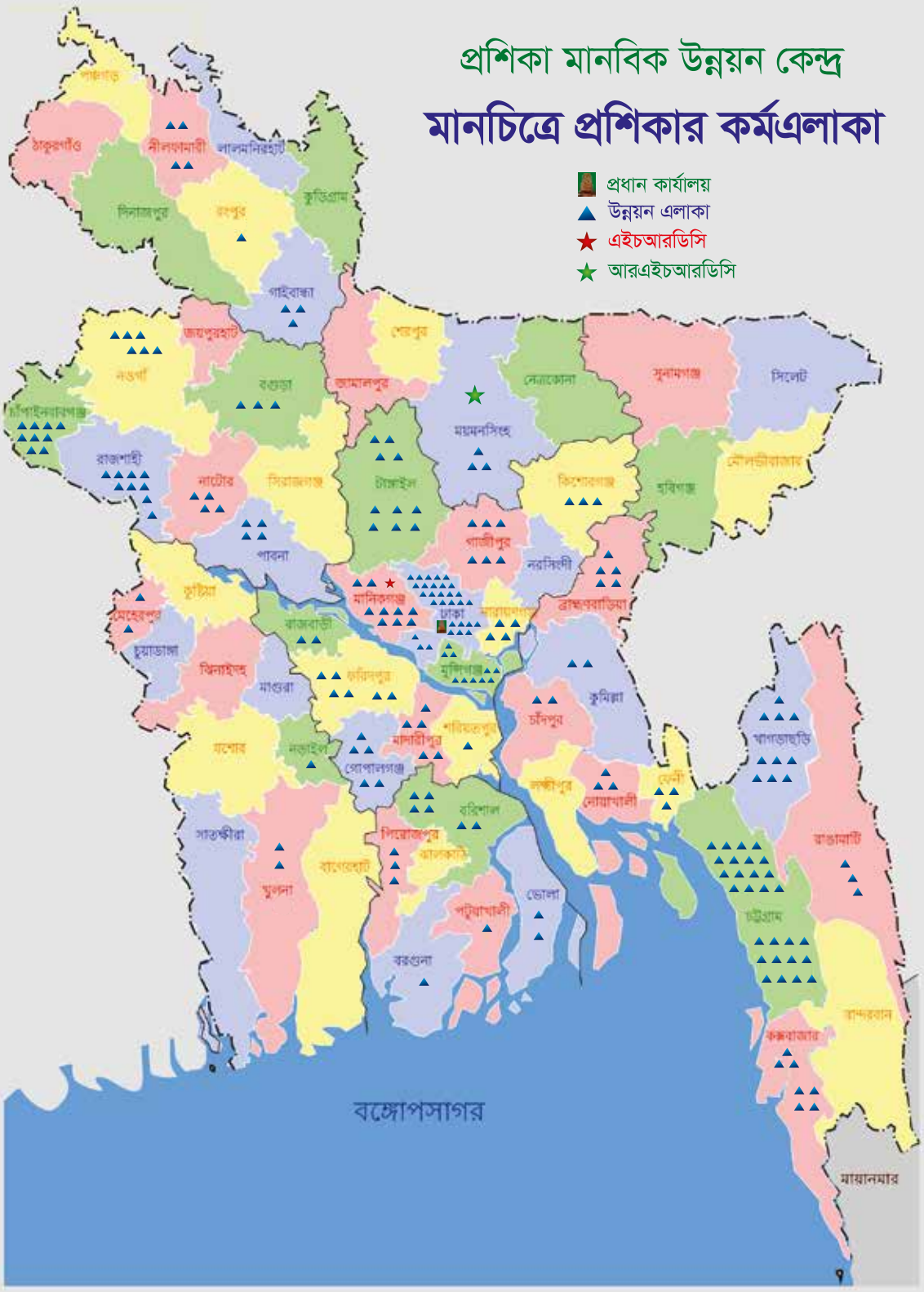

মৌলিক কর্মসূচিসমূহ

কর্মকৌশল

প্রশিকার গ্রুপ সদস্যদের স্থিতিশীল আয় ও জীবিকার উন্নয়নে সম্পদ ও সম্ভাবনার সর্বোচ্চ বিকল্প ব্যবহার নিশ্চিত করা যা পর্যায়ক্রমে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, শান্তি ও ন্যায়নীতিসম্পন্ন সমাজ ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করবে।

নৈতিকতা

- সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও দায়িত্ব-কর্তব্যে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, পেশাদারিত্ব ও বিচক্ষণতা;
- নিরাপদ ও কর্মীবান্ধব পরিবেশ;
- উন্নয়ন কর্মকান্ডে বাস্তবসম্মত ও জনকেন্দ্রিক পদ্ধতি; এবং
- সর্বোপরি সততা ও নিষ্ঠা।

আচরণবিধি

- সংস্থার ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্মপদ্ধতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ;
- ইতিবাচক নেতৃত্ব ও মনোভাব ; সময়ানুবর্তিতা;
  এবং
- সকল ধর্ম ও লিঙ্গের প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শন।

মূলনীতি

- অসংগঠিত জনগোষ্ঠীকে সমিতি গঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করা;
- সমিতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় তাদেরকে জীবন ও জীবিকা, পরিবেশ-পরিস্থিতি, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন করা;
- স্বাস্থ্যপুষ্টি, সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা;
- দক্ষ মানবসম্পদ, স্থিতিশীল আয় ও জীবিকার ব্যবস্থা করা;
- স্ব-কমসংস্থান ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক পরিষেবা নিশ্চিত করা;
  এবং
- উন্নয়ন সম্প্রসারণে গবেষণা, উদ্ভাবন ও অনুসন্ধান পরিচালনা করা, ইত্যাদি।

এক নজর (২০২১-২০২২ অর্থবছর)

- জেলার সংখ্যা ৪০টি
- উন্নয়ন এলাকার সংখ্যা ১৯০টি
- মানবসম্পদ ২৫০০ জন
- উপকারভোগী সদস্য ২১,০০,৩৯৫ জন
- ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ৪২০,০৭৯ জন
- ঋণ বিতরণ ১৩২৫.০৩ কোটি টাকা

নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত।

তথ্যসমূহ নিম্নে দেওয়া হলো:

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।
সনদ নং-১৪৯
তারিখ: ০৬.০৭.১৯৮৩

জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ
সনদ নং- S-563/23
তারিখ: ০১.১০.১৯৭৬

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি
সনদ নং-০০১৫২-০৩১৩৫-০০৬০০
তারিখ: ১০.১০.২০১১

জাতীয় বীজ বোর্ড/বীজ উইং
সনদ নং
SW/MoA/31120
তারিখ: ৩০.১০.২০১৮

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
(নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা)
সনদ নং-ডিএনসি-০২
তারিখ: ২০২১-২০২২
অর্থবছরের জন্য নবায়ন

২০২১-২২ অর্থবছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ

জনসংগঠন বিনির্মাণ কর্মসূচি

প্রশিকার সকল কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে জনসংগঠন বিনির্মাণ কর্মসূচি। বাংলাদেশে প্রশিকাই প্রথম উন্নয়নের জন্য দরিদ্রদেরকে পৃথকভাবে সংগঠিত করার ধারণা ও পদ্ধতি প্রবর্তন করে। প্রশিকা গ্রাম ও শহরাঞ্চলের দরিদ্রদেরকে নিজ উদ্যোগে সংগঠিত করে 'সমিতি' গঠনে উৎসাহিত করছে যাতে তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে । প্রশিকার এই কর্মসূচির সহায়তায় এ পর্যন্ত ৩৪ হাজার ৮শ' ৪৪ টি প্রাথমিক সমিতি গঠিত হয়েছে, যার মধ্যে ২৬ হাজার ৪শ' ৮১ টি নারী সমিতি এবং ৮ হাজার পাঁচশ' ৬৩ টি পুরুষ সমিতি।

আর্থিকসেবা প্রদান কর্মসূচি

দারিদ্র্য কমাতে সফলকাম হতে হলে প্রথমেই দরকার আয় বাড়ানো, দরিদ্র্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আয়-ধ্বস রোধ করা। এজন্য প্রশিকা সমিতি-সদস্যদের নানাধরণের আর্থিকসেবা প্রদান করে। আর্থিকসেবা কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে: ১. ক্ষুদ্রঋণ বা আবর্তমান ঋণ তহবিল; ২. প্রশিকা সঞ্চয় স্কিম; ৩. ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মসূচি; এবং ৪. ঋণ ক্ষতিজনিত ক্ষতিপূরণ স্কিম।

ক্ষুদ্রঋণ বা আবর্তমান ঋণ তহবিল কার্যক্রম

প্রশিকা সংগঠিত সদস্যদেরকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা হয়। এই ঋণ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণমূলক। ক্ষুদ্রঋণের আওতায় সমিতির সদস্যদের আবর্তমান ঋণ তহবিল থেকে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩৪ হাজার নয়শ'টি প্রকল্পের বিপরীতে প্রায় ১৩২৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এসব প্রকল্পে ৪২০,০৭৯ জন দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশিকা সঞ্চয় স্কিম

প্রশিকা সঞ্চয় স্কিমটি সদস্যদের কয়েকটি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ভিত্তিতে চালু করা হয়েছে। এসব সুযোগ-সুবিধার মধ্যে রয়েছে আরো পাঁচ ধরণের আর্থিকসেবা। সেগুলো হলো: প্রশিকা সঞ্চয় স্কিম (নিয়মিত); অর্থনৈতিক-সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (ইএসএসপি); ডাবল বেনিফিট সঞ্চয় স্কিম (ডিবিএসএস); বিশেষ সঞ্চয় স্কিম (পিএসএসএস); এবং লাখপতি সঞ্চয় স্কিম (পিএলএসএস)। এসব স্কিমের মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের সঞ্চয়ের নিরাপত্তা প্রদান, জীবন বীমার ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগসৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। বর্তমানে ৩৪ হাজার আটশ' ৪৪টি সমিতির চার লাখ ২০ হাজার ৭৯ জন সদস্য এই স্কিমের আওতাভূক্ত।

ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মসূচি

প্রশিকার এই কর্মসূচি থেকে সমিতির যেসব সদস্য উচ্চ দক্ষতা অর্জন করেছে তাদেরকে বিভিন্ন ব্যবসা যেমন: ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা ও কৃষি খামার প্রতিষ্ঠার জন্য ঋণ দেওয়া হয়। অদ্যাবধি প্রশিকার এই কর্মসূচি থেকে ৪০৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র শিল্পকারখানা ও কৃষি খামারে ২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ঋণ ক্ষতিজনিত ক্ষতিপূরণ স্কিম (ঋণ বীমা)

আর্থিক সেবা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা তহবিল (ঋণ বীমা) দলীয় সদস্যদের পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুজনিত কারণে ঝুঁকি কমানোর জন্য এই স্কিমটি চালু করা হয়। এই স্কিমে ৩২.৪৯ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে। এই অর্থবছরে মোট ১.০৫ কোটি টাকা এই তহবিল থেকে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের প্রদান করা হয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষাসেবা কর্মসূচি

দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্য শুধু অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নই যথেষ্ট নয়, সামাজিক ও পরিবেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়েও সচেতনতা বাড়ানো ও সক্ষমতা গড়ে তোলা দরকার। তাই প্রশিকা তার সমিতি-সদস্যদের জন্য সামাজিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়নের নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে: বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারিত সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন কর্মসূচি, স্বাস্থ্য কর্মসূচি, সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি, ইত্যাদি।

নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচি

নারী নেতৃত্বের বিকাশ ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন এবং ক্ষমতায়নের জন্য প্রতিষ্ঠান-টি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এ অর্থবছরে ২৬টি উন্নয়ন এলাকায় কর্মী ও সমিতির সদস্যদের অনানুষ্ঠানিক আলোচনা ও উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মসূচি বাল্যবিবাহ রোধ, বহুবিবাহ বন্ধ, নারী নির্যাতন রোধ এবং আইনি অধিকার অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র মাদক বিস্তার প্রতিরোধ ও যুবসমাজকে সচেতন করার লক্ষ্যে ২০১৮ সালে 'মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও জনসচেতনতামূলক' উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যুবসমাজকে মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক অবক্ষয় সম্পর্কে সচেতন করা এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য।

স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি

প্রশিকার স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে দরিদ্রদের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতেনতা তৈরি করা, স্বাস্থ্যখাতে অভিগম্যতা তৈরি করে দেওয়া ও স্বাস্থ্য সর্ম্পকিত তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করা। এই কর্মসূচির সাধারণ উদ্দেশ্য হলো দরিদ্রদের সামগ্রিক স্বাস্থ্য অবস্থার উন্নতি করা; এবং দরিদ্রদের সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে এমন সাধারণ রোগের প্রকোপ কমাতে সাহায্য করা।

প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়ন কর্মসূচি

প্রশিকা দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রশিকা পরিচালিত এই কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো হলো- প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে কাজ করে এরকম প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্কিং করা, চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের সহায়তা প্রদান (ঠোঁটকাটা, তালুকাটা, ক্লাবফুট ও অন্যান্য), প্রতিবন্ধীদের চলন সহায়ক উপকরণ প্রদান (হুইল চেয়ার, ক্র্যাচ, সাদাছড়ি, শ্রবণযন্ত্র ও অন্যান্য) এবং শারীরিক প্রতিবন্ধকতকা বিষয়ে সচেতনতামূলক উপকরণ যেমন- পোস্টার, ফ্লিপচার্ট, বই ইত্যাদি সরবরাহ করা।

সামাজিক বনায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলা কর্মসূচি

প্রশিকার সামাজিক বনায়ন ও জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলা কর্মসূচি প্রকৃতপক্ষে গ্রামীণ ও আঞ্চলিক সড়কসমূহে এবং নদীর ধারে ও পতিত জমিতে বনায়ন, প্রাকৃতিক শালবন সংরক্ষণ, কৃষি বনায়ন, নার্সারি স্থাপন ও উন্নয়ন এবং বসতবাড়িতে বাগান স্থাপনের মাধ্যমে বনজসম্পদের সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই কর্মসুচির মাধ্যমে প্রশিকা অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় বনজসম্পদে দরিদ্রদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করেছে। এই কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত প্রায় ১০ কোটি বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি

প্রশিকা ১৯৮৪ সাল থেকে বন্যা, সাইক্লোন, শৈত্যপ্রবাহ, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ত্রাণ বিতরণসহ সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন করে আসছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিকা উপকূলীয় এলাকায় দুর্গতদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য দুইতলা বিশিষ্ট ১০টি ভবন নির্মাণ এবং ১শ' কি.মি. বাঁধে উপকূলীয় অঞ্চলে বনায়ন সৃষ্টি করেছে। এছাড়া সম্প্রতি কোভিড-১৯ ভাইরাস প্রতিরোধে প্রশিকা নানামূখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে এবং এখনো করছে।

প্রশিকা আইনি সহায়তা কর্মসূচি

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র প্রথম থেকেই দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন, কুসংস্কার দূরীকরণ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে আসছে। এই প্রেক্ষিতে নির্যাতিত জনগোষ্ঠীকে আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য প্রশিকা আইন বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বাল্য বিবাহ রোধ, যৌতুক ও নারী নির্যাতন রোধ এবং গ্রামীণ ও নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নারী-পুরুষকে আইনি অধিকার বিষয়ে সচেতন করা, প্রশিকার দলীয় সদস্যদের গ্রাম্য আদালতের সহায়তা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা ও জেলা আইনি সহায়তা কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করার পাশাপাশি আইনি সহায়তা গ্রহণে সচেতন করা এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য।

গণসংস্কৃতি কর্মসূচি

এই কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়নের মাধ্যম হিসাবে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে চর্চা করা। তাই প্রশিকা তার কর্ম এলাকাগুলোতে গণসংস্কৃতি দল গড়ে তুলতে সহায়তা করছে। এসব দল গ্রামে গ্রামে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং সেখানে তাদের নিজেদের জীবনে সংঘটিত ঘটনার ভিত্তিতে তৈরি নাটক এবং নিজেদের রচিত ও সুরারোপিত গান পরিবেশনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণকে কুসংস্কার, উন্নয়নবিরোধী মূল্যবোধ, বাল্যবিবাহের কুফল, নানা বিষয়ে তাদের অধিকার, ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

প্রশিক্ষণ দরিদ্রদের উন্নতির জন্য দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সহজতর করার একটি উপাদান। মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করার একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া হিসাবেও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণের লক্ষ্য হলো প্রশিকা কর্মী এবং গ্রুপ সদস্যদের ব্যক্তিগত প্রেরণা এবং বক্তব্যের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রদান করা যা তাদের সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ এবং সেসব সমস্যা সমাধানের পথ ও উপায় খুঁজে বের করতে সক্ষম করে তুলবে।

পরিবেশসম্মত কৃষি কর্মসূচি

প্রশিকা বিকল্প কৃষি পদ্ধতি অর্থাৎ জৈব (অর্গানিক) কৃষি পদ্ধতির প্রচলন করেছে যা স্থায়িত্বশীল ও ফলপ্রসূ, জীববৈচিত্র্যের পক্ষে সহায়ক এবং রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিপরীত। জৈব কৃষি পদ্ধতিতে সব ধরনের কৃষি ফসল উৎপাদন করার প্রয়াস চালাচ্ছে প্রশিকা।

আয়মূলক কর্মসূচি

প্রশিকা আয়মূলক কর্মসংস্থানের জন্য এই ব্যবস্থা চালু করেছে যাতে দরিদ্ররা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি মর্যাদাপূর্ণ সামাজিক অবস্থান তৈরি করতে পারে। আত্মকর্মসংস্থানের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দরিদ্রদের স্বাবলম্বী করতে ঋণ সহায়তার পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা ও বিপণন সহায়তাসহ প্রশিকা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

মধু উৎপাদন ও বিপণন কর্মসূচি

প্রশিকার মধু উৎপাদন ও বিপণন কর্মসূচি অন্যতম প্রতিশ্রুতিশীল, পরিবেশবান্ধব এবং আয়বর্ধক কার্যক্রম। মধু উৎপাদন ও বিপণন প্রশিকার একটি আয়মূলক কর্মসূচি। প্রশিকা মধু লিচু ফুল, সরিষা ফুল, ধনিয়া/কালো জিরা এবং প্রকৃতির বিভিন্ন ফুলের উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়।

প্রশিকা ওয়াটার ফিল্টার উৎপাদন ও বিপণন কর্মসূচি

প্রশিকা ওয়াটার ফিল্টার উৎপাদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে কম মূল্যে নিরাপদ পানি সরবরাহ করা। এই ফিল্টারের সাহায্যে খাল-বিল, নদী ও পুকুরের জল বিশুদ্ধ করা যায়। একই সাথে এই প্রকল্প থেকে অর্থও অর্জিত হয়।

সমন্বিত কৃষি খামার রংপুর

রংপুর জেলার সদর উপজেলার তালুক তামফাট মৌজার ৩৭.৮৫ একর এবং মিঠাপুকুর উপজেলার ইসলামপুর মৌজার ০.১৫ একরসহ মোট ৩৮.০০ একর জমি নিয়ে প্রশিকা সমন্বিত কৃষি খামারটি অবস্থিত। এখানে শস্যবীজ উৎপাদন, পোল্ট্রি পালন ও মাছ চাষসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। এছাড়া এখানে প্রায় ২৫ একর জমিতে সারা বছরব্যাপী শস্যপঞ্জিকা অনুসারে বিভিন্ন ধরনের শস্যবীজ, দানাজাতীয় ফসল ও শাক-সবজির চাষ করা হয়। পোল্ট্রি ফার্মে নয়টি ওপেন শেড রয়েছে যেখানে ৪২,০০০ সোনালী মুরগির বাচ্চা পালন করা সম্ভব। মুরগির বাচ্চা উৎপাদনের জন্য অত্যাধুনিক মানের একটি হ্যাচিং ব্রিডিং রয়েছে। শস্যবীজ শুকানো, গ্রেডিং ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য একটি বড় আয়তনের ও একটি ছোট আয়তনের চাতাল এবং মাছচাষের জন্য দুইটি বড় আয়তনের পুকুর আছে। এই খামারের অফিস ভবনে পরিচালনার জন্য পাঁচরুম বিশিষ্ট বিল্ডিং রয়েছে। অন্যান্য স্থাপনার মধ্যে কৃষি গুদামঘর, অফিসরুম, স্টোররুম, স্টাফ কোয়ার্টার, গেস্টরুম ও একটি প্রশিক্ষণরুম রয়েছে।

প্রশিকা কার্প হ্যাচারী রংপুর

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার জায়গীর নামক স্থানে প্রশিকা কার্প হ্যাচারী অবস্থিত। এর আয়তন ৭.৯৮ একর। এখানে বিভিন্ন আয়তনের ১০টি পুকুর আছে। এ পুকুরগুলোতে রেনু থেকে ধানী ও চাপের পোণা, কার্পজাতীয় মাছ এবং মনোসেঙ তেলাপিয়া ও অন্যান্য জাতের মাছ চাষ করা হচ্ছে। ডিম থেকে রেনু উৎপাদনের জন্য একটি হ্যাচারী কমপ্লেঙ আছে, যা বর্তমানে অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। অফিস চত্বরের সামনে ০.৩০ একর জমি আছে। সেখানে সারা বছর শস্যপঞ্জিকা অনুসারে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করা হয়। অন্যান্য স্থাপনার মধ্যে একটি অফিসরুম ও দুইটি গেস্টরুম রয়েছে।

সমন্বিত কৃষি খামার, সাতকানিয়া চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার মহালিয়া মৌজায় ১৯.০৬ একর জমিসহ এই ফার্মটি অবস্থিত। এই ফার্মে মোট ৭টি লেয়ার মুরগি প্রতিপালনের সেড ও ৫টি ওপেন শেড আছে। এছাড়াও মুরগির বাচ্চা উৎপাদন করার জন্য আধুনিক মানের হ্যাচারী আছে।

আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে একইসাথে দুইটি প্রশিক্ষণ চলানোর সুবিধা রয়েছে এবং ৫০ জন লোকের আবাসন সুবিধা আছে। আধুনিক সুবিধা সম্বলিত দুইটি প্রশিক্ষণ ভেন্যু, চারটি এসি গেস্টরুম (এটাচড বাথসহ) এর মধ্যে দুইটি ডাবল, একটি সিঙ্গেল ও একটি কাপল বেড আছে। নন-এসি গেস্টরুম (এটাচড বাথ) তিনটি। এর মধ্যে দুইটি সিঙ্গেল ও একটি ডাবল এবং ৪০টি ডরমেটরি সিট আছে । এই কেন্দ্রটিতে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, ভেন্যু ভাড়া ও আবাসিক ভবন হিসাবে ভাড়ায় ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এই কেন্দ্রে প্রশিকার নিজস্ব প্রশিক্ষণ আয়োজন করার পাশাপাশি বাইরে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ভাড়া নিয়ে ব্যবহার করে।

প্রকল্পসমূহ

টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ বন বিভাগ (বিএফডি), আইডিএ এবং জিওবি'র আর্থিক সহায়তায় প্রশিকা জুলাই, ২০১৮ সাল থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত "টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প" বাস্তবায়ন করে আসছে।

ছাদ বাগান সম্প্রসারণ প্রকল্প

ঢাকায় খাদ্য ব্যবস্থার মডেলিং, পরিকল্পনা এবং উন্নতির লক্ষ্যে 'উন্নত পুষ্টি'র জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন এরিয়াসহ চারটি সিটি কর্পোরেশনে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক (FAO) সংস্থার অর্থায়নে প্রশিকা ছাদবাগান সম্প্রসারণ প্রকল্প গ্রহণ ও পরিচালনা করেছে।

নগর বাগান প্রকল্প

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর আর্থিক সহায়তায় ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ এবং নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পাচঁ হাজার নগর বাগান স্থাপনের একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে প্রশিকা।

প্রশিকার বিগত কয়েক বছরের বাজেট পর্যলোচনা

২০০৯ সালে প্রশিকার অভ্যন্তরীণ নানাবিধ অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের কারণে প্রশিকার আর্থিকসেবা কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক কর্মসূচিগুলোও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ২০১৪ সালের পর থেকে পরবর্তী গভার্নিং বডি কর্তৃক প্রশিকার ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও ব্যবস্থা পুর্নগঠিত হলে সংস্থার প্রধান নির্বাহী সময়ের প্রয়োজনে উন্নয়নের চাহিদা পূরণের জন্য পুনরায় সামাজিক কর্মসূচিগুলো চালু করার প্রক্রিয়া শুরু করেন এবং ২০১৬ সালে কর্মসূচিগুলো ক্রমান্বয়ে পুরো মাত্রায় চালু করেন। এই কর্মসূচিগুলো প্রশিকার সামাজিক সুরক্ষাসেবা কর্মসূচি হিসেবে পরিচিত। প্রশিকার সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে এই কর্মসূচিগুলো পরিচালিত হয়। বিগত কয়েক বছর ধরে সামাজিক সুরক্ষাসেবা কর্মসূচিগুলোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাজেট সংস্থার পক্ষ থেকে বরাদ্দ হয়ে আসছে। নিম্নের ডায়াগ্রামগুলোর মাধ্যমে বিগত পাঁচ বছরের কর্মসূচিভিত্তিক বাজেট ও ব্যয়ের চিত্র তুলে ধরা হলো:

২০১৯-২০২০ অর্থবছর থেকে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচির বার্ষিক বাজেটের তুলনামূলক তথ্য চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।

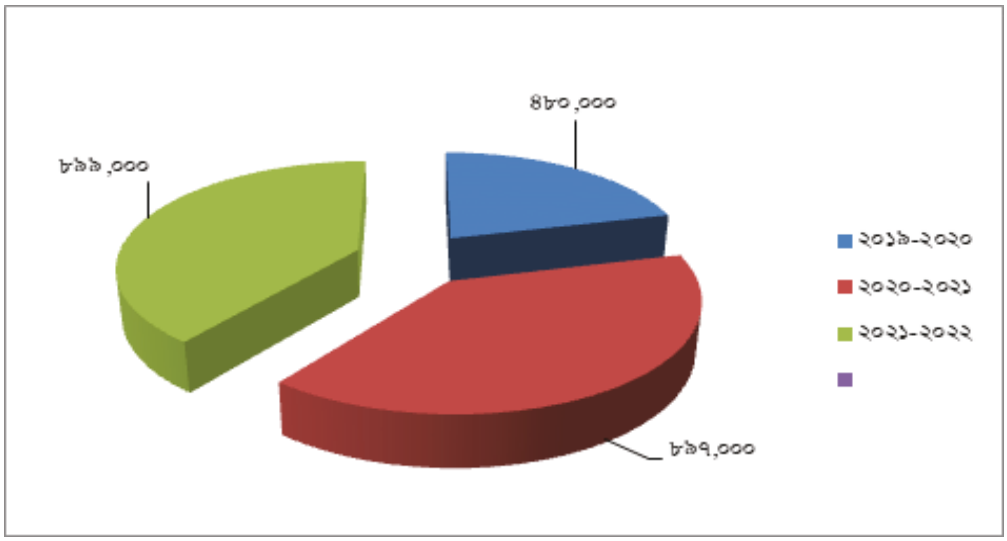

চিত্র: নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচির বাষিক বাজেট (২০১৯-২০২০ থেকে ২০২১-২০২২ পর্যন্ত)

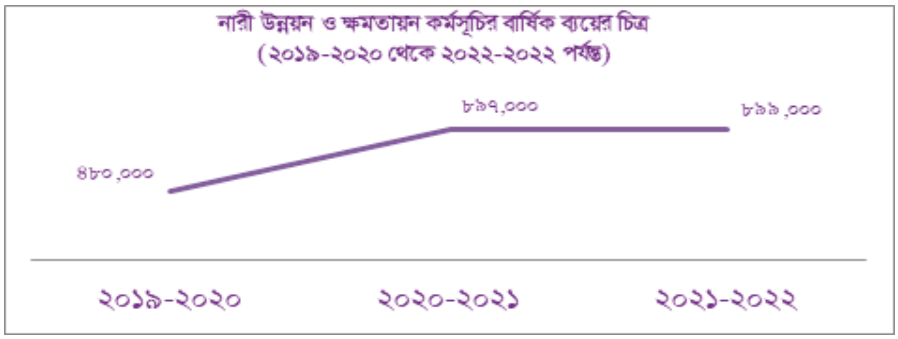

২০১৯-২০২০ অর্থবছর থেকে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়ন কর্মসূচির বার্ষিক বাজেটের তুলনামূলক চিত্র চার্টের মাধ্যমে দেখানো হলো।

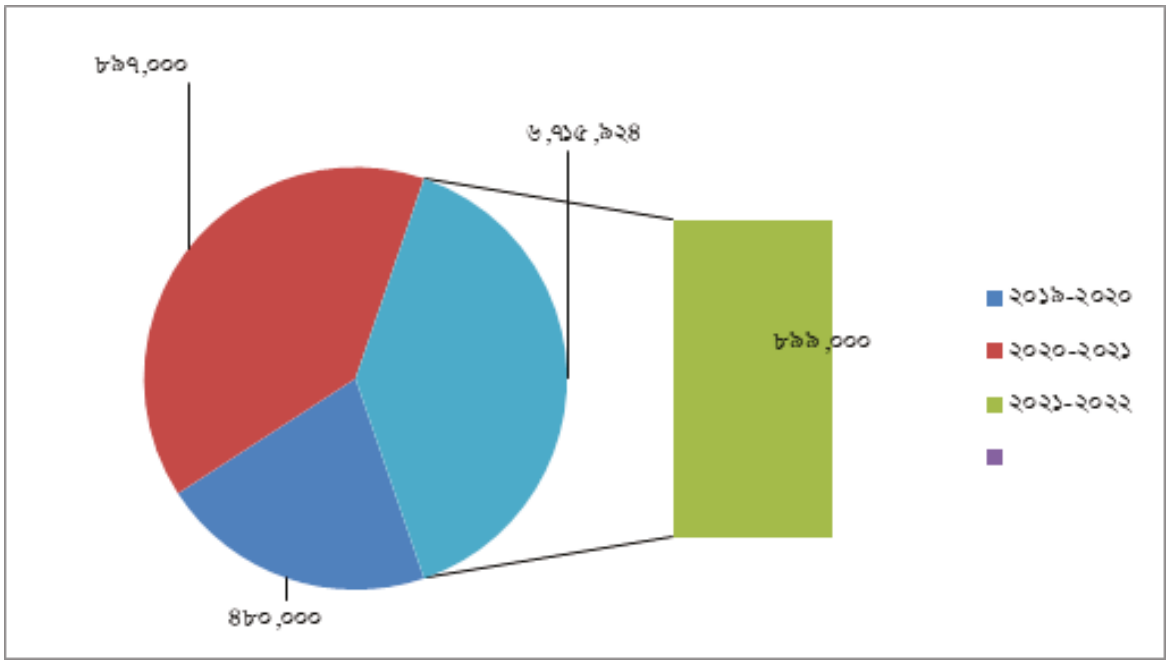

চিত্র: প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়ন কর্মসূচির বাষিক বাজেট (২০১৯-২০২০ থেকে ২০২১-২০২২ পর্যন্ত)

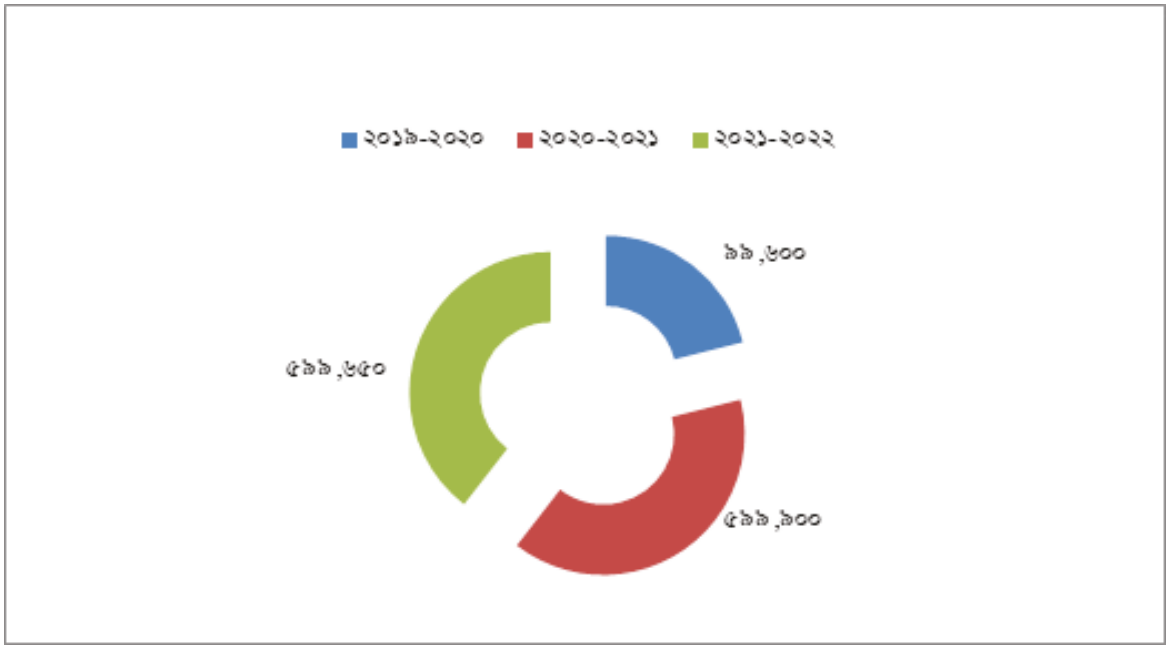

চিত্র: প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়ন কর্মসূচির বার্ষিক ব্যয়ের চিত্র (২০১৯-২০২০ থেকে ২০২১-২০২২ পর্যন্ত)

২০১৯-২০২০ অর্থবছর থেকে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত গণসংস্কৃতি কর্মসূচির বার্ষিক বাজেটের তুলনামূলক চিত্র বারের মাধ্যমে দেখানো হলো।

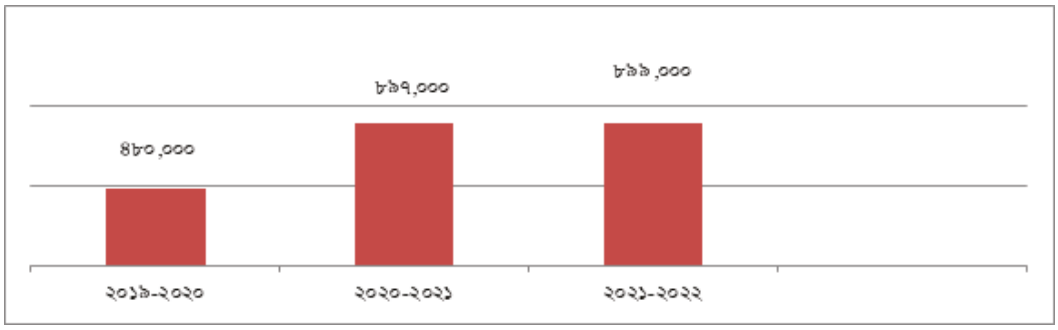

চিত্র: গণসংস্কৃতি কর্মসূচির বাষিক বাজেট (২০১৯-২০২০ থেকে ২০২১-২০২২ পর্যন্ত)

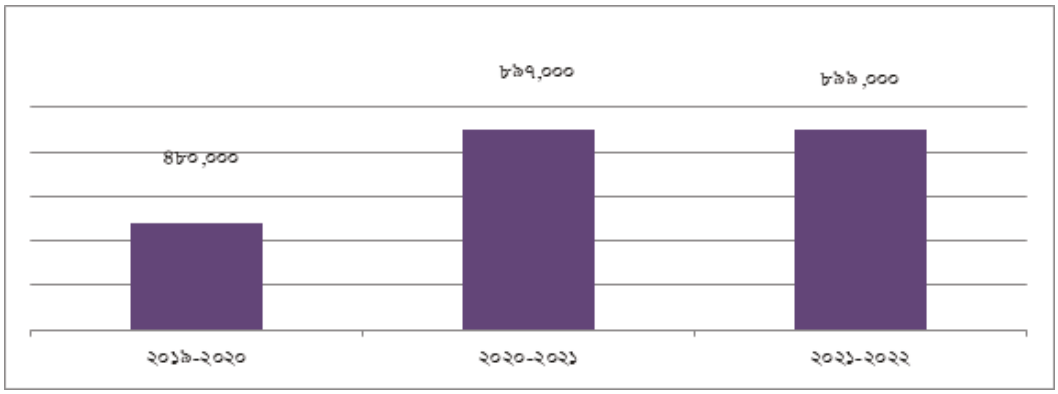

চিত্র: গণসংস্কৃতি কর্মসূচির বার্ষিক ব্যয়ের চিত্র (২০১৯-২০২০ থেকে ২০২১-২০২২ পর্যন্ত)

বি:দ্র: ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ঘোষিত বাজেটের তথ্য দেওয়া হয়েছে। যেহেতু প্রতিবেদনটি ২০২১-২০২২ অর্থবছরের তাই যৌক্তিকভাবেই এই বছরের ব্যয়ের হিসাব এখানে দেওয়া হয়নি।

উপরোল্লিখিত সামাজিক সুরক্ষাসেবা কর্মসূচিগুলো ছাড়াও আরো কয়েকটি কর্মসূচি পরবর্তী বছরগুলোতে ক্রমান্বয়ে চালু করা হয়। সেগুলোর বরাদ্দ বাজেট টেবিল চিত্রের মাধ্যমে দেওয়া হলো।

কর্মসূচি	২০২১-২০২২ অর্থবছর (বাজেট)	২০২১-২০২২ অর্থবছর (ব্যয়)	২০২২-২০২৩ অর্থবছর, বাজেট
মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি	২০০,০০০	২০০,০০০	৭,৪৮৫,১২০
সামাজিক বনায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলা	-	-	১,৩৮৭,৫০০
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি	১০০,০০০	১,০০০,০০০	১৬,৭৭৪,০০০
আইনি সহায়তা কর্মসূচি	-	-	৬,৭৪৯,০০০
প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা কর্মসূচি	-	-	১০,১৫৫,৪৫০
প্রশিকা স্মার্ট হেলথ কেয়ার	-	-	৯,৭৩৮,৬১৬

২০২১-২০২২ ও ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেটের বিভিন্ন খাত বা কর্মসূচি ও বিভাগসমূহের বরাদ্দকৃত বাজেটের তথ্য এবং বাজেট ফান্ডের মূল উৎসগুলো ও নির্ধারিত ধার্য্যকৃত বাজেটের তথ্য ও পর্যালোচনা নিম্নের সারণিগুলোর মাধ্যমে দেখানো হলো।

বাজেট খাতসমূহ	বরাদ্দকৃত বাজেটের টাকা পরিমাণ কোটিতে (২০২১-২০২২)	বরাদ্দকৃত বাজেটের টাকা পরিমাণ কোটিতে (২০২২-২০২৩)
আর্থিকসেবা প্রদান কর্মসূচিসমূহ	১,৩৬৩.১৮	২৬,৪১৯,৯৫৬,২৪১
সামাজিক সুরক্ষাসেবা কর্মসূচিসমূহ	০.২৮	৭৭,৫৯০,৬১০
সহায়ক বিভাগসমূহ পরিচালনা	৫৯.২৬	১,১৭৮,০৯৩,৯৭৬
কৃষিখামার এবং আয়মূলক কর্মসূচিসমূহ	-	৯৩,৪০৬,৬৩০
যৌথ প্রকল্পসমূহ	-	৪৬,৪৮৮,০৭৬
মোট	**১,৪২২.৭২**	**২৭,৮১৫,৫৩৫,৫৩৩**

সারণি: বাজেটের বিভিন্ন খাতসমূহ ও বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ উপরের সারণিতে দেখানো হলো।

বাজেট ফান্ডের উৎস/খাতসমূহ	ধার্য্যকৃত বাজেটের টাকা পরিমাণ কোটিতে (২০২১-২০২২)	ধার্য্যকৃত বাজেটের টাকা পরিমাণ কোটিতে (২০২২-২০২৩)
আর্থিকসেবা প্রদান কর্মসূচিসমূহ	১,৩২৮.৪৭	২৫,৩৮৪,৬৪৯,০০৯
আর্থিকসেবার অন্যান্য কর্মসূচিসমূহ	১৪৪.৬	২,২০৮,৩৬৪,৬৯৪
সামাজিক সুরক্ষাসেবা কর্মসূচিসমূহ	০.১০	১৬,৬২২,৫০০
কৃষিখামার এবং আয়মূলক কর্মসূচিসমূহ	০.৫০	১০৫,০৭৮,৮৮৫
যৌথ প্রকল্পসমূহ	-	২৬,৪৯০,০৭৬
ঘাটতি	-৫০.৯৬	-
মোট	**১৪২২.৭২**	**২৭,৮১৫,৫৩৫,৫৩৩**

সারণি: বাজেট ফান্ডের উৎস/খাতসমূহ ও ধার্য্যকৃত অর্থের পরিমাণ উপরের সারণিতে দেখানো হলো।

প্রশিকার ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও পদ্ধতি

প্রশিকা অংশগ্রহণভিত্তিক পরিকল্পনার উপর গুরুত্বারোপ করে। এক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ও কাজ করার জন্য উন্নয়ন মূল্যবোধভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। এখানে ব্যবসা/শিল্প কারখানার প্রথাসিদ্ধ আমলাতান্ত্রিক প্রথা অনুসরণের সুযোগ খুবই কম।

প্রশিকা অবশ্যই একটি ব্যবস্থাপনা কাঠামোর উপর ভিত্তিশীল। কিন্তু এর আচরণ, পরিচালনা পদ্ধতি, কর্মসংস্কৃতি জনমুখী ও অংশগ্রহমুলক। উপকারভোগীদের কাছ থেকে জরিপের মাধ্যমে চাহিদা নিরূপন করা হয়। এরপর কেন্দ্রিয় পর্যায়ে সকল স্তরের ব্যবস্থাপকদের নিয়ে পরিকল্পনা কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় সামগ্রিক পরিবেশের সুযোগ, সুবিধা, প্রশিকার সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা এবং সম্পদ সংকুলানের আলোকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হয়। উন্নয়ন সংগঠন হিসাবে এর ফোকাস আর্থিক মুনাফা অর্জনের চেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত করার প্রতি ফোকাস নিবদ্ধ। প্রশিকার ব্যবস্থাপনা নমনীয় এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তন করা হয়। সময়ের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে নীতিমালা পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিবর্ধন করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় প্রশিকার ব্যবস্থাপনা কাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। তবে গণতান্ত্রিক ও পারস্পরিক মান্যতা ও শৃঙ্খলার একটি চেইন অব কমান্ড ব্যবস্থা অবশ্যই রয়েছে।

বিগত পাঁচ বছরের বছরভিত্তিক মাঠকর্মী সংক্রান্ত তথ্য

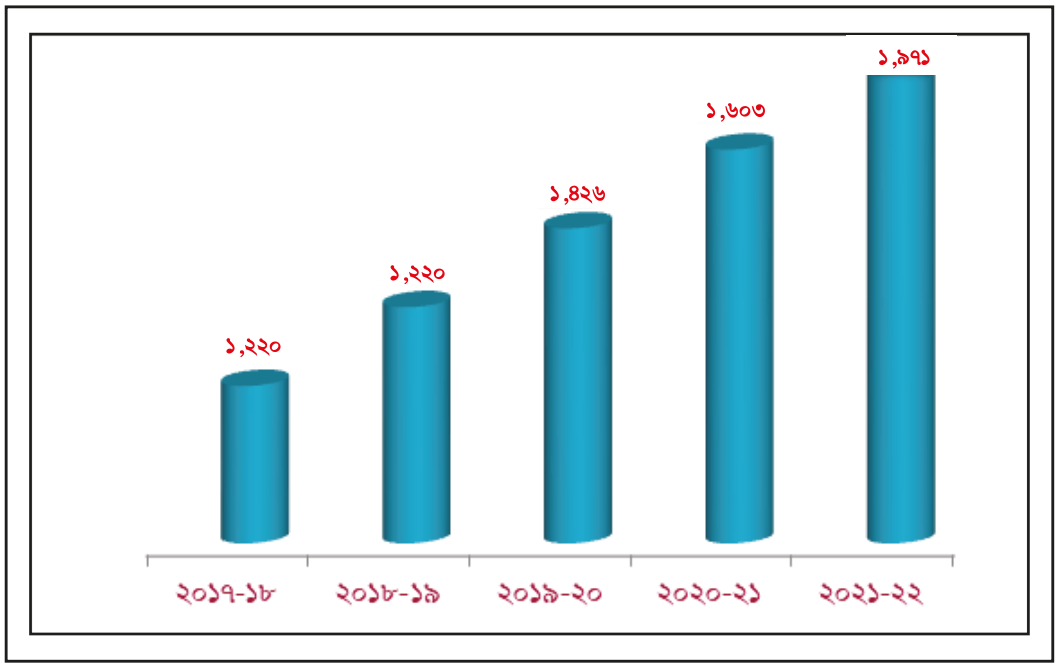

বিগত পাঁচ বছরের বছরভিত্তিক উপকারভোগী সদস্য সংক্রান্ত তথ্য

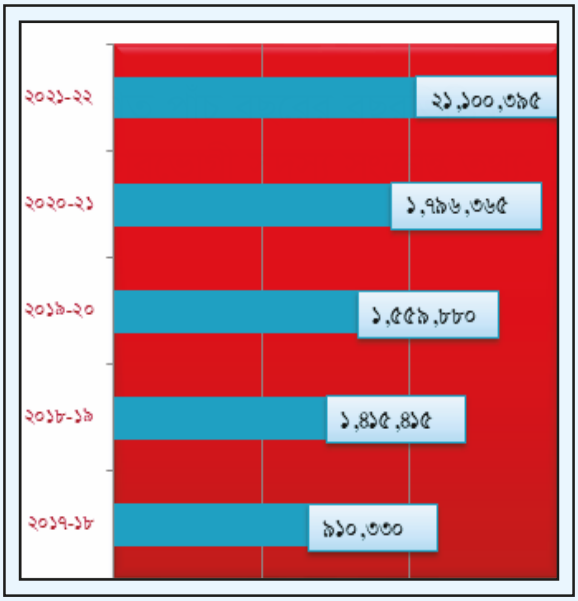

বিগত পাঁচ বছরের বছরভিত্তিক ঋণগ্রহীতা সংক্রান্ত তথ্য

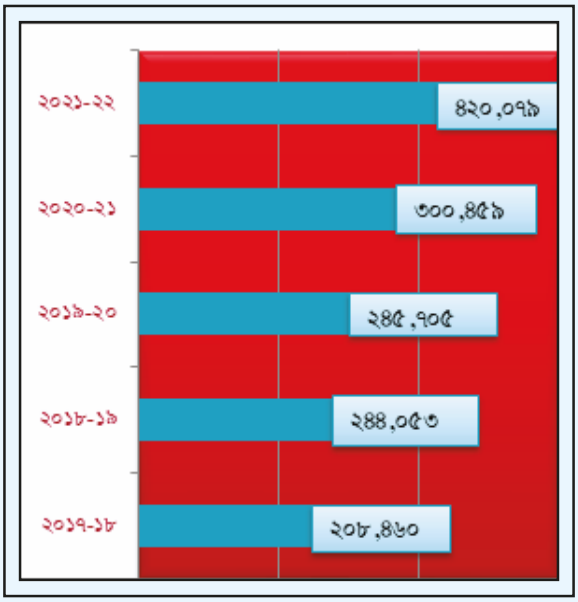

জনসংগঠন বিনির্মাণ কর্মসূচি

প্রশিকা বিশ্বাস করে যে জনগণকে উন্নয়ননমূলক কাজে নিয়োজিত রাখলে সমাজ ও দেশের সার্বিক উন্নয়ন সাধন সম্ভব। মানবসম্পদ প্রতিভার অর্ধেক সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠী। দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল তাদেরকে সংগঠিত করা। তাদের পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে অনুন্নয়নের কারণগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করা অসম্ভব। কিন্তু ঐক্যবদ্ধভাবে, তারা লড়াই করতে পারে এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হতে পারে। সংগঠিত হলে তারা তাদের উপস্থিতিকে অনুভব করতে পারে এবং পরিষেবা প্রদানকারী ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন আনতে পারে যা তাদের জীবন ও জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করবে। গ্রামীণ ও শহুরে দরিদ্রদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে প্রশিকার প্রায় পাঁচ দশকের অভিজ্ঞতা এই বাস্তবতারই প্রমাণ।

প্রশিকার উন্নয়ন কার্যক্রম সারা দেশব্যাপী বিস্তৃত। তবে সমস্ত দরিদ্র মানুষকে এখনো উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে যুক্ত করার যথেষ্ট পরিসর রয়েছে। জরিপ পরিচালনা, পরিবেশ বিশ্লেষণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও চাহিদা নিরূপণ করে এলাকা সম্প্রসারণ করতে হয়। একই সাথে সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। দারিদ্র্যের প্রকৃতি, অভিঘাত, দরিদ্র মানুষের একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার মানসিকতা বিবেচনায় নেওয়া হয়। প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র এই দিকগুলো বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করে এলাকা সম্প্রসারণের কাজ করে। যথেষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের এর আলোকে সংগঠন বিনির্মাণ ও এলাকা সম্প্রসারণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অতএব, প্রশিকার কৌশল হলো দৃঢ়ভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া। প্রশিকা এভাবেই দরিদ্রদের প্রাথমিক দল গঠনে উৎসাহিত করছে যা বিভিন্ন স্তরে 'সমিতি' নামে পরিচিত।

প্রশিকা বিশ্বাস করে একক পদ্ধতির অনুসরণ দারিদ্র্য দূরীকরণ বা টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই দরিদ্রদের সংগঠন গড়ে তোলার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়। ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্রকৃষক, পেশাগত শ্রমজীবী মানুষ যেমন জেলে, তাঁতি ও কারিগর, বস্তিবাসী এবং উপরোক্ত সকল শ্রেণির নারীদের প্রাথমিক দল গঠনের জন্য সংগঠিত করা হয়। সমজাতীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং একই আর্থ-সামাজিক অবস্থার ২০-২৫ জন সদস্য নিয়ে সমিতি গঠিত হয়। প্রশিকার সকল কাজের কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে জনসংগঠন বিনির্মাণ কর্মসূচি। এ দেশে প্রশিকাই প্রথম উন্নয়নের জন্য দরিদ্রদেরকে পৃথকভাবে সংগঠিত করার ধারণা ও পদ্ধতি প্রবর্তন করে। প্রশিকা গ্রাম ও শহর এলাকার দরিদ্রদেরকে নিজ উদ্যোগে সংগঠিত করে 'সমিতি' গঠনে উৎসাহিত করে যাতে তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে । প্রশিকার এই কর্মসূচির সহায়তায় এ পর্যন্ত ৩৪ হাজার আটশ' ৪৪ টি প্রাথমিক সমিতি গঠিত হয়েছে যার মধ্যে ২৬ হাজার চারশ' ৮১ টি নারী সমিতি এবং ৮ হাজার ৫ শ' ৬৩টি পুরুষ সমিতি।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রাথমিক সমিতি গঠনের সংখ্যাগত তথ্য

ধরণ	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১- ২০২২)	অর্জন (২০২১-২০২২)	অর্জনের হার % (২০২০-২০২১)	এ পর্যন্ত (জুন, ২০২২)
নারী সমিতি	১৬,৫৫০	২৬,৪৮১	১৬০	২৬,৪৮১
পুরুষ সমিতি	৫,২২৬	৮,৫৬৩	১৬০	৮,৫৬৩
মোট	২১,৭৭৬	৩৪,৮৪৪	১৬০	৩৪,৮৪৪
সদস্য (নারী)	২৪৯,৮১১	৩১৯,২৬০	১২৮	৩১৯,২৬০
সদস্য (পুরুষ)	৭৮,৮৮৮	১০০,৮১৯	১২৮	১০০,৮১৯
মোট	৩২৮,৬৯৯	৪২০,০৭৯	১২৮	৪২০,০৭৯

এলাকা সম্প্রসারণ

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকর এবং টেকসই প্রভাব অর্জনের জন্য প্রশিকাকে নতুন এলাকায় এর কর্মসূচির কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে হয় যার লক্ষ্য হচ্ছে জনগণ যারা কোনো এনজিও বা কোনো সরকারি সংস্থার দ্বারা সুবিধাপ্রাপ্ত উন্নয়ন এবং আয়বর্ধক কর্মকান্ডে জড়িত নয়। এই অর্থবছরে (২০২১-২০২২) প্রশিকা যথাক্রমে ১,২৪১টি ইউনিয়ন/ওয়ার্ডের অধীনে ৬,৮০৮টি গ্রাম/বস্তিতে এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। প্রশিকা এই অর্থবছরে নতুন ১৯০টি উন্নয়ন এলাকায় (এডিসি)-র কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হয়েছে। নিম্নের সারণি এলাকা সম্প্রসারণের বিবরণ উপস্থাপন করে।

এলাকা সম্প্রসারণ ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এর সংখ্যাগত চিত্র

ধরণ	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২০২২)	অর্জন (২০২১-২০২২)	অজর্নের হার % (২০২১-২০২২)	এ পর্যন্ত (জুন ২০২২)
গ্রাম/বস্তি	৬,৭৮৬	৬,৮০৮	১০০	৬,৮০৮
ইউনিয়ন/ওয়ার্ড	১,১১৮	১,২৪১	১১১	১.২৪১
উপজেলা/থানা	-	২৬৬	-	২৬৬
জেলা	-	৪০	-	৪০
উন্নয়ন এলাকা	১৬৮	১৯০	১১৩	১৯০
উন্নয়ন এলাকার শাখা	২৮৬	৩২৩	১১৩	৩২৩

২০২১-২০২২ অর্থবছরের আর্থিক পরিকল্পনা এবং অর্জন

ধরণ	লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা) (২০২১-২০২২)	অর্জন (কোটি টাকা) (২০২১-২০২২)	অর্জনের হার % (২০২১-২০২২)
ঋণ স্থিতি	৭৭০.৪৪	৮৪৭	১১০
সঞ্চয় স্থিতি	৮১৭.৩৯	৭৭৫.০৯	৯৫
ঋণ বিতরণ	১,১৬৯	১,৩২৫	১১৩
ঋণ আদায়	১,০৮১	১,২৭৪	১১৮
সঞ্চয় উত্তোলন	১৬৬	১৯৮	১২০
সঞ্চয় আদায়	২৪৪	৪৪০	১৮০
মোট আয়	১৩১	১৩৯	১০৬
মোট ব্যয়	১০৩	১০৯	১০৬

বিগত পাঁচ বছরের বছরভিত্তিক গ্রাম সম্প্রসারণ সংক্রান্ত তথ্য:

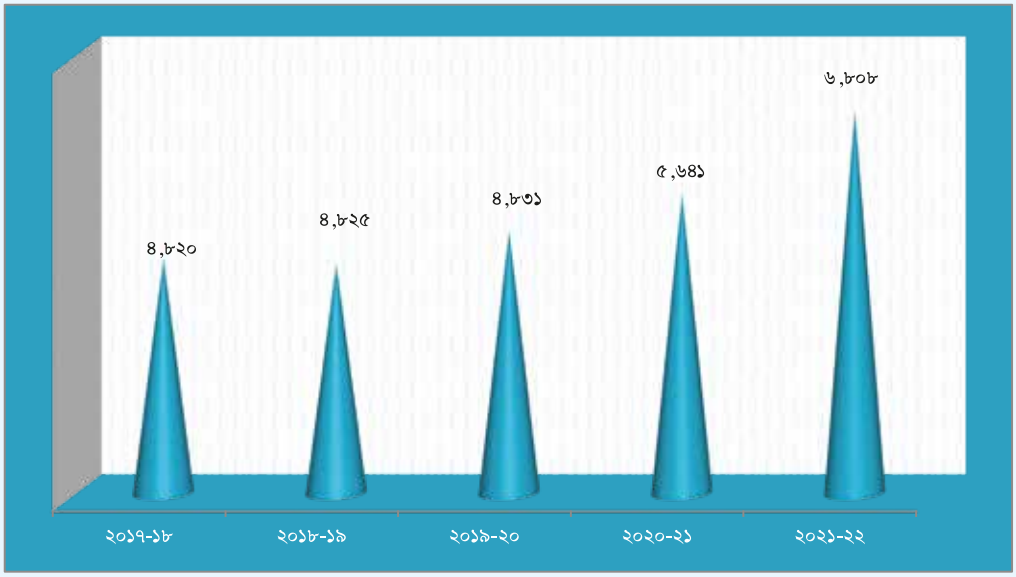

আর্থিকসেবা প্রদান কর্মসূচিসমূহ

প্রশিকা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে। দরিদ্র মানুষের জীবনের নিরাপত্তার প্রধান উপাদান হচ্ছে অর্থনীতি। অর্থনৈতিক দারিদ্র্য অন্যান্য ক্ষেত্রের দারিদ্রকে তীব্র করে তোলে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের পর্যাপ্ত ফসলী জমি নেই। ফলে তাদেরকে কৃষি মজুর, অন্যান্য কায়িকশ্রম, ক্ষুদ্র ব্যবসা, হস্তশিল্পসহ নানা ধরণের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। এতে তাদের দারিদ্র্যের হেরফের হয় না। বংশপরম্পরায় তারা দরিদ্র ও অসহায় থেকে যায়। পুঁজির অভাবে তারা ব্যবসা করতে পারে না। প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে পর্যাপ্ত ঋণ সহায়তা পায় না। এমন অবস্থায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে। এর ফলে শহরে জনসংখ্যার চাপ পড়ে এবং তারা নাগরিক পরিষেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। তারা বস্তিতে বসবাস করে এবং অতিশ্রম সাধ্য কাজ করে জীবন-যাপন করে। সন্তানদের লেখাপড়া করাতে পারে না। স্বাস্থ্যসেবাও দিতে পারে না। ফলে শিশুদেরকেও শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয়। অর্থের অভাবে কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিতে হয়। দরিদ্র মানুষকে অর্থনৈতিক অবিচার থেকে রক্ষার জন্য প্রশিকা আর্থিকসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। প্রশিকা দরিদ্র মানুষকে সংগঠিত করার পাশাপাশি তাদের সক্ষমতার ক্ষেত্র বিবেচনা করে উৎপাদনশীল খাতে ঋণ সহায়তা প্রদান করে। দারিদ্র্য কমাতে সফলকাম হতে হলে প্রথমেই দরকার আয় বাড়ানো, দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আয়-ধ্বস রোধ করা। এজন্য প্রশিকা সমিতি-সদস্যদের নানাধরণের আর্থিকসেবা প্রদান করে। আর্থিকসেবা কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে: ১. ক্ষুদ্রঋণ বা আবর্তমান ঋণ তহবিল; ২. প্রশিকা সঞ্চয় স্কিম; ৩. ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মসূচি; এবং ৪. ঋণ ক্ষতিজনিত ক্ষতিপূরণ স্কিম।

প্রশিকার অন্যান্য কর্মসূচি ও বিভাগগুলো চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত:

ক. আর্থিক সেবা কর্মসূচিসমূহ;
খ. সামাজিক সুরক্ষাসেবা কর্মসূচিসমূহ;
গ. আয়মূলক কর্মসূচিসমূহ; এবং
ঘ. কর্মসূচি সহায়ক বিভাগসমূহ।

সিএফও (বিভাগ প্রধান)

১. ক্ষুদ্রঋণ বা আবর্তমান ঋণ তহবিল কার্যক্রম

প্রশিকা থেকে সমিতির সদস্যদেরকে প্রয়োজনীয় নানা রকম সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা হয়। এই ঋণ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণমূলক। ক্ষুদ্রঋণের আওতায় সমিতির সদস্যদের মাঝে আবর্তমান ঋণ তহবিল থেকে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩৪ হাজার আটশ' ৪৪টি সমিতির বিপরীতে ১৩২৫.২৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং এসব সমিতির চার লাখ ২০ হাজার ৭৯ জন দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

২. প্রশিকা সঞ্চয় স্কিম

প্রশিকা সঞ্চয় স্কিমটি সদস্যদের কয়েকটি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ভিত্তিতে চালু করা হয়েছে। এসব সুযোগ-সুবিধার মধ্যে রয়েছে আরো পাঁচ ধরণের আর্থিক সেবা। সেগুলো হলো: ২.১. প্রশিকা সঞ্চয় স্কিম (নিয়মিত); ২.২. অর্থনৈতিক-সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (ইএসএসপি); ২.৩. ডাবল বেনিফিট সঞ্চয় স্কিম (ডিবিএসএস); ২.৪. বিশেষ সঞ্চয় স্কিম (পিএসএসএস); এবং ২.৫. লাখপতি সঞ্চয় স্কিম (পিএলএসএস)। এসব স্কিমের মাধ্যমে সমিতির সদস্যদের সঞ্চয়ের নিরাপত্তা প্রদান, জীবন বীমার ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগসৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি কাঠিয়ে উঠার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান, ইত্যাদি করে থাকে। বর্তমানে ৩৪ হাজার আটশ' ৪৪টি সমিতির চার লাখ ২০ হাজার ৭৯জন সদস্য এই স্কিমের আওতাভূক্ত।

বিগত পাঁচ বছরের বছরভিত্তিক ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য:

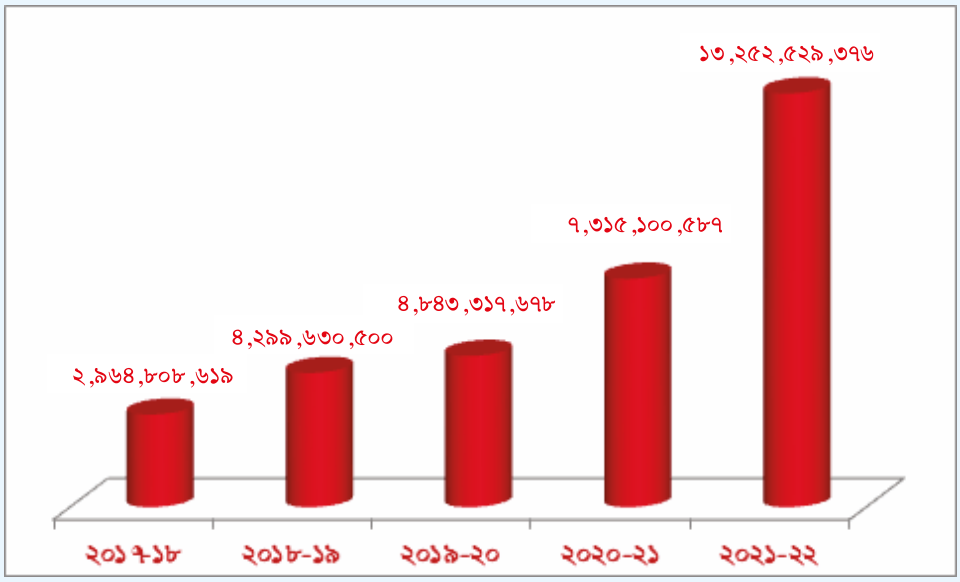

২.১. প্রশিকা সঞ্চয় স্কিম (নিয়মিত)

এই স্কিমটি সদস্যদের জন্য একটি নিয়মিত সঞ্চয় আমানত কর্মসূচি। তারা প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের টাকা প্রশিকা সংগঠিত সমিতিতে জমা করেন। এই টাকার পরিমাণ গ্রামীণ এলাকায় সর্বনিম্ন ৫০ টাকা এবং শহরাঞ্চলে সর্বনিম্ন ১০০ টাকা। জুন, ২০২২ পর্যন্ত এই স্কিমের ঋণস্থিতির পরিমাণ ৮৪৭ কোটি টাকা।

২.২. অর্থনৈতিক-সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্য কর্মসূচিটি সমিতি-সদস্যদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের চিকিৎসা সুবিধা ও তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য বৃত্তি প্রদানে সহায়তা প্রদান করা হয়। অদ্যাবধি এ কর্মসূচির সঞ্চয়স্থিতির পরিমাণ ৭৭৫.০৯ কোটি টাকা। বর্তমানে এ কর্মসূচির সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় ৯২%।

বিগত পাঁচ বছরের বছরভিত্তিক সঞ্চয় স্থিতি সংক্রান্ত তথ্য

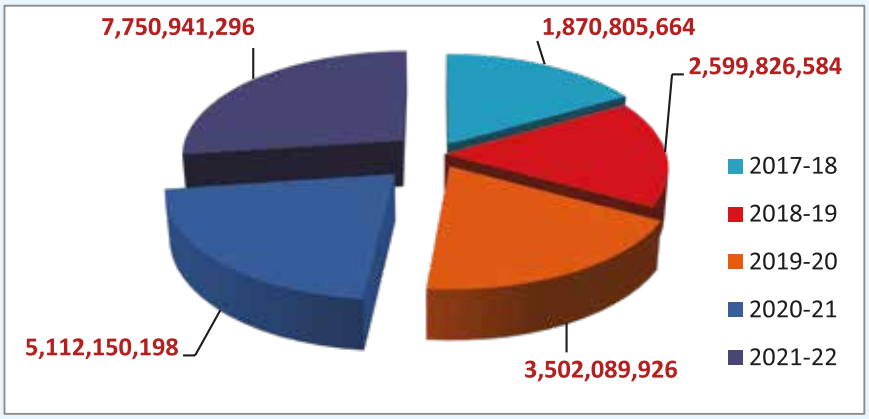

বিগত পাঁচ বছরের বছরভিত্তিক গ্রুপ সদস্য সংক্রান্ত তথ্য

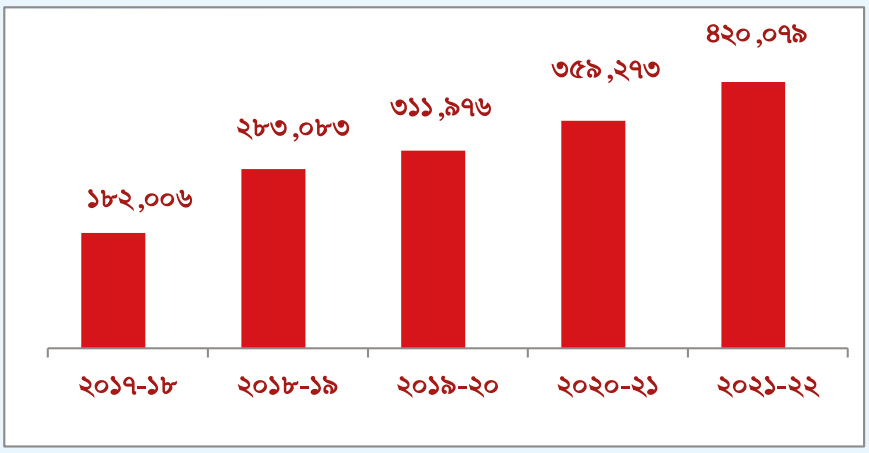

২.৩. দ্বিগুণ মুনাফা সঞ্চয় স্কিম (ডিবিএসএস)

প্রশিকা ২০০৫ সালে এই সঞ্চয় স্কিমটি চালু করেছে। সমিতির যেসব সদস্য তাদের সঞ্চয় 'প্রশিকা সঞ্চয় স্কিম'-এ জমা রাখার পাশাপাশি উদ্বৃত্ত সঞ্চয় এককভাবে এককালীন জমা রাখতে আগ্রহী তাদের জন্য প্রশিকা এই স্কিম চালু করেছে। প্রথমে এই স্কিমের নাম ছিল 'প্রশিকা ফিক্সড ডিপোজিট স্কিম'। পরবর্তীতে এর নতুন নামকরণ হয় 'দ্বিগুন মুনাফা সঞ্চয় স্কিম' বা 'ডাবল বেনিফিট সঞ্চয় স্কিম' (ডিবিএসএস)। জুন-২০২২ পর্যন্ত এ কর্মসূচির সঞ্চয়ের পরিমাণ ৫৬ কোটি ১৩ লাখ টাকা।

২.৪. বিশেষ সঞ্চয় স্কিম (পিএসএসএস)

প্রশিকা ২০১৬ সালের জুলাই মাস থেকে সমিতির সদস্যদের জন্য এই স্কিমটি চালু করেছে। এই স্কিমের আওতায় সদস্যগণ সঞ্চয় জমা রাখলে প্রতিমাসে তাদেরকে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। এই স্কিমের আওতায় জুন-২০২২ পর্যন্ত প্রায় ৩১৬ কোটি ২৮ লাখ টাকা প্রশিকার বিভিন্ন উন্নয়ন এলাকায় জমা হয়েছে।

২.৫. লাখপতি সঞ্চয় স্কিম (পিএলএসএস)

এ সঞ্চয় স্কিমটি চলতি অর্থবছরে চালু হয়েছে। এ স্কিমের আওতায় জুন-২০২২ পর্যন্ত প্রায় ছয় কোটি ৫০ লাখ টাকা প্রশিকার বিভিন্ন উন্নয়ন এলাকায় জমা হয়েছে।

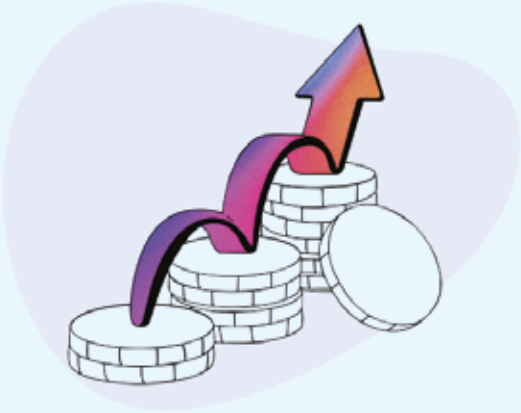

৩. ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মসূচি

প্রশিকার এই কর্মসূচি থেকে সমিতির যেসব সদস্য উচ্চ দক্ষতা অর্জন করেছেন তাদেরকে বিভিন্ন ব্যবসা যেমন: ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা ও কৃষি খামার প্রতিষ্ঠার জন্য ঋণ দেওয়া হয়। অদ্যাবধি প্রশিকার এই কর্মসূচি থেকে ৪০৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র শিল্পকারখানা ও কৃষি খামারে ২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৪. ঋণ ক্ষতিজনিত ক্ষতিপূরণ স্কিম (ঋণ বীমা)

আর্থিকসেবা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা তহবিল (ঋণ বীমা) দলীয় সদস্যদের পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুজনিত কারণে ঝুঁকি কমানোর জন্য এই স্কিমটি চালু করা হয়েছে। এই স্কিমে ৩২.৪৯ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে। এই অর্থবছরে মোট ১.০৫ কোটি টাকা এই তহবিল থেকে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের প্রদান করা হয়েছে।

কয়েকজন ঋণগ্রহীতার সাফল্যগাথা

মৃৎশিল্পে সফল চঞ্চলা রাণী পাল

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বারঘরিয়ার চঞ্চলা রানী পাল স্বামী ও তিন সন্তান নিয়ে অভাব-অনটনে মানবেতর জীবন-যাপন করছিলো। নগদ অর্থের অভাবে তিনি কোনো ক্ষুদ্র ব্যবসাও করতে পারছিলো না। এমনকি পূর্বপুরুষের মৃৎশিল্পের ব্যবসাটিও চালাতে পারছিলো না অর্থের অভাবে। প্রশিকার ক্ষুদ্রঋণ সম্পর্কে তার জানা ছিলো এবং তার দারিদ্র্য দূর করতে সে প্রশিকার সমিতিতে নিজেকে সম্পৃক্ত করলো ও কয়েক দফায় ঋণ নিয়ে পূর্বপুরুষের মৃতশিল্পের ব্যবসা শুরু করে। প্রশিকার আর্থিকসেবা কর্মসূচির সহায়তায় এবং চঞ্চলা রাণী পালের পরিশ্রম, সততা ও নিষ্ঠায় পর্যায়ক্রমে তার মৃৎশিল্পের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এই শিল্পে ৫/৬ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে চঞ্চলা রাণী অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হওয়ার পাশাপাশি সামাজিক-ভাবেও তার পরিচিতি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্তমানে তার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ প্রায় দুই কোটি টাকা। কর্মব্যস্ত চঞ্চলা রাণী শুরু থেকেই তার গ্রামের মানুষদের নিয়ে সংগঠন তৈরি করে এবং সমাজের বিভিন্ন সমস্যা বিশেষ করে নারীদের সাংগঠনিকভাবে মোকাবেলা করার পাশাপাশি অন্য নারীদের উপার্জনমুখী কর্মে উদ্বুদ্ধ করতে সহযোগিতা করে।

চঞ্চলা রাণী অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা মিশ্রিত কণ্ঠে সে বলল- তার মনোবল বৃদ্ধি, সামাজিক পরিচিতি, মর্যাদা ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা অর্জন এবং ঐতিহ্যবাহী পেশা মৃৎশিল্প টিকিয়ে রাখার পিছনে প্রশিকার অবদান সে এবং তার পরিবার মনে রাখবে আজীবন।

চঞ্চলা রাণী পাল

আসমা আক্তার মিনু

প্রশিকার ক্ষুদ্রঋণের কল্যাণে মিনু আজ একজন সফল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার মেয়ে আসমা আক্তার মিনু। ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চট্টগ্রাম শহরে চলে আসে। কিন্তু শহরে এসেও তার স্বামী বা সে সুবিধামতো কিছুই করতে পারছিল না। সংসারে অভাব বরাবরের মতোই বিরাজ করতে থাকে। মিনুর স্বপ্ন ছিল নিজের একটি স্বনির্ভর জীবন গড়ে তোলার। মিনু ২০১৬ সালে প্রশিকার পাহাড়তলী উন্নয়ন এলাকার 'শিমুল মহিলা সমিতি'-এর সদস্য হয়। সমিতির সদস্য হওয়ার পরে নিয়মিত সমিতির সভায় অংশগ্রহণ ও সঞ্চয় করতে থাকে। সে প্রথম ধাপে প্রশিকা থেকে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা ঋণ এবং নিজস্ব পুঁজি মিলিয়ে মোট ৫০, ০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দিয়ে তিনটি সেলাই মেশিন কিনে পোশাক তৈরি করে সেগুলো বিক্রয় করতে থাকে। এই কাজে সে আর্থিক ভাবে লাভবান হতে পেরে প্রশিকা থেকে একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করে এবং ধীরে ধীরে সে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠে। এখানেই সে থেমে থাকেনি, সমিতির কয়েকজন দক্ষ সদস্যকে নিজের পোশাক তৈরি কারখানায় কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করে। আসমা আক্তার মিনুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং পরিশ্রমের ফলে সেই কাপড় তৈরির ছোট কারখানায় প্রশিকার ক্ষুদ্রঋণের কল্যাণে মিনু আজ একজন সফল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার মেয়ে আসমা আক্তার মিনু। ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চট্টগ্রাম শহরে চলে আসে। কিন্তু শহরে এসেও তার স্বামী বা সে সুবিধামতো কিছুই করতে পারছিল না। সংসারে অভাব বরাবরের মতোই বিরাজ করতে থাকে। মিনুর স্বপ্ন ছিল নিজের একটি স্বনির্ভর জীবন গড়ে তোলার। মিনু ২০১৬ সালে প্রশিকার পাহাড়তলী উন্নয়ন এলাকার 'শিমুল মহিলা সমিতি'-এর সদস্য হয়। সমিতির সদস্য হওয়ার পরে নিয়মিত সমিতির সভায় অংশগ্রহণ ও সঞ্চয় করতে থাকে। সে প্রথম ধাপে প্রশিকা থেকে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা ঋণ এবং নিজস্ব পুঁজি মিলিয়ে মোট ৫০, ০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দিয়ে তিনটি সেলাই মেশিন কিনে পোশাক তৈরি করে সেগুলো বিক্রয় করতে থাকে। এই কাজে সে আর্থিক ভাবে লাভবান হতে পেরে প্রশিকা থেকে একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করে এবং ধীরে ধীরে সে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠে। এখানেই সে থেমে থাকেনি, সমিতির কয়েকজন দক্ষ সদস্যকে নিজের পোশাক তৈরি কারখানায় কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করে। আসমা আক্তার মিনুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং পরিশ্রমের ফলে সেই কাপড় তৈরির ছোট কারখানায় আজ ২২টি মেশিন দিয়ে পোশাক তৈরি করে বাজারে বিক্রি করছে। তার স্বামী তৈরিকৃত পোশাক বাজারজাতকরণে তাকে সহায়তা করছে। বর্তমানে তার পুঁজির পরিমাণ দশ লক্ষ টাকা। তার কারখানায় মোট ২৪ জন মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। সে ছেলেমেয়েদের সচ্ছলভাবে লেখাপড়া করাতে পারছে।

প্রশিকার সমিতি আরিফা আক্তারের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিল

আরিফা আক্তার, বর্তমান বয়স ৩৪ বছর। সে চারিগ্রামের বাসিন্দা। তার স্বামীর নাম রুবেল হোসেন। সে বিগত ১২ বছর ধরে প্রশিকার উন্নয়ন কাজের সাথে যুক্ত রয়েছে। আরিফা আক্তার প্রশিকার সদস্যপদ গ্রহণের পর পরিবারের অর্থনৈতিক সচ্ছলতার কথা চিন্তা করে প্রশিকা থেকে মানবিক অধিকার/দক্ষতা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণের পর প্রথমে সে লেয়ার মুরগির খামার প্রতিষ্ঠা করে মুরগি পালন করতে থাকে এবং এতে বেশ লাভবানও হয়। ধীরে ধীরে তার সংসারের অভাব- অনটন কমতে থাকে। মুরগির খামারে ব্যবসা বড় হলে সে তার স্বামী রুবেল হোসেনকে খামারে সম্পৃক্ত করে। রুবেল হোসেনও প্রশিকার সমিতির সদস্য। সেও আর্থিক সেবা কর্মসূচি থেকে ঋণ নিয়ে স্ত্রীর খামারের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সব্জি উৎপাদন ও বিক্রির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন বাড়াতে থাকে।

আরিফা আক্তার ও তার মুরগির খামার

সবজি বিক্রির আয় ও মুরগির খামার থেকে খরচ বাদ দিয়ে তাদের মাসিক প্রায় ৫০,০০০ টাকা আয় হতে থাকলো।

বর্তমানে আরিফা আক্তার ২ বিঘা জমি বন্ধক রেখেছে এবং গরুর খামার গড়ে তুলেছে। গরুর খামারে ৮ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছে। তার কারণে ২ জন লোকের কর্মস্থান হয়েছে এবং তাদের সংসারও ভালোভাবে চলছে। নিজের ছেলে-মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। সে সমিতির বিভিন্ন দরিদ্র নারীদের কর্মসংস্থানের অধিকার আদায়ের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছেন। একইসাথে তিনি সামাজিক কাজে নারীর প্রতি অবহেলা, নির্যাতন ও বঞ্চনা প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন হওয়ার উপর গুরুত্বরোপ করছে। তার ভাষ্য মতে - সামাজিক উন্নয়ন না হলে আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

প্রশিকার মাদকবিরোধী প্রচার অভিযানের স্থিরচিত্র

ঠোঁট ও তালুকাটা অনিক শেখের জন্য নতুন জীবনের হাতছানি

দোহার জেলার শিমুলিয়া গ্রামের আবুল বাশার ও ফিরোজা বেগমের পুত্র সন্তান অনিক শেখ জন্মগতভাবেই ঠোঁট ও তালুকাটা সমস্যা এবং সাথে চোখের সমস্যা নিয়ে জীবন চালিয়ে আসছিল। অনিকের ও তার পরিবারের ধারণাই ছিল না যে সে একটা স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবন পেতে পারে। প্রশিকা তাদের সেই ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিতে সহায়তা করেছে।

অনিকের বর্তমান বয়স দশ বছর। জন্মগতভাবেই অনিকের ঠোঁট ও তালুকাটা ছিল ভয়ানক পর্যায়ে এবং সেই সাথে তার চোখের সমস্যা ছিল। তার বাবা-মার কাছে তাদের দারিদ্র্যতার সাথে অনিক ছিল আলাদা একটি বোঝা ও দুশ্চিন্তার কারণ। তারা জানতো চিকিৎসার মাধ্যমে এই রোগ সারিয়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু এই রোগের চিকিৎসার জন্য যে বিশাল অংকের অর্থের প্রয়োজন সেটার যোগান দেওয়া তাদের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। কোনো দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে কীভাবে এবং কোন উপায়ে এই রোগের চিকিৎসা পাওয়া সম্ভব তাও তাদের জানা ছিল না।

অনিক শেখ অপারেশনের আগে

অনিক শেখ অপারেশনের পরে

অনিকের বাড়ি প্রশিকার মুক্তাঙ্গণ উন্নয়ন এলাকায় অবস্থিত। এই এলাকার এলাকা ব্যবস্থাপক প্রশিকার প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়ন কর্মসূচির কার্যক্রমের আওতায় অনিককে ঠোঁট ও তালুকাটা রোগের চিকিৎসার সহায়তা প্রদানের জন্য নির্বাচন করে। তিনি প্রশিকার প্রধান নির্বাহী জনাব সিরাজুল ইসলামের দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুসারে অনিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে অনিককে চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে নেওয়া হয়। ডাক্তার জানায়- এই রোগ অপারেশনের মাধ্যমে সারিয়ে তোলা সম্ভব। তবে যেহেতু তার ঠোঁট ও তালুকাটার আকৃতি অনেক বেশি তাই তার একের অধিক অপারেশনের প্রয়োজন হবে যা চিকিৎসক পর্যায়ক্রমে করবেন এবং এইজন্য তাদের কোনো চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে হবে না।

বর্তমানে তার একটি অপারেশন সফলভাবে করা হয়েছে। পরবর্তী অপারেশনও করা হবে এবং ডাক্তার আশাবাদী এই অপারেশনের পরে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে এবং অনিক ও তার বাবা-মা'র স্বপ্ন পূরণ হবে। প্রতিবন্ধীর অভিসাপ থেকে মুক্ত একজন স্বাভাবিক মানুষ হিসাবে সমাজে বাস করবে অনিক।

অনিকের পরিবার প্রশিকার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং প্রশিকার এই সহযোগিতামূলক কাজ সমাজের সকল স্তরের মানুষের মাঝে অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

প্রশিকা আইনি সহায়তা কর্মসূচি'র সহায়তায় স্বামী পরিত্যাক্তা রোজিনা পেল সুবিচার

রোজিনা

সুখের সংসার থেকে স্বামী ও স্বামীর পিতা-মাতা কর্তৃক খরপোষ ও দেনমোহরবিহীন অবস্থায় অন্যায়ভাবে সন্তানসহ বিতারিত রোজিনা অবশেষে প্রশিকা আইনি সহায়তা কর্মসূচি'র মাধ্যমে পেল তার প্রতি হওয়া অন্যায়ের সমাধান।

ধামরাই থানার সুতিপাড়া ইউনিয়নের বালিথা গ্রামের কিশোরী রোজিনা। কিশোরীসুলভ চাঞ্চল্যে ভরপুর রোজিনার জীবন হটাৎই থমকে যায় ২০০৫ সালে। ঐ বছরই জানুয়ারি মাসে তার বিয়ে হয় একই গ্রামের মোঃ সেলিমের সাথে। মোঃ সেলিম গার্মেন্টস এ চাকরি করতো। সুখে অতিবাহিত হচ্ছিল তাদের বিয়ের পর কয়েকটি বছর। সুখের সংসারে আলোর রশ্মির মতো তাদের সংসারে জন্ম নেয় একটি কন্যা সন্তান। ভালোই চলছিল তাদের সংসার। কিন্তু হটাৎই একসময় তার শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। ফলে স্বামী ও শশুড়বাড়ির লোকজন মেয়েসহ রোজিনাকে রেখে আসে তার বাবার বাড়ি। বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পরেও স্বামী কিম্বা শশুরবাড়ির কেউ তার কোনো খোঁজ-খবর নেয় না এবং কোনো প্রকার ভরণ-পোষণ দেওয়া থেকেও বিরত থাকে। রোজিনা প্রশিকা সমিতির সদস্য হওয়ায় তার ব্যাপারটি প্রশিকা লিগ্যাল এইড বা আইনি সহায়তা কর্মসূচি'র সদস্য জনাব দেলোয়ার হোসেনের দৃষ্টিগোচর হয়। দেলোয়ার হোসেনের সহায়তায় গ্রামের মাতব্বরদের সাথে সালিশের মাধ্যমে রোজিনাকে শশুড়বাড়ি পাঠানো হয়। কিন্তু তিনমাস পর শশুড়বাড়ির লোকজন পুনরায় তাকে মেয়েসহ বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।

আইনি কর্মসূচির মাসিক সভার স্থিরচিত্র

দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরেও স্বামী কিম্বা শশুরবাড়ি থেকে কোনো খোঁজ-খবর না নেওয়ায় রোজিনার পরিবারের লোক খোঁজ নিয়ে জানতে পারে সেলিম গার্মেন্টস এ চাকরিরত এক মেয়েকে বিয়ে করে সংসার করছে। পরবর্তীতে রোজিনার পরিবার ও রোজিনা বিভিন্নভাবে তাদের সাথে যোগাযোগ করেও কোনো সমাধানে আসতে পারে না। স্বামী কিম্বা স্বামীর বাড়ির লোকজন কোনোভাবেই তাকে স্বামীর বাড়িতে নিতে রাজি হয় না এবং কোনো প্রকার ভরণপোষণও দেয় না। রোজিনা কর্মহীন, তার বাবার বাড়িও অবস্থাপন্ন নয়। এই অবস্থায় মেয়েকে নিয়ে তার খেয়ে-পরে বেঁচে থাকায়ই কষ্টকর হয়ে উঠে। এক পর্যায়ে সে আবার প্রশিকা লিগ্যাল এইড কমিটির সহযোগিতা নেয়। প্রশিকার লিগ্যাল এইড কমিটি রোজিনার স্বামী ও স্বামীর বাড়ির লোকজনের সাথে যোগাযোগ করে কোনো সুরাহা করতে না পেরে কোর্টে মামলা করে। মামলার পর রোজিনার স্বামী সেলিমের নামে ওয়ারেন্ট ইস্যু হয় এবং পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে সাতদিন জেল খাটে। এক পর্যায়ে প্রশিকা লিগ্যাল এইড কমিটি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সালিশ সভার মাধ্যমে ২০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা দেনমোহর আদায় সাপেক্ষে তাদের আইনিভাবে ছাড়াছাড়ি হয়।

তাদের শিশুটির ভরণপোষণের দায়িত্ব শিশুটির বাবা সেলিমের থাকলেও শিশুটির প্রতি সে দায়িত্ব পালন করা হতো না। রোজিনা নিজেই তার শিশুকন্যার দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করে। সে ভবিষ্যত আর্থিক নিরাপত্তার কথা ভেবে টাকাগুলো পোষ্ট অফিসে ফিক্সড-ডিপোজিট করে রেখেছে। প্রশিকার লিগ্যাল এইড প্রোগ্রামের প্রতি রোজিনা কৃতজ্ঞ তাকে একটি নিরাপদ ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য।

সামাজিক সুরক্ষাসেবা কর্মসূচি

সামাজিক সুরক্ষাসেবা কর্মসূচিগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশিকার ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে অবদান রাখা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এই দু'টি ক্ষেত্র একসাথে সমানভাবে চললেই মানুষের জীবনের ভারসাম্য রক্ষা হয় এবং পারিবারিক, সামাজিক ও সাংগঠনিক জীবন নিরাপদ হয়। তাই প্রশিকা সমন্বিত উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উন্নয়নের প্রতি বিশ্বাস ও আদর্শ ধারণ করে প্রশিকা দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে মানবসম্পদ গড়ে তোলার প্রয়াস চালাচ্ছে। প্রশিকা বিশ্বাস করে সমাজ উন্নয়নের কাজে সমাজের দরিদ্র নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। নারীর ক্ষমতায়ন ব্যতিত সমাজ অগ্রগতি অর্জন করতে পারে না। মানবাধিকার ও সাংবিধানিক অধিকার বাস্তবায়ন ব্যতিত মানুষ পুরোপুরি স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। মাটি, পানি ও বাতাস দূষিত হওয়ার কারণে মানুষের জীবন আজ বিপন্ন। মানুষের জীবন ও পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র রক্ষা, পরিবেশ নির্মল রাখা ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার জন্য প্রশিকা দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিটির সদস্যদের সাথে কাজ করছে। প্রশিকা মানুষের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিপূর্বক সুসংহত সমাজ কাঠামো বির্নিমাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অসংগঠিত দরিদ্র মানুষের সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আর্থিক উন্নয়নের ব্রত নিয়ে প্রশিকা দৃঢ়পায়ে এগিয়ে চলছে।

নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচি

প্রশিকার সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন একটি উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিয়েছে। এই সংগঠন এটা বিশ্বাস করে যে টেকসই উন্নয়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন, তাদের স্বাধীনতা এবং তাদের অর্থনৈতিক বন্ধন একান্তভাবে অপরিহার্য। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়ন একসাথে পাশাপাশি চলতে হবে। প্রশিকা তার সকল কর্মসূচিতে নারী উন্নয়নের চাহিদাকে মূলধারায় নিয়ে এসেছে। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচি প্রশিকার গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিগুলোর মধ্যে একটি।

প্রশিকা বিশ্বাস করে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পাশাপাশি নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি অবশ্যই নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখে। প্রশিকা নারীর ক্ষমতায়নকে একটি চলমান গতিশীল প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করে। যে প্রক্রিয়া নারীদের অন্যের অধীন করে রাখতো সেই কাঠামো এবং মতাদর্শ পরিবর্তন করার ক্ষমতা বাড়ায়। এই প্রক্রিয়াটি তাদের সম্পদে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে আরো গ্রহণযোগ্যতা পেতে সহযোগিতা করে। নির্ভরশীল পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতির চাপ নারীদের সক্ষমতা বিকাশে প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। নারীর উপর অসংখ্য সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আরোপ করে তাদের সৃজনশীলতা অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা সাংবিধানিক ও মানবাধিকার চর্চা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। তারা অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল, পারিবারিক ও সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত। আত্মনির্ভর, সক্ষম নাগরিক, উন্নত পরিবার কাঠামো বির্নিমাণ ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিকা দীর্ঘদিন আগে থেকে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ফলে নারীরা উল্লেখযোগ্যহারে ক্ষমতায়িত হয়েছে এবং তারা জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই অগ্রসর হয়েছে।

নারী গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের নিজস্ব আয়মূলক কর্মকান্ডের পাশাপাশি বাল্যবিবাহ, যৌতুক, শারীরিক নির্যাতন, অবৈধ তালাক, বহুবিবাহ এবং অসম মজুরির মতো সামাজিক নিপীড়নের নিয়মের বিরুদ্ধেও ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ তুলেছেন। যখনই প্রশিকার উন্নয়ন এলাকাগুলোতে কোনো নারীর প্রতি (দলের সদস্য নির্বিশেষে) কোনো নৃশংসতা সংঘটিত হয়, তখন এই কর্মসূচি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাঠ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনার সহযোগিতায় বিষয়টি তদন্ত ও মিমাংসা করে।

এই অর্থবছরে প্রশিকার ২৬টি উন্নয়ন এলাকায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এলাকাগুলির তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ ফটিকছড়ি, বিবিরহাট, ভুজপুর, পটুয়াখালী, আমতলী, ধামরাই সদর, ধামরাই, লৌহজং, পদ্মা, টঙ্গিবাড়ি, বাকলিয়া, কালুরঘাট, সিএন্ডবি, বায়েজিদ, চান্দগাঁও, রূপনগর, শহিদবাগ, সিরাজদিখান, রাজানগর, ইসিবি চত্তর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাচোল, বরেন্দ্র, ডোমার, দেবীগঞ্জ ও চিলাহাটি উন্নয়ন এলাকা।

এই কর্মসূচির অধীনে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে তা সারণিতে দেখানো হলো

বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	হার	নারী	পুরুষ	মোট
উন্নয়ন এলাকা পর্যায়ে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও কর্মীদের সাথে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন বিষয়ক আলোচনা সভা	২০	১৭	৮৫%	৭৯	১৭০	২৪৯
কমিউনিটি ও দলীয় সদস্যদের সাথে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন বিষয়ক আলোচনা সভা	৩০	২৮	৮০%	১১০০	২৫৬	১৩৫৬
উপজেলা পর্যায়ে নারী ও শিশু নির্যতিন এবং ধর্ষণ প্রতিরোধ বিষয়ক মতবিনিময় সভা	১০	০৩	৩০%	১৯০	৪০	২৩০
জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সেমিনার	০৫	-	-	-	-	-
বেগম রোকেয়া দিবস (৯ ডিসেম্বর, ২০২১) কেন্দ্রিয়ভাবে উদ্‌যাপন	০১	০১	১০০%	-	-	-
আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮ মার্চ, ২০২২) কেন্দ্রিয়ভাবে উদ্‌যাপন	০১	০১	১০০%	-	-	-
সমমনা প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্কিং	০৫	০৫	১০০%	-	-	-
নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন বিষয়ক গণসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	০৩	-	-	-	-	-
কেসস্টাডি সংগ্রহ	১২	০৯	৭৫%	-	-	-

নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচির আলোচনা সভা

নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচির মতবিনিময় সভা

লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারণসমূহ ঃ

১. অতিমারি কোভিড -১৯ ও লকডাউন;
২. প্রশিকা মূলভবনে দায়িত্ব পালন; এবং
৩. হরিরামপুর উন্নয়ন এলাকায় দায়িত্ব পালন।

সারণিতে উল্লেখিত সভাগুলোতে সমাজের নানা শ্রেণি ও পেশার মানুষ যেমন পৌরসভার মেয়র, মুক্তিযোদ্ধা, কলেজের প্রভাষক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, মাদ্রাসার শিক্ষক, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, প্রেস ক্লাবের সভাপতি, সাংবাদিক, ব্যাংকার, এনজিও কর্মী, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বার, নারী কমিশনার, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, স্কুল ও মাদ্রাসা কমিটির সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, কমিউনিটি ও সমিতির সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন এলাকার ব্যবস্থাপক ও কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি

বর্তমান সময়ে মাদকাসক্তি বিশ্বজুড়ে ভয়ানকরূপ ধারণ করেছে। সমাজের প্রত্যেক স্তরের কিছু সংখ্যক মানুষ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। বিশ্বব্যাপী মাদক ব্যবসার প্রসার ঘটেছে ব্যাপকহারে। বাংলাদেশেও মাদকের প্রসার ঘটেছে একইরূপে। মাদকাসক্তির ফলস্বরূপ আসক্ত ব্যক্তির পরিবার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পেশাগত জীবন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। মাদকাসক্তদের পরিবারগুলো ও পরিবারের সদস্যগণ সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন হচ্ছে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। সংসার ভেঙে যাচ্ছে এবং নেশাগ্রস্ত মানুষ অকালে প্রাণ হারাচ্ছে। দেশে মাদক চোরাচালান ও অবৈধ ব্যবসার কারণে পুলিশ প্রশাসনের উপর প্রচন্ড চাপ বেড়েছে। সমাজের মানুষকে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে এর করাল গ্রাস থেকে মুক্ত রাখার স্বার্থে এবং মাদকমুক্ত ও সুস্থ-সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন ও সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য প্রশিকার এ কার্যক্রমের প্রতি সরকারের সমর্থন ও সহযোগিতা রয়েছে। উল্লেখ্য, প্রশিকা এই কর্মসূচি গ্রামীণ ও নগর উভয় ক্ষেত্রের উন্নয়ন এলাকায় সমানভাবে বাস্তবায়ন করছে।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা সভা এবং র‍্যালি (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ বিশেষ করে যুব সমাজকে মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করা;
- মাদকমুক্ত সুস্থ ও সচেতন সমাজ গড়ে তোলা; এবং
- মাদকাসক্তদের পারিবারিক, আর্থিক, সামাজিক ক্ষতিরোধ পূর্বক সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলা।

কর্মসূচির পরিধি

উন্নয়ন এলাকা - ১৮৮টি;
শাখা কার্যালয় - ৩২০টি;
উপজেলা -২৬৬টি; এবং
জেলা - ৪০টি

কর্মসূচির কার্যক্রমসমূহ

১. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময়;
২. দলীয় সদস্য ও কমিউনিটি সদস্যদের সাথে মতবিনিময়;
৩. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময়;
৪. প্রশিকা কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের সাথে মতবিনিময়;
৫. জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা;
৬. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ;
৭. জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা;
৮. মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক গণসাংস্কৃতিক কার্যক্রম;
৯. আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস পালন;
১০. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মাদকবিরোধী সমাবেশ পরিচালনা;
১১. কেসস্টাডি সংগ্রহ; এবং
১২. মাদকবিরোধী ও সচেতনতামূলক প্রচারণা সামগ্রী তৈরী ও বিতরণ

২০২১-২০২২ অর্থবছরের কর্মসূচি বাস্তবায়িত এলাকাসমূহ

৪০টি উন্নয়ন এলাকায় এ কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়িত ও পরিচালিত করা হয়েছে। এলাকাগুলো হলো ঃ চরমুগুরিয়া, মোস্তফাপুর, কালকিনি, নবাবগঞ্জ, শিকারীপাড়া, ইছামতি, গোদাগাড়ী, রাজাবাড়িহাট, পবা, বাটিকামারী, মুকসুদপুর, বনগ্রাম, সিংরা, চলনবিল (পূর্ব), চলনবিল (পশ্চিম), চান্দগাঁও, সিএন্ডবি, নাজিরহাট, ফটিকছড়ি, বিবিরহাট, নাচোল, গোমস্তাপুর, বরেন্দ্র (নাচোল), নওগাঁ, রাণীনগর, আবাদপুকুর, রূপগঞ্জ, আদমজী ইপিজেড, ফুলছড়ি, পলাশবাড়ী, রংপুর সদর, মহানন্দা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, লৌহজং, পদ্মা, পাহাড়তলী, হালিশহর, আকবরশাহ, সাগরিকা, গাইবান্ধা ও গাজীপুর।

এই কর্মসূচির ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সংখ্যাগত লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের তথ্য নিম্নের সারণিতে দেওয়া হলো।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	হার %	নারী	পুরুষ	মোট
কমিউনিটি সদস্যদের সাথে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক আলোচনা সভা (উঠান বৈঠক)	৩৪	৪০	১১৭	২৪৬৪	৪৬৪	২৯২৮
স্কুল, কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে সভা	০৮	০৭	৮৮	৩৮৭	৪০৫	৭৯২
ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, মেম্বার, কাউন্সিলর ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে মতবিনিময় সভা	০৮	০৬	৭৫	০৬	২৮	৩৪
গণসাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	০২	০৩	১৫০	৮০০	৩০০	১১০০
স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন	০২	-	-	-	-	-
জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নে সমাবেশ	০২	০১	৫০	১২০	৪০	১৬০
জেলা পর্যায়ে সেমিনার	০১	-	-	-	-	-
কেন্দ্রিয় পর্যায়ে সেমিনার	০১	-	-	-	-	-
উন্নয়ন এলাকার কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের সাথে মতবিনিময়	৪০	৪০	১০০	১৬২	১৯১	৩৫৩
২৬ জুন আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস পালন (কেন্দ্রিয় অফিসে আয়োজন করা হয়)	০১	০১	১০০			

২০২১-২২ অর্থবছরের বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ

এই কর্মসূচি অনেকগুলো সহায়ক কাজ বাস্তবায়ন করেছে। তার মধ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরেও ২৬ জুন আর্ন্তজাতিক মাদকবিরোধী দিবস উদ্‌যাপন করেছে। "মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস-২০২২" উপলক্ষ্যে বিভিন্ন আলোচনা সভা, র‍্যালীসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রশিকার প্রধান কার্যালয়সহ সকল উন্নয়ন এলাকায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে প্রশিকা সারা দেশব্যাপী এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। কেন্দ্রিয় অফিসসহ ঢাকা ও ঢাকার বাইরে উন্নয়ন এলাকাসমূহে র‍্যালীর আয়োজন ও অফিস অভ্যন্তরে আলোচনা সভা করা হয়েছে। এছাড়া পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন ও প্রচারপত্র বিলি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতি বছরের ন্যায় এই অর্থবছরেও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত সনদ নবায়ন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের সাথে যোগাযোগসহ এই কর্মসূচির পক্ষ থেকে অগ্রগতির প্রতিবেদন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও পুলিশের গোয়েন্দা শাখাকে নিয়মিত প্রদান করা হয়েছে। কমিউনিটি পর্যায়ে আয়োজিত আনুষ্ঠানিক আলোচনা/প্রশিক্ষণে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও পুলিশ কর্মকর্তাগণ সাগ্রহে অংশগ্রহণ করেছেন। তারা আলোচনা সভায় বক্তব্য রেখেছেন। বক্তব্যে তারা এই কর্মসূচির কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রস্তাব রাখেন এবং এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেন।

প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়ন কর্মসূচি

শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীতা একটি মানবিক সমস্যা। প্রশিকার স্বাস্থ্য কর্মসূচির অন্যতম প্রধান কার্যক্রম হলো প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়ন কর্মসূচি। আমাদের দেশে ১০ শতাংশ মানুষ নানা ধরণের প্রতিবন্ধী সমস্যায় আক্রান্ত। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, শারীরিক প্রতিবন্ধী, উপলব্ধি বোধের ঘাটতি, কথা বলার অক্ষমতা ও স্বাভাবিক চলাফেরার অসুবিধা- এগুলো প্রতিবন্ধী সমস্যার অন্যতম ক্ষেত্র। প্রতিবন্ধী মানুষের ব্যাপারে সমাজের মানুষের অবহেলার দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ দেখা যায়। কিছু প্রতিবন্ধী সমস্যা থাকে যেগুলো সুস্থ করা সম্ভব। অনেক পরিবার আছে যাদের পরিবারে কোনো প্রতিবন্ধী সন্তান থাকলে তাঁর প্রতি অবহেলা করতেও দেখা যায় এবং সেই সন্তানকে তারা এক প্রকার বোঝা মনে করে। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসার জন্য আমাদের দেশে পর্যাপ্ত প্রতিষ্ঠান নেই। তবে সরকার প্রতিবন্ধীদের সহায়তা প্রদানের নানা ধরণের স্কিম চালু করেছে। এতে প্রতিবন্ধী মানুষ উপকৃত হচ্ছে। হাসপাতালে বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থাও করা হয়েছে তাদের জন্য। প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিবন্ধী মানুষকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করতে বিশেষ সহায়তা করে। তাছাড়া সাদাছড়ি ও হুইলচেয়ার বিতরণসহ তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং চিকিৎসা সহায়তা প্রদানে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

আমাদের দেশের দারিদ্র্যতার একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে অসুস্থতা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে অসচেতনতা। বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠী সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যমান স্বাস্থ্য সুবিধা এবং স্বাস্থ্য সংস্থাগুলোতে তাদের অভিগম্যতা খুব কম। প্রায়শই তাদের ঘন ঘন চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে বেশিমাত্রায় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়তে দেখা যায়। প্রশিকার স্বাস্থ্য কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে দরিদ্রদের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা, স্বাস্থ্যখাতে অভিগম্যতা তৈরি করে দেওয়া, স্বাস্থ্য সর্ম্পকিত তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করা এবং সেই স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দুর্বলতা কমানো যে 'প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ভাল'। অসহায় ও দরিদ্র মানুষদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য এটি সবচেয়ে উপযুক্ত কৌশল। এই কর্মসূচির সাধারণ উদ্দেশ্য হল দরিদ্রদের সামগ্রিক স্বাস্থ্য অবস্থার উন্নতি করা; এবং দরিদ্রদের সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে এমন সাধারণ রোগের প্রকোপ কমাতে সাহায্য করা।

এছাড়া প্রশিকা "উন্নয়ন ধারা" নামক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে গ্রামীণ ও শহুরে নারীদের মধ্যে স্তন ক্যান্সার সর্ম্পকে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য স্তন স্কিনিংয়ের কর্মসূচি চালু করার পরিকল্পনাস্বরূপ ঢাকা কেন্দ্রিয় অফিসসহ প্রশিকার সবক'টি উন্নয়ন এলাকা অফিসের নারী কর্মীদের স্তন স্কিনিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

র‍্যালি

শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ

শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন সহায়ক সরঞ্জাম বিতরণ অনুষ্ঠান

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ

কেন্দ্রিয় অফিস ও উন্নয়ন এলাকাসমূহে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন; প্রতিবন্ধী বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনা; প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ; আপদকালীন সময়ে প্রতিবন্ধী অথবা তাদের পরিবারকে অর্থ/খাদ্য ও শীতবস্ত্র দিয়ে সহায়তা প্রদান; ঠোট ও তালুকাটা প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ ও তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা; দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের সাদাছড়ি প্রদান; শারিরীক প্রতিবন্ধীদের ক্র্যাচ, হুইল চেয়ার প্রদান ও অন্যান্য উপকরণ প্রদান; প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি ভাতা প্রাপ্তিতে সহায়তা, ইত্যাদি করা হয়েছে।

যৌথ স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক

সম্প্রতি প্রশিকা ঠোঁটকাটা ও তালুকাটা শিশুদের চিকিৎসা প্রদানের জন্য Child Health Awarness Foundation নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে চিকিৎসাসেবা প্রদানের নিমিত্তে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এ কাজের প্রক্রিয়া অগ্রসরমান আছে। এই কর্মসূচির অধীনে আরও চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের জন্য নারীর স্তন ক্যান্সার ও স্বাস্থ্যসবা প্রদানের জন্য দু'টি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। আগামী বছরগুলোতে এর কার্যক্রম চালু করা হবে। এতে মানুষ স্বাস্থ্যসবা পেয়ে উপকৃত হবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

প্রশিকার বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচির অধীনে প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়ন কর্মসূচি চিকিৎসা সেবা, পরামর্শ ও অন্যান্য সেবা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। উল্লেখ্য, এই কর্মসুচি প্রশিকার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের লোকদের চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম কর্মসূচির সাথে একীভূত হবে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ

প্রশিকা ঝিটকা, হরিরামপুর, কামতা, সাটুরিয়া, ধামরাই, ফুলছড়ি, রাঙামাটি, ডাসার, মোস্তফাপুর, কাপ্তাই ও সখীপুর উন্নয়ন এলাকায় এই কর্মসূচির আওতায় ১০৩ জন প্রতিবন্ধী সনাক্ত করা হয়েছে। প্রশিকার ফটিকছড়ি, বিবিরহাট, রাঙামাটি, ডাসার, মোস্তফাপুর ফুলছড়ি, গাইবান্ধা উন্নয়ন এলাকায় ৪৯ জন প্রতিবন্ধীর পরিবারকে খাদ্য/অর্থ ও শীতবস্ত্র দিয়ে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ঠোঁট ও তালুকাটা দুইজন প্রতিবন্ধী এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিকা ফেনী উন্নয়ন এলাকায় সনাক্ত করা হয় এবং তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। কামতা ও সাটুরিয়া উন্নয়ন এলাকার পাঁচজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদেরকে সাদাছড়ি এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের ক্র্যাচ ও অন্যান্য উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়াও ধামরাই, টাংগাইল, কামতা, সাটুরিয়া, ঝিটকা এবং হরিরামপুর উন্নয়ন এলাকার ১৭ জন শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার দেওয়া হয় এবং শালবন, পাহাড়িকা, সখীপুর ও অন্যান্য উন্নয়ন এলাকার মোট ৩৪ জন প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি ভাতা প্রাপ্তিতে প্রশিকা সহায়তা প্রদান করেছে। প্রতিবন্ধী বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করা হয়েছে এবং এটি ৪০ টি উন্নয়ন এলাকায় প্রেরণ করা হয়েছে।

সামাজিক বনায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি

ভূমিকা

প্রাকৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের অতি ব্যবহারের ফলে পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বন উজাড়, ভূমিক্ষয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, গ্রীনহাউজ এফেক্ট, সামুদ্রিক ঝড় এইগুলো হওয়ার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষই দায়ী। পরিবেশের অবক্ষয়ের ফলে দরিদ্র মানুষ বেশি সমস্যায় পড়ছে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অধিক মাত্রায় ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা হ্রাস পেয়েছে। অল্প জমির মালিক দরিদ্র মানুষ এর প্রভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। খাদ্যে কীটনাশকের রেসিডিউস অবস্থানের কারণে এর প্রভাবস্বরূপ মানুষের শরীরে নানা অজানা রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। এই রকম জীবনহানিকর অবস্থার পরিবর্তন করতে ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাসকরণের লক্ষ্যে প্রশিকা এই কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

কর্মসূচির প্রভাব

সামাজিক বনায়ন এমন একটি কর্মসূচি যা পরিবেশ সুরক্ষা এবং পুনর্জন্মের প্রতি প্রশিকার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। যারা এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে তাদের জন্য এই কর্মসূচি যথেষ্ট আয়মূলক কর্মসংস্থান তৈরি করতে সহায়তা করে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্ররা বিভিন্ন মালিকানাধীন সংস্থা এবং ব্যক্তিদের জমি ইজারা চুক্তির মাধ্যমে এই কর্মসূচির আওতায় এনে ব্যক্তিগত জমির পাশাপাশি ঐসব জমির উপরে ফলপ্রসু অধিকার অর্জন করে। প্রশিকা গ্রুপ সদস্যদেরকে কর্মসূচির উন্নয়নের জন্য সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে জড়িত হতে এবং তাদের পারিবারিক আয়ের সাথে অতিরিক্ত আয় যোগ করতে উৎসাহিত করে। প্রয়োজনীয় ক্রেডিট এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে প্রশিকা তাদের অনুপ্রাণিত করে।

২০২১-২২ অর্থবছরের অর্জন

এই কর্মসূচির বৃক্ষরোপন প্রকল্প থেকে গাছ বিক্রি করে ১০ লক্ষ টাকা আয়ের লক্ষমাত্রা থাকলেও এর পুরোটা অর্জিত হয়নি। এই অর্থবছরে ৬ লক্ষ আটান্ন হাজার সাত'শ টাকা গাছ বিক্রি থেকে আয় করা সম্ভব হয়েছে। এই কর্মসূচির গাছ বিক্রির আয় থেকে প্রশিকার ৭৫ জন দলীয় সদস্য লাভবান হয়েছে। গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে গাছ বিক্রি থেকে ৩ লাখ ৪৫ হাজার টাকা আয় করা হয়েছিল। এর মোট উপকারভোগী ছিল ৪৫ জন। উল্লেখ্য, এই কর্মসূচিটি প্রশিকা দলীয় সদস্যদের জন্য কর্মসংস্থানের একটি বড় সুযোগ।

এই কর্মসূচির কার্যক্রম

ক. সামাজিক বনায়ন/রাস্তার ধারে বনায়ন ;
খ. নার্সারি স্থাপন, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন; এবং
গ. সরকারি সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

এই অর্থবছরের এলাকাভিত্তিক অর্জনের চিত্র নিম্নের সারণিতে উল্লেখ করা হলো ঃ

উন্নয়ন এলাকার নাম	গাছ বিক্রির টাকা	প্রশিকার প্রাপ্ত টাকা
সাটুরিয়া	২,১০১,৫০০	৪২০,৩০০
বি.বাড়িয়া	৫১২,০০০	১০২,৪০০
সিংগাইর	১৮৫,০০০	৪৬,০০০
পলাশবাড়ী	৭০০,০০০	১০০,০০০
মোট	৩,৪৯৮,৫০০	৬৫৮,৭০০

প্রশিকার সামাজিক বনায়ন/রাস্তার ধারে বনায়ন

২০২১-২২ অর্থবছরের দলীয় সদস্যদের অর্জন

প্রশিকার সামাজিক বনায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলা কর্মসূচি থেকে প্রশিকার দলীয় সদস্যগণ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আয় করেছে ২,৮৩৯,৮০০ টাকা। পক্ষান্তরে প্রশিকার আয় ৬৫৮,৭০০ টাকা। উল্লেখ্য, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ধামরাই উন্নয়ন এলাকা ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ও সদরপুর উন্নয়ন এলাকা থেকে গাছ বিক্রির ৩৩ লক্ষ টাকা সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন এলাকার একাউন্টে জমা থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে টাকা বিতরণ করা সম্ভব হয়নি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি

বাংলাদেশ প্রাকৃতিকভাবে দুর্যোগপূর্ণ অঞ্চল। এখানে ছয় ঋতুর মধ্যে অধিকাংশ ঋতুতে নানা ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে। অতিবর্ষণ, বন্যা, সামুদ্রিক ঝড়, খরা, তীব্র শৈত্যপ্রবাহ, নদী ভাঙন, অগ্নিকান্ড, ইত্যাদি ঘটে থাকে। এ সময় মানুষ নানাবিধ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। দরিদ্র মানুষ বেশি কষ্ট ভোগ করে। তাদের ফসল, বাড়ি-ঘর ও সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। বেঁচে থাকার জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্পদ বিক্রি করতে বাধ্য হয়। মানুষকে এই ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রশিকার এই কর্মসূচি কাজ করে।

২০২১-২২ অর্থবছরের অর্জন

প্রশিকা দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী বেসরকারি উন্নয়নমূলক সংস্থা। যে কোনো দুর্যোগে এর সামর্থ্য অনুযায়ী দেশের জনগণের পাশে থাকার চেষ্টা করে। করোনাকালীন দুর্যোগেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। কোভিড-১৯ এর পুরোটা সময় প্রশিকা তার কর্ম এলাকার জনগণের পাশে থেকেছে তাদেরকে সাধ্যমতো নানাবিধ সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করেছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিশেষ করে ২০২১ সালেও প্রশিকা করোনাকালীন সময়ে জনগণের মধ্যে করোনা সর্ম্পকে সচেতনতা তৈরি ও তাদেরকে বিনা মূল্যে মাস্ক, স্যানিটাইজার ও লিফটলেট বিতরণ এবং স্বাস্থ্য ক্যাম্পে বিনামূল্যে টিকা গ্রহণের রেজিস্ট্রেশন ও প্রিন্ট করা, গানে গানে সচেতনতা তৈরিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া কোভিড-১৯ প্রতিষেধক টিকা গ্রহণের জন্য প্রশিকার কর্মী, ব্যবস্থাপক ও দলীয় সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণসহ টিকা কার্ড সংগ্রহের জন্য কম্পিউটার ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে টিকার রেজিস্ট্রেশন করে ডাউনলোড এবং প্রিন্ট করতে সহায়তা প্রদান করেছে। উল্লেখ্য, প্রশিকা এই সময়ে দরিদ্রদের মাঝে কম্বলও বিতরণ করেছে।

শীতার্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ

স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণের এলাকাভিত্তিক সংখ্যাগত তথ্য

এলাকার নাম	উপকরণের নাম ও সংখ্যা	
	কম্বল	স্বাস্থ্য উপকরণ
নীলফামারী	৫০	১০০০
ডোমার	১০০	১০৫০
চিলাহাটী	৫০	৬০০
গাইবান্ধা	২০০	৪০০
ফুলছড়ি	২০০	২০০
পলাশবাড়ী	০৫	১৫
চট্টগ্রাম (পাহাড়তলী, সাগরিকা, আকবরশাহ)	৫০০	৫০০০
গাইবান্ধা ডি.সি অফিসে প্রদান	৫০	-

ব্যয়কৃত অর্থ ও উপকৃত মানুষের সংখ্যা

বিবরণ	উন্নয়ন এলাকার সংখ্যা	ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণ	উপকৃত মানুষের সংখ্যা
মাস্ক, সাবান, স্যানিটাইজার, ব্লিচিং পাউডার	৩১	২২৩,৮৫০	৭০,৬৮১
শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ	০৫	২৫০,০০০	১,১৫৫

আইনি সহায়তা কর্মসূচি

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র চার দশকেরও বেশি সময় ধরে দরিদ্র নারী ও পুরুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন, কুসংস্কার দূরীকরণ, শোষণ, নির্যাতন ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করছে। এই প্রেক্ষিতে নির্যাতিত দরিদ্র নারী ও পুরুষকে আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য আইন বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বাল্যবিবাহরোধ, পারিবারিক সহিংসতা, ইভটিজিং, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, যৌতুক নিরসন, নারী ও শিশু নির্যাতন রোধসহ গ্রাম্য আদালতের কার্যাবলী এবং নারী-পুরুষদেরকে সুরক্ষার জন্য আইনি অধিকার বিষয়ে সচেতন করা এবং ভুক্তভোগীদের আইনি সহায়তা প্রদান করা এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

আইনি সহায়তা কর্মসূচির কার্যক্রমের ধরণ

আইনি সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিকা সংগঠিত দলীয় সদস্য ও কমিউনিটি সদস্যদের সাহায্য করা হয়। আমাদের দেশে আইন বাস্তবায়নে দেরি হয়। এতে মানুষ ঝামেলা পোহায় এবং দীর্ঘদিন মামলা চালাতে গিয়ে আর্থিক সমস্যায় পড়ে। প্রচুর সম্পদ ক্ষয় হয়। মানুষে মানুষে শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। এতে পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের অবনতি হয়। পক্ষ-বিপক্ষ তৈরি হয় এবং শত্রুতামূলক মনোভাবের প্রকাশ ঘটে। দরিদ্র মানুষ মামলার শিকার হয়ে সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। মানুষ দ্বন্দ্ব-বিবাদে যাতে জড়িত না হয় সেজন্য প্রশিকা সমিতি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করছে। দরিদ্র মানুষ মামলা হামলায় জড়িয়ে যাতে সম্পদহীন না হয় সেজন্য প্রশিকা তাদের সাথে আইনের নানাদিক সম্পর্কে আলোচনামূলক সভার আয়োজন করে। যারা মামলায় জড়িয়ে পড়ছে প্রশিকার এই কর্মসূচি তাদেরকে আইনি সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করে।

প্রশিকার আইনি পরামর্শকের প্যানেল

আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য প্রশিকা কেন্দ্রিয় কার্যালয়ে চারজনবিশিষ্ট আইনি পরামর্শকের একটি প্যানেল রয়েছে। প্রশিকার উন্নয়ন এলাকা পর্যায়ে দরিদ্র নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে কোনো অন্যায় সংঘঠিত হলে সেখানে গিয়ে ঘটনার তদন্ত করে এবং তথ্য সংগ্রহ করে। তথ্য আলোচনা করে পরামর্শক প্যানেলের সদস্যগণ আইনি সহায়তার ধরণ ঠিক করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে এবং সমস্যায় জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত ও কার্যকর সহায়তা এবং নিরাপত্তা প্রদানের সুপারিশ করে। এছাড়াও সরকারের ল'ইয়ার প্যানেলে ও অন্যান্য লিগ্যাল এইড প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নিয়ে সমন্বিতভাবে আইনি সহায়তা প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করে থাকে।

২০২১-২২ অর্থবছরে কার্যক্রম বাস্তবায়িত এলাকাসমূহ

ভাঙ্গা, পলাশবাড়ি, খুলশী, গোপালগঞ্জ, বুড়িগঙ্গা, কেরাণীগঞ্জ, ধামরাই, সীতাকুন্ড, মাদারীপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নাটোর, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, গাইবান্দা, ফুলছড়ি, রংপুর সদর, টঙ্গী সদর, সিংড়া, সিরাজদিখান ও কালকিনি।

বাস্তবায়িত অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ হলো:

* পুলিশ প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা ও আইনি সহায়তা কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা;
* যে সকল এলাকায় আইনি সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে তাদের সাথে যোগাযোগ করা;
* সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা;
* আদালতের মামলা সংক্রান্ত কাজে সার্বিক সহযোগিতা করা; এবং
* বিভিন্ন উন্নয়ন এলাকা থেকে কিছু কেসস্টাডি সংগ্রহ করা।

আইনি কর্মসূচির মাসিক সভার স্থিরচিত্র

২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাস্তবায়িত কার্যাবলীর সংখ্যাগত তথ্য:

কাজের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
বাল্যবিবাহ রোধ	৮	১১
নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ	১০	১২
যৌতুক নিরসন	৬	৮
গ্রামীণ ও শহুরে দরিদ্র নারীদের আইন বিষয়ে সচেতন করা	৬	৮
গ্রাম্য আদালত থেকে সাহায্য গ্রহণে সহায়তা করা	৬	৮
দলীয় সদস্যদের গ্রাম্য আদালতের সহায়তার বিষয়ে সহযোগিতা করা	৮	১০
জেলা আইন সহায়তা কমিটিকে প্রশিকার কার্যক্রম সর্ম্পকে অবহিত করা	৯	১০
আইনি সহায়তা গ্রহণে সচেতন ও সহায়তা করা	৪	৫
মোট	৫৭	৭২

- - - - - - - - - -

গণসংস্কৃতি কর্মসূচি

প্রশিকার গণসংস্কৃতি কর্মসূচি কী/কেন?

উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে আদিবাসী সাংস্কৃতিক পদ্ধতি/রূপ ব্যবহার করা প্রশিকার অনেকগুলো অনন্য উদ্ভাবনের মধ্যে একটি। সমাজের বিভিন্ন অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর প্রেরণামূলক হাতিয়ার হিসাবে এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত সফলভাবে প্রমাণিত হয়েছে। প্রশিকা এই পদ্ধতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে এবং এই ধরনের কার্যক্রমকে গণসংস্কৃতি কর্মসূচির আওতায় নিয়ে এসেছে। প্রক্রিয়াটি শুরু হয় সারা দেশে সমমনা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলোরর মধ্যে সাংস্কৃতিক দল সংগঠিত করে বিভিন্ন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার এবং উদ্দেশ্যমূলক বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে মানুষকে কাজ করার জন্য উৎসাহী করার মাধ্যমে।

এই কর্মসূচি দরিদ্রদের বাস্তব অভিজ্ঞতা গান, গীতিনাট্য এবং নাটকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে যা তাদের নিজেদের প্রণীত, পরিবেশন করা এবং তারা নিজেরাই উপভোগ করছে। এতে করে সচেতনতার একটি অভূতপূর্ব স্তর তৈরি হচ্ছে। এইসব কার্যক্রমগুলো কেবল বিনোদনই দেয় না আলোচনা ও সমালোচনার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত একটি ফলাফল তৈরি করে। এগুলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা সম্পর্কে মানুষের সমালোচনামূলক চেতনাকে আরও বেশি আলোড়িত করেছে যা তাদেরকে নৈতিক বিকাশ, ঐক্য এবং সক্রিয়তার দিকে পরিচালিত করছে।

গণসংস্কৃতি কর্মসূচির উপাদানসমূহ:

* প্রশিকার উন্নয়ন কেন্দ্রের শহুরে ও গ্রামীণ এলাকার দরিদ্রদের মধ্যে তৃণমূল সাংস্কৃতিক দল গঠন করা;
* কমিউনিটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সাথে এলাকাভিত্তিক সাংস্কৃতিক নেটওয়ার্ক গঠন করা;
* জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন;
* প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা কার্যক্রম;
* বিভিন্ন অনুষ্ঠনের আয়োজন করা; এবং
* প্রকাশনা।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

গণসংস্কৃতি কর্মসূচি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির একটি কার্যকর ও জনপ্রিয় মাধ্যম। সামাজিক অবিচার, যৌতুক, বহুবিবাহ, ফতোয়া, নির্বিচারে বিবাহবিচ্ছেদ, লিঙ্গ বৈষম্য, নিরক্ষরতা, ক্ষমতা-চক্রের দ্বারা জনসাধারণের সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল, কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বাস্থ্যচর্চা, পরিবেশের অবনতি এবং এর পরিণতি ও বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ইতিবাচক প্রভাবের মতো বিষয়গুলো সর্ম্পকে জনগণকে সচেতন করে তোলাই এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য।

কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্য

আমাদের দেশে মানুষের শ্রেণি ও পেশাভেদে নানা ধরণের বিশ্বাস, বিদ্বেষ, হিংসা, হানাহানি, ব্যক্তিস্বার্থের জন্য সমষ্টির স্বার্থ না দেখা, দরিদ্র নারী ও পুরুষের প্রতি অবহেলা, সামাজিক অবিচারমুলক কাজ ও আচরণ, প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া থেকে বঞ্চিত রাখা এসব নেতিবাচক সামাজিক বিশ্বাস ও সংস্কারের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিকার গণসংস্কৃতি কর্মসূচি এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।

বিজয় দিবস র‍্যালী

২০২১-২২ অর্থবছরের অর্জন

চট্টগ্রাম অঞ্চলে তিনটি উন্নয়ন এলাকায় তিনটি গণসংস্কৃতি দল পুনর্গঠন করে কর্মশালা করা হয়েছে। বিষয় ছিল মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা। এই বিষয়ে "আমার সন্তান আমার ভালোবাসা" নামে প্রশিকা এই কর্মসূচির অধীনে একটি টেলিফিল্ম নির্মাণ করেছে এবং একটি গণনাটকের স্ক্রীপ্ট তৈরি ও প্রদর্শন করা হয়েছে ও নির্ধারিত উন্নয়ন এলাকাসমূহে করার পরিকল্পনা থাকলেও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। বাশঁখালি, চকোরিয়া ও সাতকানিয়া উন্নয়ন এলাকায় গ্রাম পর্যায়ে দল গঠনের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। অডিও, ভিডিও তৈরি বেশি হয়েছে। প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের ফেসবুক পেইজে উন্নয়ন ও অগ্রগতির সচিত্র তথ্যসহ ১৭০ টিরও বেশি পোষ্ট দেওয়া হয়েছে এবং সবগুলো পোষ্ট সম্পাদনাও করা হয়েছে।

বিজয় দিবসে পুষ্পস্তবক অর্পণ

"আমার সন্তান আমার ভালোবাসা" টেলিফিল্মের দৃশ্য

২০২১-২২ অর্থবছরে পরিকল্পনা অনুসারে অর্জনের তথ্য

কার্যক্রম	পরিকল্পনা	অর্জন	হার %
গণসংস্কৃতিক দল গঠন/পুনর্গঠন	১৯	৩	১৬
উন্নয়ন এলাকায় প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন	১২	৩	২৫
গ্রাম/মহল্লায় ইস্যুভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	১৬	২	১৩
কেন্দ্রিয় পর্যায়ে দিবস উদ্‌যাপন	৪	৪	১০০
অডিও/ভিডিও প্রোডাকশন (কর্মসূচিভিত্তিক)	২	১২	৬০০
ফেসবুক পেইজে পোষ্ট ও সম্পাদনায় সহযোগিতা	১০০	১৭০	১৭০
উন্নয়ন এলাকায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন	৪৭৬	৪৮০	১০১

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

প্রশিকার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রভাব

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রম প্রক্রিয়ার সূচনালগ্ন থেকেই তৃণমূল মানুষের ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ জোর দিয়ে আসছে। প্রশিকা বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নের ধারণা এবং অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এর একীকরণের পথপ্রদর্শক। মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দরিদ্রদের উন্নতির প্রক্রিয়াকে সহজতর করার একটি উপাদান। মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করার একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া হিসাবেও এই কর্মসূচিকে বর্ণনা করা যেতে পারে।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বাস্তবায়িত কাজসমূহ

* হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়্যাল তৈরি করা হয়েছে এবং TOT এর জন্য প্রশিক্ষণ ডিজাইন করা হয়েছে;
* ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থপনা ও ফলাফলভিত্তিক মনিটরিং শিরোনামে পাঁচ দিনের একটি প্রশিক্ষণ এবং হিসাব ব্যবস্থাপনা ও মৌলিক কম্পিউটার শিক্ষা শিরোনামে একটি প্রশিক্ষণ কোর্স নতুন করে ডিজাইন করা হয়েছে;
* মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একটি প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবনা তৈরি করে জমা দেওয়া হয়েছে;
* স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের অধীনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচির উপর প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি ও জমা দেওয়া হয়েছে;
* প্রশিকা ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ের উপর ধারণাপত্র তৈরি এবং উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের উপর গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে;
* প্রশিকা স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনাপত্র তৈরি করা হয়েছে; এবং
* ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন ও ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের মডিউল ও ধারণাপত্র তৈরি করার কাজ চলমান রয়েছে।

প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণ কোর্সের লক্ষ্য হল প্রশিকা কর্মী এবং গ্রুপ সদস্যদের তাদের ব্যক্তিগত প্রেরণা এবং বক্তব্যের উন্নতির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রদান করা যা তাদেরকে এই সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে এবং তাদের সমস্যা সমাধানের পথ ও উপায় খুঁজে বের করতে সক্ষম করবে। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে এবং নেতৃত্বের ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করে। মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রশিক্ষণের লক্ষ্য দারিদ্র্যদের সৃষ্টি ও বিনোদনের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা। এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিকা কর্মী এবং গ্রুপ সদস্যরা অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার কারণগুলো সর্ম্পকে বুঝতে পারে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের অর্জিত কাজসমূহ

১৮টি প্রশিক্ষণ কোর্সের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু কোভিড-১৯ এর প্রভাবের ফলে কর্মীদের প্রশিক্ষণগুলোর মধ্যে মোট ১১টি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। অংশগ্রহণকারীর মোট সংখ্যা ছিল ৩০৯ জন। এই অর্থবছরে উন্নয়ন এলাকা পর্যায়ে আটজন কেন্দ্রিয় ব্যবস্থাপক তাদের এলাকাধীন নতুন কর্মীদের নিয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের সংখ্যাগত তথ্য

প্রশিক্ষণের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	নারী	পুরুষ
বেসিক কম্পিউটার শিক্ষা ও সফটওয়্যার ব্যবস্থাপনা (মাঠভিত্তিক)	৫	০	-	
ওরিয়েন্টেশন কোর্স	৪	১১	৮১	২২৮
হিসাবরক্ষণ	৫	০	-	-
ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা	২	০	-	-
দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা	২	০	-	-
মোট	১৮	১১	৩০৯	

প্রশিকা বাঁশখালী উ/এ অনুষ্ঠিত ফলাফলভিত্তিক মনিটরিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ

FM & RM বিষয়ক প্রশিক্ষণ

আয়মূলক কর্মসূচিসমূহ

মধু উৎপাদন ও বিপণন কর্মসূচি

প্রশিকার মধু উৎপাদন ও বিপণন কর্মসূচি অন্যতম প্রতিশ্রুতিশীল, পরিবেশ বান্ধব এবং আয়বর্ধক কার্যক্রম। মধু উৎপাদন কর্মসূচিতে কম বিনিয়োগে অল্প সময়ে অধিক উপার্জন সম্ভব। প্রশিকা এপিস মেলিফেরা প্রক্রিয়ায় মধু উৎপাদন করে। প্রজাতিটি অধিক মধু উৎপাদন করে এবং রোগ সংক্রমন কম ও কম সংবেদনশীল, সহজে পরিচালনা করা যায় এবং এই পদ্ধতিতে অল্প শ্রমে ও অল্প পুঁজিতে ছোট জায়গায় মধু উৎপাদন সম্ভব। অতীতে সেরেনা বা দেশিয় প্রজাতির মৌমাছি পালন করে মধু উৎপাদন করা হতো। এই প্রক্রিয়ায় একটি মৌমাছির উপনিবেশ সর্বাধিক ১০ কেজি মধু উৎপাদন করতে পারতো, যেখানে এপিস মেলিফেরা কলোনি গড়ে ৬০ কেজি মধু উৎপাদন করতে পারে। মৌমাছি পালন সম্পর্কিত উপরোক্ত সকল বিষয় বিবেচনা করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বার্ক) মধু উৎপাদনের জন্য প্রশিকা উদ্ভাবিত মৌমাছি পালনের এই সহজ ও অধিক লাভজনক প্রযুক্তি অনুমোদন করেছে এবং এটি তাদের প্রযুক্তি প্যাকেজে অন্তর্ভূক্ত করেছে। এই প্রযুক্তিটি এখন সারা দেশে বিভিন্ন সংস্থা দ্বারা ব্যাপকভাবে অনুকরণ করা হচ্ছে। প্রশিকা মধু লিচু ফুল, সরিষা ফুল, ধনে/কালো জিরা ফুল এবং প্রকৃতির বিভিন্ন ফুলের উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে মৌ কলোনি স্থাপন

চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে রক্ষণাবেক্ষণে সুবিধার জন্য প্রশিকার উন্নয়ন এলাকা ভালুকায় মৌ-খামার স্থাপন করা হয়েছে। এই এলাকায় প্রকৃতির বিভিন্ন ফুল হতে পোলিং ও হালকা পরিমাণ নেকটার সংগ্রহ করতে পারে এবং মৌমাছি যত্রতত্র যথাযথভাবে বিচরণ করতে পারে বিধায় বর্তমানে মৌমাছির অবস্থা খুবই সন্তোষ-জনক। মৌ-কলোনি আরো সম্প্রসারিত করার কাজ চলছে। বর্তমানে গৃহীত পদ্ধতিতে আগামীতে মধু উৎপাদন গুণগত ও মানসম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

মৌমাছি ও কলোনিসমূহ

কর্মসূচিতে প্রশিকা উৎপাদিত তেল ও চাল অন্তর্ভূক্তিকরণ

চলতি অর্থবছরে প্রধান নির্বাহীর বিশেষ উদ্যোগে ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পরামর্শে মধু উৎপাদন ও বিপণন কর্মসূচিতে মধুর পাশাপাশি প্রশিকা সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত খাঁটি সরিষার তেল এবং কাটারীভোগ ও সুগন্ধি চাল অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

বর্তমান মৌ-কলোনির ফ্রেম সংখ্যা

ধরণ	বিদ্যমান	বৃদ্ধির পরিকল্পনা	অর্জন	হার (%)	মোট
মৌ কলোনি (মৌমাছিসহ)	৫৫	৫	৫	১০০	৬০
মৌ কলোনি (মৌমাছিসহ)	৩০০	১০০	৮০	৮০	৩৮০
কর্মসূচির কর্মী	৪ জন	-	-	-	৪ জন

চলতি অর্থবছরের (২০২১-২০২২) মধু উৎপাদনের সংখ্যাগত চিত্র

মধুর ধরণ	লক্ষ্যমাত্রা (কেজি)	অর্জন (কেজি)	অর্জনের হার %	কেজি প্রতি দর	মোট টাকা
সরিষা ফুলের মধু	১,৪০০	১,৩২৫	৯৫ %	৩৫০	৪৬৩,৭৫০
ধনিয়া/কালোজিরা ফুলের মধু	৩০০	১০০	৩৩%	৬০০	৬০,০০০
লিচু ফুলের মধু	৮০০	৬৫৫	৮২%	৪০০	২৬২,০০০
মোট	২,৫০০	২,০৮০	৮২.৩%	-	৭৮৫,৭৫০

সরিষা ফুলের মধু সংগ্রহ

চলতি অর্থবছরের (২০২১-২০২২) মধু ক্রয় ও বিক্রয়ের তথ্য

মধুর ধরণ	মধু ক্রয়			মধু বিক্রয়		
	পরিমান (কেজি)	কেজি প্রতি দর	টাকা	পরিমান (কেজি)	কেজি প্রতি দর	টাকা
সরিষা ফুলের মধু	১০০	২০০	২০,০০০	১,৪৯৩	৩৫০	৫২২,৫৫০
ধনিয়া/কালোজিরা ফুলের মধু	-	-	-	৩৯২	৬০০	২৩৫,২০০
লিচু ফুলের মধু	-	-	-	৫৫৬	৪০০	২২২,৪০০
মোট	১০০	-	২০,০০০	২,৪৪১	-	৯৮০,১৫০

জুন ২০২২ পর্যন্ত মজুতকৃত মধুর তথ্য (নিজস্ব খামারে উৎপদিত ও ক্রয়কৃত)

মধুর ধরণ	ধামরাই উঃ এঃ থেকে (অপরিশোধিত মধু)	প্রধান কার্যলয় (প্রসেসকৃত মধু)	মধুর মোট পরিমান
সরিষা ফুলের মধু	১,৭০৫	৪৬৭	২,১৭২
ধনিয়া/কালোজিরা ফুলের মধু	৮৯	৫৫	১৪৪
লিচু ফুলের মধু	৭৯০	১২৪	৯১৪
মোট	২,৫৮৪	৬৪৬	৩,২৩০

মজুতকৃত মধুর মূল্য = ১,২১২,২০০ টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরের চাল ও তেলের তথ্য

প্রশিকার গ্রুপ সদস্যদের কাছ থেকে সরিষার তেল ক্রয় করা হয় ১,৮০৯ কেজি। যার ক্রয়মূল্য ছিল ৩১৩,৫১৩ টকা এবং ১,৫৯৪ কেজি তেল বিক্রয় করা হয় ৩৪৮,১৪০ টাকায়। অন্যদিকে প্রশিকার গ্রুপ সদস্যদের কাছ থেকে ৩,৫০০ কেজি কাটারীভোগ চাল ক্রয় করা হয় যার মূল্য ছিল ১৮৪,৭৩২ টাকা এবং বিক্রয় করা হয় ৩,১৩২ কেজি চাল ১৯৬,০৬০ টাকায়।

মধু উৎপাদন হ্রাসের কারণ

বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মৌমাছি কলোনিতে মৌমাছির সংখ্যা বেশি হারে কমে যায়। ফলে মধু উৎপাদন ও আনুপাতিক হারে কম হয়। অসময়ে অতি বৃষ্টির হওয়ার জন্য কালোজিরা ও ধনিয়া ফুলের মধু উৎপাদন হ্রাস পায়।

তেল ও চাল ক্রয় বিক্রয়ের সংখ্যাগত তথ্য

ধরণ	ক্রয়		বিক্রয়	
	কেজি	টাকা	কেজি	টাকা
সরিষার তেল	১,৮০৯	৩১৩,৫১৩	১,৫৯৪	৩৪৮,১৪০
কাটারীভোগ চাল	৩,৫০০	১৮৪,৭৩২	৩,১৩২	১৯৬,০৬০
সুগন্ধি চাল	-	-	-	-

প্রশিকা ওয়াটার ফিল্টার উৎপাদন

২০২১ সালের আগে পর্যন্ত এই কর্মসূচিটি বন্ধ ছিল। বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জনসেবার স্বার্থে কর্মসূচিটি পুনরায় ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চালু করেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে কম মূল্যে নিরাপদ পানি সরবরাহ করা। এই ফিল্টারের সাহায্যে খাল-বিল, নদী ও পুকুরের জল বিশুদ্ধ করা হয়। একই সাথে এই প্রকল্প থেকে অর্থও অর্জিত হয়। বর্তমানে এর উৎপাদন সীমিত রয়েছে। আগামী বছর থেকে ফিল্টার বেশি পরিমাণে উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রশিকার সাটুরিয়া উন্নয়ন এলাকার কামতায় এর উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সেখান থেকে সারা দেশে ফিল্টার সরবরাহ করা হয়।

প্রাথমিকভাবে প্রশিকার উন্নয়ন এলাকা অফিসের মাধ্যমে বিতরণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরের অর্জিত তথ্য

অর্থবছরে ফিল্টার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২০০ সেট এবং উৎপাদন হয়েছে ৭৮৬ সেট। গত অর্থবছরে এর উৎপাদন ছিল ৩০০ সেট। সেই অনুপাতে এই অর্থবছরে গত বছরের তুলনায় ৪৮৬ সেট বেশি উৎপাদিত হয়েছে। ক্রেতাদের মধ্যে প্রশিকার বিভিন্ন উন্নয়ন এলাকা অধিক সংখ্যক ওয়াটার ফিল্টার ক্রয় করেছে। উন্নয়ন এলাকার মধ্যে চট্টগ্রামের সকল উন্নয়ন এলাকা যেমন: রাজশাহী, নওগাঁ, চাঁপাই, গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুর উন্নয়ন এলাকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রশিকার বাইরে সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যে কুরিগ্রাম জেলা পরিষদের নাম উল্লেখযোগ্য। এই জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে কুড়িগ্রামের নয়টি উপজেলায় অনুদান হিসাবে ৭০টি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও এতিমখানায় ৭০টি প্রশিকা ওয়াটার ফিল্টার বিতরণ করা হয়। প্রশিকা কামতা উন্নয়ন এলাকা থেকে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা লোন নিয়ে ডিসেম্বর ২০২১-এ উক্ত এলাকায় ফিল্টার তৈরি করার জন্য একটি কারখানা নির্মাণ করা হয়। এই কর্মসূচি থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত দুইজন কর্মীর বেতন ভাতা নিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়। ঋণের কিস্তি হিসাবে জুন ২০২২ পর্যন্ত তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পরিশোধ করা হয়। উল্লেখ্য, রিভলভিং ফান্ড হিসাবে মূলধন ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রশিকা ওয়াটার ফিল্টার

ওয়াটার ফিল্টার সর্ম্পকিত তথ্য

* আগামী অর্থবছরে উৎপাদনের জন্য ১৫০০ সেট ওয়াটার ফিল্টার পরিকল্পনা করা হয়েছে;
* প্রতিটি ফিল্টারের মূল্য ৪,০০০ হাজার টাকা হিসাবে ১৫০০টি ফিল্টার উৎপাদন খরচ হবে ৬০ লক্ষ এবং প্রতিটি ফিল্টারের বিক্রয়মূল্য পাঁচ হাজার পাঁচশ' ধরে মোট বিক্রয়মূল্য হবে ৮২ লক্ষ ৫০ হাজার। এর ফলে আয় বা লাভ হবে ২২ লক্ষ ৫০ হাজার;
* বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য প্রশিকা ভবনে একটি ওয়ার্কশপ ও একটি শোরুম নির্মাণ করা হবে;
* সমগ্র বাংলাদেশে কমিশন ভিত্তিতে বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়া হবে;
* প্রচারের জন্য বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া ও অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহার করা হবে; এবং
* ফিল্টার বিক্রয় বাড়ানোর জন্য চট্টগ্রামে দুইটি ও রংপুরে একটি শোরুম ও সংযোজন কারখানা নেওয়া হবে।

প্রশিকা সমন্বিত কৃষি খামার, রংপুর

খামার সম্পর্কিত তথ্য

প্রশিকার রংপুর সমন্বিত কৃষি খামারটি ৩৮ একর জমির উপর অবস্থিত। মূলত এ খামারে শস্য বীজ উৎপাদন, পোল্ট্রি পালন, মাছের পোনা উৎপাদন ও মাছ চাষ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সারা বছরেই ১৯ একর জমিতে বীজ আলু , ভুট্টা, পেঁপে এবং বিভিন্ন প্রকারের শাক-সবজির চাষ করা হয়েছে। পোল্ট্রি ফার্মে নয়টি ওপেন শেড, মুরগীর বাচ্চা উৎপাদনের জন্য অত্যাধুনিক মানের ১টি হ্যাচিং ব্রিডিং রয়েছে। শস্যবীজ শুকানো, গ্রেডিং ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য একটি বড় আয়তনের ও একটি ছোট আয়তনের চাতাল এবং মাছ চাষের জন্য দুইটি বড় আয়তনের পুকুর আছে। এই খামারের অফিস ভবনে পরিচালনার জন্য পাঁচরুম বিশিষ্ট বিল্ডিং রয়েছে। অন্যান্য স্থাপনার মধ্যে কৃষি গুদামঘর, অফিসরুম, স্টোররুম, স্টাফ কোয়ার্টার, গেস্টরুম ও একটি প্রশিক্ষণ রুম রয়েছে।

বীজআলু খেত

খরিপ-১ মৌসুমে খামার

৭.২০ একর জমিতে ভুট্টা চাষ করা হয়েছে। উৎপাদন খরচ ছিল ১৮০,৩৭৪ টাকা। প্রায় ১৫টন ভুট্টা উৎপাদিত হয়েছে যেগুলোর বিক্রি থেকে আয় এসেছে ৩২৯,০৭২ (তিন লক্ষ ঊনত্রিশ হাজার বাহাত্তর) টাকা। অবশিষ্ট ১৩.৮০ একর জমি ধান, ভুট্টা ও সবজি চাষের জন্য লীজ দেয়া হয়েছে এবং লীজ দেয়া জমি থেকে আয় হয়েছে ২০৭,০০০ (দুই লক্ষ সাত হাজার) টাকা।

রবি মৌসুমে খামারের ২০২১-২২ অর্থবছরের তথ্য

সমন্বিত কৃষি খামার , রংপুর এবং দিনাজপুরে চুক্তিবদ্ধ কৃষকদের মাধ্যমে ১৮.০০ একর জমিতে প্রায় ২৪,০০,০০০.০০ (চব্বিশ লক্ষ) টাকা খরচ করে বীজ আলু উৎপাদন করা হয়েছিল। বীজ আলু উৎপাদিত হয়েছে ১৬৬টন, যার মধ্যে ১৫৬টন হিমাগারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বীজ আলু বিক্রি করা হয়েছে এবং বিক্রি থেকে আয় হয়েছে প্রায় ৩০,০০,০০০ (ত্রিশ লক্ষ) টাকা। এ খামারে রবি মৌসুমে ১২.৫ একর জমি লীজ দেয়া হয়েছে। লীজ থেকে আয় হয়েছে ২,৬২,৫০০.০০ (দুই লক্ষ বাষট্টি হাজার পাঁচশত) টাকা।

সমন্বিত কৃষি খামার , রংপুর

খরিপ-২ মৌসুমে খামার

ভারী বৃষ্টি এবং উজান থেকে বন্যার পানি আসায় জমি লীজ দেয়া কিংবা ফসল আবাদ করা সম্ভব হয়নি। রংপুরে বিদ্যমান পোল্ট্রি ফার্মে আটটি খোলা সেড আছে এবং পোল্ট্রি ফার্মটি ভাড়া দেয়া হয়েছে। সেডগুলোর মাসিক ভাড়া ৬৫,০০০ (পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা এবং ভাড়া থেকে এই অর্থবছরে (২০২১-২০২২) আয় হয়েছে ৭,৮০,০০০ (সাত লক্ষ আশি হাজার) টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরের হিসাব

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট ব্যয় = ৭৮,৫৯,১৮৬.৫০ টাকা (আটাত্তর লক্ষ উনষাট হাজার একশ' ছিয়াশি)
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট আয় = ৮৫,৪৩,৬১৮.৫০ টাকা (পঁচাশি লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার ছয়শ' আঠার)
উদ্বৃত্ত: ৬,৮৪,৫০০ টাকা (ছয় লক্ষ চুরাশি হাজার পাচশ')।

খামারের কাঠ গাছ

রংপুরের কার্প হ্যাচারী

প্রশিকা কার্প হ্যাচারীটির জমির পরিমাণ ৭.৯৮ একর। বর্তমানে হ্যাচারীটিতে বিভিন্ন আয়তনের মোট ১০টি পুকুর আছে এর মধ্যে পাঁচটি পুকুর পুনঃখনন করা হয়েছে। অবশিষ্ট পাঁচটি আগামী অর্থ বছরে পুনঃখনন করা হবে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মাছ উৎপাদন বাবদ খরচ হয়েছে ৫,৪০,১২০ (পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার একশ' বিশ) টাকা এবং মাছ বিক্রি থেকে আয় হয়েছে ৭,৮১,৩৯৫ (সাত লক্ষ একাশি হাজার তিনশ' পঁচানব্বই) টাকা। এই অর্থবছরে (২০২১-২০২২) মোট ব্যয় হয়েছে ১,১৫১,৫৭৪ (এগার লক্ষ একান্ন হাজার পাঁচশ' চুয়াত্তর) টাকা এবং মোট আয় হয়েছে ৮,০৪,৭৭৩ (আট লক্ষ চার হাজার সাতশত তেহাত্তর) টাকা। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ঘাটতির পরিমাণ ৩,৪৬,৮০১ (তিন লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার আটশত এক) টাকা।

কার্প হ্যাচারী

সমন্বিত কৃষি খামার, সাতকানিয়া

সাতকানিয়া কৃষি খামার

খামারটি ১৯৯৬ সালে সাতকানিয়া থানার বাজালিয়া ইউনিয়নের মহালিয়া গ্রামে প্রায় ২০ একর টিলাভূমির উপর প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই খামারটিতে ছয়টি শেড রয়েছে যেখানে ৪৫,০০০ টি মুরগীর বাচ্চা পালনের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও একটি অত্যাধুনিক হ্যাচারীর মাধ্যমে সপ্তাহে ৮৪,০০০টি মুরগীর বাচ্চা উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন হ্যাচারীটি অকেজো ও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। বর্তমানে পাঁচটি শেডের মধ্যে ৩৪,০০০টি মুরগীর বাচ্চা প্রতিপালন করা হচ্ছে। এর মধ্যে ১৩,০০০টি মুরগী থেকে ডিম উৎপাদন করা হচ্ছে। এই অর্থবছরের জুন মাসের শেষের দিকে ও জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ১৩,১১৫ টি মুরগী বিক্রি করা হয় এবং এ মাসেই আরো ১৫,০০০টি মুরগীর বাচ্চা উৎপাদন করা হয়। বর্তমানে এই ফার্মে একজন নারীসহ মোট ছয়জন নিয়মিত কর্মী এবং চারজন নারী কর্মীসহ মোট ১৮ জন অস্থায়ী কর্মী নিয়োজিত রয়েছে।

সাতকানিয়া কৃষি খামারের একাংশ

খামারে পালিত মুরগির ডিম

সাতকানিয়ার মুরগির খামার

খামারের বনজ ও কাঠ জাতীয় গাছের সংখ্যা

গাছের নাম	পূর্বের গাছের সংখ্যা	২০২০ সালে নতুন গাছের সংখ্যা	২০২২ সালে গাছের সংখ্যা
ইউক্যালিপটাস	১৮১	২০০০	২১৮১
আকাশমনি	১৭	১০০০	১০১৭
মেহগনি	৫৬	০	৫৬
সেগুন	২২	০	২২
রেইনট্রি কড়ই	১২	০	১২
নীম	১৩	০	১৩
হরিতকি	১	০	১
দেবদারু	৫	০	৫
কৃষ্ণচূড়া	২	০	২
বাশঁঝাড়	৩	০	৩
জাম (খুদি)	১৩	০	১৩
শিমুল	২	০	২
মোট	৩২৭	৩০০০	৩৩২৭

ফার্মের ফলজ গাছের সংখ্যা

গাছের নাম	পূর্বের গাছের সংখ্যা	২০২০ সালে নতুন গাছের সংখ্যা	২০২২ সালে গাছের সংখ্যা
আম্রপলি ও সাধারণ আম গাছ	৩৮০	১৫০	৫৩০
কাঁঠাল	১৪	১২	২৬
লিচু	২	০	২
জাম	১০	০	১০
নারিকেল দেশি	২	০	২
নারিকেল (ভিয়েতনাম)	৬	২৯	৩৫
জলপাই	২	০	২
মালটা	১৭	০	১৭
দেশি কুল	৪	৩	৭
আপেল কুল	৩	০	৩
আমড়া	৬	০	৬
আমলকি	২	০	২
জামরুল	০	২	২
কামরাঙা	১	০	১
দেশি পেয়ারা	৩	৫	৮
খেজুর	৮	০	৮
লেবু	৭	০	৭
সফেদা	৮	০	৮
লটকল	৪	০	৪
কলাগাছ	৬০	১১২	১৭২
পেঁপে	২২	৭৪	৯৬
মোট	৫৬১	৩৮৭	৯৪৮

আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, ময়মনসিংহ

এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মূলত বাইরের প্রতিষ্ঠান ও প্রশিকার অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এটি বাণিজ্যিকভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং একটি আয়-উপার্জনমূলক কেন্দ্র রয়েছে।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

২০২১-২২ অর্থবছরে আয়ের হিসাব (টাকায়)

লক্ষ্যমাত্রা	আয়	ব্যয়	মার্জিন	বিনিয়োগ/কেন্দ্রিয় অফিসে প্রদান	নীট মার্জিন
৫,০৭৭,০৭৫	৪,৫৭১,৩১৩	৪,৮৮৪,১৯৯	-৩১২,৮৮৬	০০	-৩১২,৮৮৬

২০২১-২০২২ অর্থবছরের হিসাব

এই কেন্দ্রের আয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। এর প্রধান কারণ হলো কোভিড-১৯ এর প্রভাব। এজন্য অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান তাদের নির্ধারিত বেশ কয়েক লাখ টাকার কার্যক্রম বাতিল করেছে।

- কেন্দ্রিয় অফিস ধার নেওয়া অর্থের পরিমাণ = ১৫০,০০০ টাকা; এবং
- কেন্দ্রিয় অফিসে টাকা ফেরত প্রদান = ১২০,০০০ টাকা।

নতুন কর্মীদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স

২০২১-২০২২ অর্থবছরের আয় ও ব্যয়ের হিসাব (টাকায়)

বিবরণ	আয়			ব্যয়			নীট মার্জিন
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	বিনিয়োগ/ কেন্দ্রিয় অফিসে প্রদান	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	বিনিয়োগ/ কেন্দ্রিয় অফিসে প্রদান	
আবাসন	১,৮৭২,২৭৫	১,৪৮২,২২৫	-৩৯০,০৫০	০০	০০	০০	+১,৪৪২,২২৫
ভেন্যু	৬৫২,৮০০	৬১২,৬২৫	-৪০,১৭৫	০০	০০	০০	+৬১২,৬২৫
খাদ্য	২,৪৩২,০০০	২,৩৫৪,৩০৮	-৭৭,৬৯২	১,১৪৪,০০০	১৪০,৯৬৪	-৩২৬,৯৯৪	+৮৮৩,৩৪৪
অন্যান্য	১২০,০০০	১২২,১৫৫	+২,১৫৫	-	৪,০৫৫	-৪,০৫৫ (ট্যাক্স বাবদ)	+১১৮,১০০
বেতন ও প্রশাসনিক খরচ	-	-	-	৩,৬০১,৭০০	৩,৪০৯,১৮০	+১৯২,৫২০	৩,৪০৯,১৮০
মোট	৫,০৭৭,০৭৫	৪৫৭১৩১৩	-৫০৫,৭৬২	৪,৭৪৫,৭০০	৪,৮৮৪,১৯৯	-১৩৮,৪৯৯	-৩১২,৮৮৬

কর্মসূচি সহায়ক অন্যান্য বিভাগসমূহ

সহায়ক কর্মসূচিসমূহ মূল কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই বিভাগসমূহের অভাবে মূল কর্মসূচি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা কঠিন। তাই সকল প্রতিষ্ঠানের মতো প্রশিকাতেও অনেকগুলো সহায়ক বিভাগ রয়েছে। নিম্নে সহায়ক বিভাগগুলো ও সেগুলোর সম্পাদিত কার্যাবলী এবং অর্জন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

মানবসম্পদ বিভাগ

সম্পাদিত কার্যক্রম

প্রশিকার মানবসম্পদ বিভাগ সাধারণত প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে থাকে, যার মধ্যে অফিসের কর্মী এবং ব্যবস্থাপকদের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। এই বিভাগটিকে কর্মীদের প্রোফাইল সংরক্ষণাগারের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে একটি 'ডাটাবেস' বা 'তথ্য ভান্ডার' বলা যেতে পারে। মানবসম্পদ বিভাগ সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি প্রধান বিভাগ। প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের ক্ষেত্রেও এই বিভাগের কাজ ব্যতিক্রম নয়। সংক্ষেপে এই বিভাগের কাজসমূহ হচ্ছে - প্রশিকায় কর্মীর চাহিদা নিরূপণ, নিয়োগ, বদলি, কর্মী প্রতিস্থাপন, অপসারণ, প্রণোদনা প্রদান ও সকল কর্মীর প্রোফাইল সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

মানবসম্পদ বিভাগের কর্মীবৃন্দ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে উন্নয়ন এলাকাগুলোতে ৫৮০ জন কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ৪২ জন পুরানো কর্মীকে নিয়মিত চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রিয় তথ্য ব্যবস্থাপনায় গত অর্থবছরে মোট কর্মী যুক্ত হয়েছে ৬২২ জন। নিয়োগ বাতিল, পদত্যাগ, অব্যাহতি, চুক্তির মেয়াদ শেষ ও বরখাস্তকৃত কর্মীর মোট সংখ্যা ৩০২ জন। বর্তমানে উন্নয়ন এলাকাসমূহে ও কেন্দ্রিয় অফিসসহ মোট কর্মী ২,১৬৯ জন।

নিম্নের সারণিগুলোতে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হলো

২০২১-২০২২ অর্থবছরে কর্মী সংক্রান্ত তথ্য

কর্মী নিয়োগ			অবসর ও অন্যান্য			নিয়োগ বাতিল, পদত্যাগ, অব্যাহতি, বরখাস্ত ও অন্যান্য			বর্তমান কর্মী সংখ্যা		
নারী	পুরুষ	মোট	নারী	পুরুষ	মোট	নারী	পুরুষ	মোট	নারী	পুরুষ	মোট
১৬২	৪১৮	৫৮০	১৮	২৪	৪২	৮৩	২১৯	৩০২	৭১৬	১,৪৫৩	২,১৬৯

বিঃ দ্রঃ ৪২ জন কর্মীকে চুক্তিভিত্তিক নিয়মিত কমী হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে । এদের মধ্যে নারী ১৪ জন ও পুরুষ ২৮ জন।

ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব প্রদান

সেন্ট্রাল ম্যানেজার		জোনাল ম্যানেজার		এরিয়া ম্যানেজার		ব্রাঞ্চ ম্যানেজার		মোট
নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	
১	৭	১	১৪	০৪	৩৩	১৭	৪৭	১২৪

কর্মী স্থায়ীকরণ

ডিডি	পিএম	এসপিও	পিও/সমমান		জেপিও/সমমান	এসএফও	এফও/সমমান	মোট
১	১	৪	৪	১০	২০	২২৪	২৭	২৮৭

মোট কর্মীর সংখ্যা

উন্নয়ন এলাকার কর্মী সংখ্যা			কেন্দ্রিয় অফিসে কর্মী সংখ্যা			প্রশিকা সীড ট্রাস্ট ও আইএএফ প্রকল্প		
নারী	পুরুষ	মোট	নারী	পুরুষ	মোট	নারী	পুরুষ	মোট
৬৯৩	১২৭৮	১৯৭১	১৯	১৩০	১৪৯	০৪	৪৫	৪৯

- - - - - - - - - -

তথ্য ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার বিভাগ

বিভাগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সহায়ক বিভাগগুলোর মধ্যে তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং কম্পিউটার বিভাগ প্রযুক্তি ভিত্তিক ডেটা বিশ্লেষণ, ফরমেট ডিজাইনিং, প্রোগ্রামিং এবং রিপোর্ট ডিজাইনিং এবং ডেটা স্টোরেজের মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপের তথ্য সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে। প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র দারিদ্র্য বিমোচন ও দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় সহায়তার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এসব কর্মসূচির সুষ্ঠ বাস্তবায়নে তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং কম্পিউটার বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কার্যকর ও দক্ষ পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং সমালোচনামূলক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজির কোনো বিকল্প নেই। এই বিভাগ প্রশিকার জন্য সেই লক্ষ্যেই কাজ করে আসছে।

তথ্য ব্যবস্থাপনা

এই বছর তথ্য ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার বিভাগ প্রশিকার উন্নয়ন কর্মসূচিকে শক্তিশালী করার জন্য তথ্য সহায়তার সাথে ব্যাপকভাবে জড়িত বিভিন্ন কার্যকর পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বেশ কয়েকটি নতুন তথ্য-ব্যবস্থা তৈরি করেছে ও সংস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে নতুন তথ্য প্রদানের জন্য বেশ কয়েকটি তথ্য ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন করা হয়েছে এবং এই বিভাগ সারা বছর ধরে সমস্ত ধরণের সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পাদন

বিভাগের কর্মীগণ

ফ্রন্টলাইন ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়নে ভূমিকা

প্রশিকার কাজ সুচারুরূপে সম্পাদনে এর সকল কাজ online ব্যবস্থাপনায় নিয়ে আসার জন্য এবং প্রশিকার কম্পিউটারাইজড এমআইএস-এ ব্যাপক অগ্রগতি অর্জনের জন্য এই বিভাগ নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করেছে।

- তথ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন;
- তথ্য ব্যবস্থা বাস্তবায়ন;
- হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়্যার সমর্থন;
- ডকুমেন্টেশন;
- এডিসি কম্পিউটারাইজেশন;
- তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ;
- ডেস্কটপ পাবলিশিং; এবং
- মানব সম্পদ উন্নয়ন।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য এই বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরূপ : ক্রেডিট এবং সঞ্চয়, অ্যাকাউন্টিং, মানবসম্পদ, প্রশাসন এবং উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ এবং কম্পিউটারাইজড সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য প্রোগ্রামের কর্মীদের দ্বারা গত বছরে একটি বিশাল ডেটা এন্ট্রি নেওয়াসহ আরো অনেক কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। এই প্রোগ্রামটি প্রশিকার সমস্ত বিভাগ এবং প্রোগ্রামগুলোর জন্য ডেস্কটপ প্রকাশনায় সম্পূর্ণ সহায়তা প্রদান করে। নতুন উন্নয়ন এলাকাগুলোসহ সকল উন্নয়ন এলাকার কম্পিউটারাইজেশন এখন এই বিভাগের কম্পিউটারাইজেশন প্রোগ্রামের অধীনে সম্পন্ন হচ্ছে। ৩০ জুন ২০২২ তারিখে মোট কম্পিউটারাইজড উন্নয়ন এলাকার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৯০টি।

বিভাগের কর্মরত কর্মীগণ

কর্মসূচি বাস্তবায়নে তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং কম্পিউটার বিভাগ গত আর্থিক বছরে (জুলাই'২১-জুন'২২) যে সকল কাজগুলো সম্পাদন করেছে সেগুলোর অগ্রগতির প্রতিবেদন নিম্নে দেওয়া হলো।

সফ্‌টওয়্যার সম্পর্কিত কাজসমূহ :

- কেন্দ্রিয় অফিস ও উন্নয়ন এলাকার মাসিক বেতনের সীট তৈরি;
- বেতন সিস্টেমে জুনিয়র ও সিনিয়র কর্মীদের বেতন আপডেট;
- বেতন সিস্টেমে মধু, তেল ও চাল বিক্রয়কৃত বাকি হওয়া টাকা কর্তনের ব্যবস্থা;
- উন্নয়ন এলাকার সিস্টেমগুলো যেমন - MBRS, Savings, Special Savings, Double Benefit, PLSS and Accounts Software - এর প্রয়োজনীয় সার্পেটি দেয়া হয়েছে;
- Savings Software -এ কয়েকটি প্রয়োজনীয় নতুন রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে;
- Any Desk ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অনেক প্রয়োজনীয় সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে উন্নয়ন এলাকার সময় ও অর্থের সাশ্রয় হয়েছে;
- উন্নয়ন এলাকার শাখা ভিত্তিক ডাটা এন্ট্রির ব্যবস্থা করা এবং শাখাভিত্তিক ডাটা এন্ট্রি করে তা মূল উন্নয়ন এলাকায় ডেটা আপডেট করার ব্যবস্থা করা;
- PLSS Software নতুন ভাবে তৈরি করা হয়েছে যা উন্নয়ন এলাকায় বর্তমানে কাজ চলছে;
- বেশ কিছু উন্নয়ন এলাকার ডেটা এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়েছে;
- গত আর্থিক বছর ৬১টি উন্নয়ন এলাকার ডেটা বিভাজন করে পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন এলাকা গঠন করা হয়েছে এবং এই ৬১টি উন্নয়ন এলাকার ডেটা পৃথক করে এলাকাভিত্তিক ডেটা তৈরি করা হয়েছে;
- অডিট এর কাজে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য উন্নয়ন এলাকা থেকে ডেটা এনে নতুন সফ্‌টওয়্যারে আপ-টু-ডেট করার ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- মানব সম্পদ বিভাগের - Personal Management System এর কয়েকটি নতুন রিপোর্ট তৈরি এবং তাদের যাবতীয় কাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা;
- ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত কর্মী কল্যাণ তহবিলের হিসাব আপ-টু- ডেট করা হয়েছে; এবং
- SEED কর্মসূচির বেতন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সার্পেটি দেওয়া হচ্ছে।

হার্ডওয়্যার সর্ম্পকিত কাজসমূহ:

- সকল উন্নয়ন এলাকার কম্পিউটার ও প্রিন্টারের সার্ভিসিং এর জন্য প্রয়োজনীয় সাপোর্ট দেয়া;
- উন্নয়ন এলাকা থেকে আগত MBRS, Savings, Accounts Software গুলোর ডাটা মাস ভিত্তিক সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে;
- প্রয়োজনে উন্নয়ন এলাকায় গিয়ে কম্পিউটার, প্রিন্টার, নেটওয়ার্কিং এর সাপোর্ট দেওয়া;
- কিছু সংখ্যক উন্নয়ন এলাকায় একাধিক কম্পিউটার থাকায় লোকাল নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে; এবং
- বর্তমান কেন্দ্রিয় অফিসের কম্পিউটার, প্রিন্টার লোকাল নেটওয়ার্কের আওতায় এনে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

ডকুমেন্টেশন সর্ম্পকিত কাজসমূহ:

- বিভিন্ন প্রোগ্রামের চিঠি-পত্র, ডকুমেন্ট, প্রতিবেদন, নীতিমালা ইত্যাদি ডকুমেন্টেশনের ক্ষেত্রে এই বিভাগ সহযোগিতা করে থাকে। বর্তমানে যে সমস্ত কাজ এই বিভাগ করছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল:
- কেন্দ্রিয় অফিসে কম্পিউটারের স্বল্পতা থাকা সত্বেও বিভিন্ন কর্মসূচির যাবতীয় ডকুমেন্টেশনের কাজ সম্পাদন করা;
- উন্নয়ন এলাকার মাসিক রিপোর্ট কেন্দ্রিয় অফিসে এন্ট্রি করা এবং তা থেকে চুড়ান্ত রিপোর্ট প্রতিবেদন আকারে তৈরি করার মাধ্যমে মাসিক মিটিংয়ে মাল্টিমিডিয়ায় উপস্থাপন করা;
- বিভিন্ন কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র কম্পোজ করা; এবং
- বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় চিঠি-পত্র অত্র বিভাগ থেকে কম্পোজ করা হয়।

- - - - - - - - - -

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ

নিরীক্ষা বিভাগ যেকোনো প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এটি প্রতিষ্ঠানের অর্থ/বাজেট ব্যবহার ও নীতিমালা নিয়ন্ত্রণের একটি ব্যবস্থাপনামূলক কাজ তদারকির বিভাগ। প্রশিকার উন্নয়ন এলাকার আর্থিক কার্যক্রম মনিটরিং ও অডিট পরিচালনার জন্য প্রশিকার এই বিভাগটি দায়িত্ব পালন করে। নিয়মিত মনিটরিং ও অডিট কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি সুষ্ঠভাবে নীতিমালা অনুসারে কাজ করার জন্য এই বিভাগ কাজ করে আসছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে মনিটরিং ও অডিট সম্পাদিত এলাকাসমূহ

যে সকল উন্নয়ন এলাকাগুলোতে মনিটরিং ও অডিট সম্পাদন করা হয়েছে সেগুলো হল ঃ সাটুরিয়া সদর, কামতা সাটুরিয়া, লৌহজং, দোহার, মুক্তাঙ্গন, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, মহানন্দা, টুঙ্গীবাড়ি, পদ্মা, রাণীনগর, নওগাঁ, গোদাগাড়ী, রাজবাড়িহাট, ভোলাহাট, সীমান্ত, শ্রীনগর, শিমপাড়া, বাবুগঞ্জ, বরিশাল, ফটিকছড়ি, বিবিরহাট, ঘিওর, সাজিরহাট, ডাবলমুড়িং, বাঁশখালী, উপকূল, আশুলিয়া, ফরিদপুর (পাবনা), চলনবিল (পশ্চিম), সিংড়া, মধুপুর, ঘাটাইল, টঙ্গী, মধুমতি, তুরাগ, শিবগঞ্জ চাঁপাই, গোমস্তাপুর, নাটোর ও বড়াইগ্রাম।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের অর্জন

এ বছর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬০ টি উন্নয়ন এলাকায় মনিটরিং ও অডিট করা। কোভিড-১৯ এর প্রভাবের কারণে ৩৯ টি উন্নয়ন এলাকায় মনিটরিং ও অডিট কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। মনিটরিং ও অডিট করার পর এই বিভাগের পক্ষ থেকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে নানা ধরণের সুপারিশ ও প্রস্তাবনা প্রদান করেছে। এর মধ্যে কয়েকটি প্রধান প্রধান সুপারিশ উল্লেখ করা হল:

ক) শাখা ব্যবস্থাপকদের হিসাব ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা; খ) হিসাব সংক্রান্ত ছোট-খাটো বিচ্যুতি সাথে সাথে সংশোধন করা; গ) উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রদান করা; ঘ) নষ্ট ও অপ্রয়োজনীয় উপকরণ রাইটঅফ করা; এবং ঙ) সকল উন্নয়ন এলাকায় ব্যবহৃত ফরমেটগুলো সমরূপ করা।

বিভাগের কর্মীগণ

বিশেষ তদন্ত বা হিসাব সংক্রান্ত কাজ

মাসের নাম	উন্নয়ন এলাকা/ অন্যান্য অফিস	কাজের ধরণ
আগস্ট '২১	ধানীসাফা (মঠবাড়িয়া)	আর্থিক অনিয়মের বিশেষ তদন্ত
সেপ্টেম্বর '২১	হরিরামপুর	কর্মী ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষ তদন্ত
নভেম্বর '২১	সাতকানিয়া সমন্বিত কৃষি খামার	আর্থিক কার্যক্রমের মূল্যায়ন
ফেব্রুয়ারি '২২	ঝিটকা	হিসাব সংক্রান্ত কাজে সহযোগিতা
মার্চ '২২	নিমতলী	আর্থিক অনিয়ম ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তদন্ত
এপ্রিল '২২	হরিরামপুর	হিসাব ও মামলা সংক্রান্ত কাজে সহযোগিতা
মে '২২	কার্প হ্যাচারী (রংপুর)	হিসাব সংক্রান্ত কাজে সহযোগিতা

এস্টেট এবং স্টোর বিভাগ

ভূমিকা

প্রশিকার অনেকগুলো নিজস্ব অফিস ভবনসহ জমি ও স্থাপনা আছে। এগুলোর অব্যবহৃত জায়গা ও পুকুর লীজ দেয়াসহ দোকান নির্মাণ এবং অফিস সংস্কার করতে হয়। অনেকগুলো স্থাপনা ভাড়া ও লীজ দিয়ে আয় করা হয়। এই বিভাগের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা ও কর্মীগণ পরিকল্পনা অনুযায়ী এইগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এই বিভাগের কার্যক্রমগুলোর মধ্যে কোনো কোনো স্থানে নিজস্ব উদ্যোগে মাছ চাষ, গাছ রোপন ও গাছ বিক্রি, জমি লীজ দেওয়া, ফল-সব্জি উৎপাদন ও বিক্রি, ইত্যাদি করা হয়। এর সাথে স্টোর পরিচালনাও সুচারুভাবে করা হয়।

প্রশিকার নিজস্ব সম্পদ

প্রশিকার কেন্দ্রিয় অফিস, সমন্বিত কৃষি খামার, হ্যাচারী, কেন্দ্রিয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৬৫ টি উন্নয়ন এলাকায় নিজস্ব জমি ও স্থাপনার সবগুলো স্থাপনা উৎপাদনশীল ও আয় মূলক ইউনিট। জমির পরিমান হিসাবে (১) উন্নয়ন এলাকাসমূহে মোট জমির পরিমান ৫৫.৩৬ একর (২) কেন্দ্রিয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৈট্টা, মানিকগঞ্জ ৩২.০০ একর (৩) কেন্দ্রিয় অফিস, ঢাকা ০০.৪৬ একর (৪) সমন্বিত কৃষি খামার, রংপুর ৩৮.০০ একর (৫) কার্প হ্যাচারী, মিঠাপুকুর, রংপুর ০৭.৯৮ একর (৬) সমন্বিত কৃষি খামার, ফুলতলা, খুলনা ০৫.৯১ একর (৭) সমন্বিত কৃষি খামার, শিরোমনি, খুলনা ০৫.৯১ একর (৮) সমন্বিত কৃষি খামার, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম ১৯.০৬ একর। প্রশিকার সর্বমোট জমির পরিমান ১৬৪.৩৮১ একর। এ স্থাপনাগুলো প্রশিকার আয় বৃদ্ধি এবং দক্ষ জনবলের কর্মসংস্থানের যোগান দেয়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং এগুলোর রক্ষানাবেক্ষণ এই বিভাগটি দ্বারা পরিচালিত হয়।

বিভাগের কর্মীগণ

২০২১-২০২২ অর্থবছরের অর্জনের সংখ্যাগত তথ্য

বিবরণ	পরিকল্পনা (২০২১-২০২২)	অর্জন (২০২১-২০২২)	অর্জনের হার %	পরিকল্পনা (২০২২-২০২৩)
অফিস ভাড়া	৪,০৯৯,৮০০	২,৮৫১,০০০	৮১%	৪,০৯৯,৮০০
দোকান ভাড়া	৭৯৯,০০০	৬০২,০০০	৭৫%	৫৫৭,৬০০
পুকুর লীজ/ মাছ বিক্রয়	২০০,০০০	১২০,০০০	৬০%	১২৮,০০০
গাছ বিক্রয়	২৯৫,০০০	২৩০,০০০	৭৮%	১৪০,০০০
জমি লীজ	২৮,০০০	৪০,০০০	১৪৩%	৪৮,০০০
ফল/সবজি বিক্রয়	১৯০,০০০	১২০,১০০	৬৩%	২১৫,৩০০
অন্যান্য	১০০,৭০০	১৫০,০০০	১৪৯%	৪২,০০০
মোট	**৫,১৩১,৫০০**	**৪,১১৩,১০০**	**৮০%**	**৫,২৩০,৭০০**

সাধারণ প্রশাসন বিভাগ

সাধারণ প্রশাসন বিভাগ কেন্দ্রিয় অফিসের কেন্দ্রবিন্দু। এই বিভাগ নিত্যদিনের চাহিদা নিরূপণ, অফিস ব্যবস্থাপনা, কর্মী ব্যবস্থাপনার কাজের অংশবিশেষ ও কর্মসূচি আয়োজনের সুবন্দোবস্ত করা, বিভিন্ন বিভাগের প্রয়োজনীয় চাহিদার যোগান দেওয়া, অতিথিদের সাথে যোগাযোগ, প্রকাশনা সংস্থার সাথে যোগাযোগ, কেন্দ্রিয় অফিসের ডাইনিং ব্যবস্থাপনা, কর্মীদের ছুটি, কর্মীদের ভ্রমণসূচি, কর্মশালা, মাসিক সভা, বার্ষিক কর্মশালা আয়োজনের ব্যবস্থা, চেয়ার-টেবিল, ইলেকটনিঙ যন্ত্রপাতি মেরামত, অফিসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ অন্যান্য অনেক কাজ বাস্তবায়ন করে।

বিভাগের কর্মীগণ

নিয়মিত কাজের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল :

- কেন্দ্রিয় কার্যালয়ের কর্মী হাজিরার রেজিষ্টার তৈরি, প্রতিদিন কর্মীদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি চেক করা;
- কর্মীদের অনুমোদিত ভ্রমণসূচি ও ছুটির আবেদন হাজিরা খাতায় লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করা ;
- ডেসপাস, ডাইনিং ও ফটোকপি সেকশন পরিচালনা করা;
- কেন্দ্রিয় অফিসের জন্য বিভিন্ন উপকরণ ক্রয়, বণ্টন ও সংরক্ষণ করা;
- অফিস মেইন্টেন্সের যাবতীয় কাজ, যেমন- ইলেকট্রিক সরঞ্জমাদি, স্যানিটারি দ্রব্যাদি, পানির ফিল্টার মেরামত
- ও পরিবর্তন করা;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা;
- কেন্দ্রিয় কার্যালয়ের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করা ও আগত অতিথিদের আপ্যায়নে ও কাজে সহায়তা করা;
- মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা বিষয়ক বার্ষিক কর্মশালার আয়োজনের ব্যবস্থা করা;
- কেন্দ্রিয় কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন মিটিং-এর আয়োজন ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা;
- দৈনন্দিন অফিস পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কাজের তদারকি করা;
- উন্নয়ন এলাকার কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে মানবসম্পদ বিভাগকে সহায়তা করা;
- বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অফিসে যোগাযোগ ও চিঠিপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক বই প্রকাশের ব্যাবস্থা করা;
- প্রশিকার বার্ষিক ক্যালেন্ডার, ডায়েরি, বার্ষিক কর্মসূচির প্রতিবেদন, ইত্যাদি বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ
- প্রশিকার বিভিন্ন উন্নয়ন এলাকায় সরবরাহের ব্যবস্থা করা; এবং
- প্রশিকা কেন্দ্রিয় অফিসের স্টোরের যাবতীয় মালামাল সুষ্ঠভাবে সংরক্ষণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগ

কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগ প্রশিকার বিভিন্ন কর্মসূচি ও উন্নয়ন এলাকা থেকে তথ্যসংগ্রহ, তথ্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ এবং সেসব তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে আন্তঃসাংগঠনিক যোগাযোগ এবং বৃহত্তর সাংগঠনিক সমন্বয় গড়ে তুলতে সংস্থাকে সহায়তা করে। এই বিভাগ নিয়মিতভাবে সংস্থার বার্ষিক ও অর্ধ-বার্ষিক, ত্রৈমাসিক, মাসিক প্রতিবেদন, বার্ষিক ডায়েরি, প্রশিকা ব্রশিউর, নিউজলেটার (ইংরেজি ও বাংলায়) তৈরি ও প্রকাশ করে এবং প্রশিকার ওয়েবসাইট রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করে। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থা, দাতা গোষ্ঠী, উন্নয়ন সহযোগি এবং দেশ-বিদেশের গবেষকদের প্রশিকা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করার দায়িত্ব এই বিভাগ পালন করে। প্রশিকার অভ্যন্তরীণ তথ্য ও সংবাদ বিনিময়ে অন্যতম বাহনও এই বিভাগ। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য এই বিভাগ কাজ করে। প্রোফেশনাল মিডিয়া Linkedin-এ Proshika Manobik Unnayan Kendra (প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র) নামে একটি পেইজ ওপেন করা হয়েছে যা এই বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং প্রশিকা সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক তথ্য নিয়মিতভাবে প্রচারের মাধ্যমে লিংকটি পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের অন্যতম একটি কাজ হলো এই সংস্থার বিভিন্ন প্রতিবেদনসমূহের প্রুফ দেখা ও সম্পাদনা করা।

২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসূচি প্রতিবেদন, বার্ষিক ক্যালেন্ডার, এক নজরে প্রশিকা নামে ব্রশিউর ও ডায়েরি ছাপানো ও অন্যান্য নির্ধারিত সকল কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। প্রশিকার কর্মী ও দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাঝে এগুলো বিতরণ করা হয়েছে।

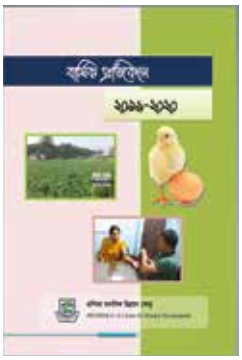

অর্থ ও হিসাব বিভাগ

সব কর্মসূচির শেষে থাকে পরিকল্পিত ও সামগ্রিক বাজেট ও সেই বাজেট অনুযায়ী কর্মসূচি পরিচালনার কাজ। সংস্থার সকল কার্যক্রমের বাজেট বরাদ্দ করা ও বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের হিসাব, আয়মূলক কার্যক্রমের লাভ-ক্ষতির হিসাব, দৈনন্দিন ব্যয়ের হিসাব, ব্যাংকের সাথে লেনদেন ব্যবস্থাপনার প্রতিদিনের হিসাব রাখাসহ আরও অসংখ্য কাজ **হিসাব বিভাগ** কর্তৃক সম্পন্ন হয়।

অর্থ ও হিসাব বিভাগ দক্ষ, কর্মঠ কর্মী ও ব্যবস্থাপকের আন্তরিক সমন্বয়ে গঠিত। এটি দক্ষতার নিরীখে সমৃদ্ধ একটি বিভাগ। তারা কেন্দ্রিয় অফিসের দৈনন্দিন হিসাব, ব্যাংকিং লেনদেন ও হিসাবরক্ষণের কাজ সম্পন্ন করেন। এই বিভাগ উন্নয়ন এলাকা থেকে প্রতিমাসে কর্মসূচি বাস্তবায়ন, আয় ও ব্যয়ের যে প্রতিবেদন আসে সেগুলো সংকলন, বিশ্লেষণ, ত্রুটি সংশোধন, হিসাব শুদ্ধকরণ, নিত্যদিনের অফিস খরচ, কর্মসূচিসমূহের খরচ, বেতন-ভাতা, কর্মী কল্যাণ তহবিলের হিসাব, কর্মীদের বার্ষিক আয়কর হিসাব ও সনদপত্র প্রদানের পাশাপাশি কর্মীদের পাওনা টাকা পরিশোধের কাজসহ হিসাবরক্ষণের যাবতীয় কাজ বাস্তবায়ন করে। এছাড়া এই বিভাগের কর্মীগণ হিসাব বইতে হিসাব লিখে রাখা, ভাউচার রক্ষণাবেক্ষণ এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে সকল গুরুত্বপূর্ণ হিসাবের কাজ করেন। তারা মাসিক আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করেন এবং সেটি মাসিক কর্মসূচি অগ্রগতির মুল্যায়ন সভায় উপস্থাপন করা হয়। এই বিভাগ মাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক হিসাব সংকলন করে। এই বিভাগের প্রধান হলেন প্রশিকার সিএফও। তার নির্দেশনা ও পরামর্শে এই বিভাগের কাজ পরিচালিত হয়।

বিভাগের কর্মীগণ

বিভাগের কর্মীগণ

প্রশিকা কর্মীকল্যাণ তহবিল বিভাগ

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের ভবিষ্যত আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কর্মী কল্যাণমূলক অনেক কার্যক্রম থাকে। মানুষ কাজ করে চাকরি জীবনে ভালোভাবে জীবন-যাপন ও ভবিষ্যতে চাকরি শেষ হওয়ার পর যাতে নিরাপদ জীবন কাটাতে পারে তার জন্য। আর এই জন্য ভবিষ্যতনিধি হিসাবে একটি তহবিল গঠন করা হয়। প্রতিষ্ঠানের ধরণ অনুসারে এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। সাধারণত যেসব প্রতিষ্ঠান মানবিক কল্যাণমূলক আদর্শের ভিত্তিতে কাজ করে তারা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কর্মীদের বিভিন্ন ধরণের আর্থিক যোগান ও বিপদে-আপদে সহায়তা প্রদান করে থাকে। তারা কর্মীদের শ্রম ও দক্ষতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদানের পাশাপাশি তাদের জীবনের সাচ্ছন্দের প্রতিও গুরুত্বারোপ করে।

বাংলাদেশের বড় বড় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মতো প্রশিকাও কর্মীদের ভবিষ্যত নিরাপত্তার জন্য কর্মীকল্যাণ তহবিল গঠন করেছে এবং এটি পরিচালনার জন্য একটি বিভাগও গঠন করা হয়েছে। তার মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা, কর্মীদের বিভিন্নখাতে ঋণদান, শিক্ষাবৃত্তি, বীমা, ক্রেডিট ইউনিয়ন ও ভবিষ্যতনিধি প্রদান করে। কর্মী ও ব্যবস্থাপকগণ চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পরে কিম্বা অবসর গ্রহণের পরে কর্মীকল্যাণ তহবিলে তাদের কাছ থেকে কেটে রাখা অর্থের সাথে প্রশিকার তহবিল থেকে একটি বড় পরিমান অর্থ যোগ করে তাদেরকে পরিশোধ করা হয়। কর্মীদের তহবিলের অর্থ যাতে সুষ্ঠভাবে এবং কোনোরকম অনিয়ম ছাড়া তাদেরকে প্রদান করা সম্ভব হয় সেইজন্য এই বিভাগটি গঠন করা হয়েছে। এই বিভাগটি একজন উপপরিচালকের অধীনে পরিচালিত হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট দুই কোটি আঠাশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার দুইশ' পঞ্চাশ টাকা (২২,৮১৪,২৫০ টাকা) কর্মীকল্যাণ তহবিল থেকে কর্মীদের প্রদান করা হয়েছে।

কর্মীকল্যাণ তহবিল এর বিভাগ প্রধান

প্রকল্পসমূহ

টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ বন বিভাগ (বিএফডি), আইডিএ এবং জিওবি'র আর্থিক সহায়তায় জুলাই, ২০১৮ সাল থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রশিকা "টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প" বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার উন্নতি করা এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলে (উপকূলীয় ভোলা এবং উপকূলীয় পটুয়াখালী) বন নির্ভরশীল সম্প্রদায়ের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা। বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নতি এবং বন সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, বন নির্ভর সম্প্রদায়ের বিকল্প জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে বনজ সম্পদের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্ভরতা হ্রাস এবং বনের বাইরে বনায়নের জন্য পরিবেশের উন্নতি করা এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। সুফল প্রকল্পটি বেশ কয়েকটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে যা এই চারটি উপাদানগুলোর অধীনেই রয়েছে।

সুফল প্রকল্পের দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ছাদ বাগান সম্প্রসারণ প্রকল্প

ঢাকায় খাদ্য ব্যবস্থার মডেলিং, পরিকল্পনা এবং উন্নতির লক্ষ্যে 'উন্নত পুষ্টি'র জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন এরিয়াসহ চারটি সিটি কর্পোরেশনে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক (ঋঅঙ) সংস্থার অর্থায়নে ছাদবাগান সম্প্রসারণ প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পটি প্রশিকা ঋঅঙ-এর সাথে যৌথভাবে পরিচালনা করছে। শহরাঞ্চলে তাজা শাক-সবজির চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে ছাদ বাগানে শাক-সবজি ও ফলমূল উৎপাদনে নগরবাসীদের আর্থিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উন্নত পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রশিকা জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থার (ঋঅঙ) আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পটি ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, নারায়নগঞ্জ এবং গাজীপুর সিটির আওতাধীন এলাকায় বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি নির্দেশিকা তৈরি করাসহ প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্যগুলো হলো সরকারের জন্য নীতিনির্দেশিকা তৈরি করা যা পরবর্তীতে ছাদবাগান সঠিকভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা করতে পারে এবং শহরাঞ্চলের বৃহত্তর জনগোষ্টির জন্য নিরাপদ, পুষ্টিমান সম্পন্ন ফল ও সবজি উৎপাদনে সহযোগিতা প্রদান করা।

ছাদ বাগান প্রকল্প

নগর বাগান প্রকল্প

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর আর্থিক সহায়তায় ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ এবং নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পাচঁ হাজার নগর বাগান স্থাপনের একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে প্রশিকা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিকা আগামী আটমাসে চার সিটি কর্পোরেশনে পাঁচ হাজার উপকারভোগী নির্বাচন করে তাদের কারিগরি ও লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করবে। এরপর সিটি কর্পোরেশনগুলোর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে ২৫০ জন কমিউনিটি প্রশিক্ষক নির্বাচিত করে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। এই প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষকগণ পরবর্তীতে পাঁচ হাজার উপকারভোগীকে নগর বাগান বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দিবে। পুরো প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবেন নিজ নিজ ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং স্থানীয় কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, ভালোমানের বীজ, সার, কীটনাশক, জিও ব্যাগ, কোদাল পানির পাত্র ইত্যাদির আয়োজন ও সরবরাহ করা।

নগর বাগান প্রকল্প

বার্ষিক বাজেট অধিবেশন ২০২২-২৩ এর কিছু স্থিরচিত্র

প্রশিকার ২০২২-২০২৩ এর বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

প্রশিকার ২০২২-২০২৩ এর বাজেট অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় এমপি মমতাজ বেগম।

মাননীয় এমপি মমতাজ বেগমকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন প্রশিকা চেয়ারম্যান রোকেয়া ইসলাম ও প্রধান নির্বাহী সিরাজুল ইসলাম।

প্রশিকার ২০২২-২০২৩ এর বাজেট অধিবেশনে এনজিও ব্যুরোর মহাব্যবস্থাপক তরিকুল ইসলাম প্রশিকা কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন।

প্রশিকার ২০২২-২০২৩ এর বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

প্রশিকার ২০২২-২০২৩ এর বাজেট অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় এমপি মমতাজ বেগম।

মহান বিজয় দিবসে শহীদদের প্রতি সম্মান জানাতে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন প্রশিকার চেয়ারম্যান, প্রধান নির্বাহী, উপপ্রধান নির্বাহী ও সর্বস্তরের কর্মীগণ ।

বিজয় র‍্যালী

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনকের মাজারে প্রশিকার পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন প্রশিকার চেয়ারম্যান, উপপ্রধান নির্বাহী, সিএফও, পরিচালক এবং কর্মীগণ।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত নবায়নকৃত সনদ প্রধান নির্বাহী মহোদয়ের কাছে হস্তান্তর

Mahfel Huq & Co.
Chartered Accountants
The first registered accounting firm in independent Bangladesh
Estd. 1974
An independent member firm of AGN International

BGIC Tower (4th Floor)
34, Topkhana Road
Dhaka-1000, Bangladesh
Tel: +88-02-223351948, 223383143
Fax: +88-02-9571005
E-mail : info@mahfelhuq.com
Web: www.mahfelhuq.com

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
To the Governing Body of
Proshika Manobik Unnayan Kendra

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of **'Micro-Credit & Saving Services (MCSS)'** a program of **Proshika Manobik Unnayan Kendra** which comprise the statement of financial position as at 30 June 2022, and Statement of Income and Expenditure and Statement of Cash Flows and Statement of Receipts and Payments for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statement give a true and fair view of the financial position as at 30 June 2022, and its financial performance and its receipts and payments for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs).

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the NGO in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code and the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) Bye Laws. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matters

We draw users' attention to the following facts on the financial statements;

1. Note 8.00 (Investment in FDR) amounting Tk. 1,542,750 in the statements of financial position, which is being carrying forward for long time.

2. Note 11.00 (Accounts Receivables) amounting Tk. 19,560,127 in the statements of financial position, which is being carrying forward for long time.

3. Note 15.00 (Loan from PKSF) amounting Tk. 752,166,647 in the statements of financial position, which is being carrying forward for long time.

4. Note 16.00 (Long Term Loan from Others) amounting Tk. 204,238,694 in the statements of financial position, which is being carrying forward for long time.

Mahfel Huq & Co.
Chartered Accountants
The first registered accounting firm in independent Bangladesh
Estd. 1974
An independent member firm of AGN International

BGIC Tower (4th Floor)
34, Topkhana Road
Dhaka-1000, Bangladesh
Tel: +88-02-223351948, 223383143
Fax: +88-02-9571005
E-mail : info@mahfelhuq.com
Web: www.mahfelhuq.com

5. Note 17.00 (Loan from BKB (IFAD)) amounting Tk.618,307 in the statements of financial position, which is being carrying forward for long time.

6. Note 22.00 (Interest on Loan Payable) amounting Tk.141,676,586 in the statements of financial position, which is being carrying forward for long time.

Our opinion is not qualified in respect of those matters.

Responsibilities of management and those charged with government for the financial statements.

Management is responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view in accordance with International Financial Reporting Standard (IFRSs) and other applicable laws and regulations and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement whether due to fraud or error. In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. Those charged with governance are responsible for overseeing the entity's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of the audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that an appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

Mahfel Huq & Co.
Chartered Accountants
The first registered accounting firm in independent Bangladesh

An independent member firm of AGN International

BGIC Tower (4th Floor)
34, Topkhana Road
Dhaka-1000, Bangladesh
Tel: +88-02-223351948, 223383143
Fax: +88-02-9571005
E-mail : info@mahfelhuq.com
Web: www.mahfelhuq.com

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statement, including the disclosures, and whether the financial statement represents the underlying transitions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Md. Abdus Satter Sarkar, FCA
ICAB Enrollment No. 1522
For and on behalf of
Mahfel Huq & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. P-46323
DVC: 2304251522AS370038

Place: Dhaka
Date: 24 April 2023

PROSHIKA MANOBIK UNNAYAN KENDRA
MICROCREDIT & SAVING SERVICES (MCSS)
Statement of Financial Position
As at June 30, 2022

Particulars	Note	Amount in BDT.	
		30-Jun-22	30-Jun-21
Assets:			
Non-Current Assets:			
Property, Plant & Equipment	7.00	1,118,571,861	1,113,647,257
Investment in FDR	8.00	1,542,750	1,542,750
Total Non-Current Assets:		**1,120,114,611**	**1,115,190,007**
Current Assets:			
Loan to Group Members	9.00	8,315,199,217	5,057,536,622
Loan to other - Short Term	10.00	108,029,832	89,232,253
Accounts Receivables	11.00	60,309,550	19,560,127
Advance, Deposits & Prepayments	12.00	420,488,100	463,418,516
Cash & Cash Equivalents	13.00	41,316,830	92,656,090
Total Current Assets		**8,945,343,530**	**5,722,403,608**
Total Assets		**10,065,458,141**	**6,837,593,616**
Fund and Liabilites:			
Fund:			
Capital Fund	14.00	(919,682,263)	(1,038,428,502)
Total Fund		**(919,682,263)**	**(1,038,428,502)**
Non-Current Liabilities			
Loan From PKSF	15.00	752,166,647	752,166,647
Long Term Loan From Others	16.00	204,238,694	204,238,694
Loan From BKB (IFAD)	17.00	618,307	618,307
Total Non-Current Liabilities		**957,023,648**	**957,023,648**
Current Liabilities:			
Member Savings Deposits	18.00	7,669,378,029	5,112,150,198
Accounts Payable	19.00	149,067,023	16,295,416
Loan loss Provision	20.00	165,936,840	99,936,840
Payable to SWF	21.00	567,115,253	586,395,633
Interest on Loan Payable	22.00	141,676,586	141,676,586
Loans and Liabilites	23.00	551,250,602	301,037,403
Miscellaneous & Other Deposit	24.00	280,256,030	274,297,241
Compensation Fund	25.00	181,305,080	161,372,955
Loan Insurance Fund	26.00	321,664,655	225,836,198
Provision for Income Tax	27.00	466,660	
Total Liabilities:		**10,028,116,757**	**6,918,998,470**

Particulars	Note	Amount in BDT.	
		30-Jun-22	30-Jun-21
Total Liabilities		**10,985,140,405**	**7,876,022,118**
Total Capital Fund & Liabilities		**10,065,458,141**	**6,837,593,616**

The annexed notes from the integral part of these financial statements.

Chief Executive

Chief Financial Officer

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Md. Abdus Satter Sarkar, FCA
ICAB Enrollment No. 1522
For and on behalf of
Mahfel Huq& Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. P-46323
DVC: 2304251522AS370038

Place: Dhaka
Date: 24 APR 2023

PROSHIKA MANOBIK UNNAYAN KENDRA
MICROCREDIT & SAVING SERVICES (MCSS)
Statement of Income and Expenditure
For the year ended June 30, 2022

Particulars	Notes	Amounts in BDT.	
		30-Jun-22	30-Jun-21
Income:			
Service Charge on Loan	29.00	1,346,463,312	797,688,224
Bank Interest		844,128	995,203
Sales of Project Form	30.00	2,026,800	1,329,805
Sale of Pass Book	31.00	1,618,666	1,239,372
Others	32.00	711,404	881,738
Total Income		**1,351,664,310**	**802,134,342**
Expenditure:			
Interest on Member's Savings		468,597,494	213,059,508
Salaries and Allowances	41.00	576,146,868	461,524,575
Incentive to Staff	42.00	23,033,222	15,229,072
Office Rent		2,071,700	977,850
Printing and Stationary	43.00	3,294,766	864,836
Travel Transport		44,423,869	35,366,008
Travel Perdium		2,390,775	1,499,930
Telephone and Postage	44.00	4,561,402	3,167,356
Repair and Renewals		2,265,811	3,082,104
Office Maintenance	45.00	3,568,887	2,930,389
Fuel Cost		-	45,000
Gas and Electricity		59,140	28,925
Hospitality		4,894,441	3,417,952
Audit Fees		115,000	137,000
Land Rate & Taxes		146,940	809,400
Newspaper and Periodicals		360,273	297,455
Bank Charge		1,400,441	889,389
Training Expense	46.00	1,504,949	745,013
Vechicle Maintenance	47.00	40,500	171,700
Registration Fee		365,460	350,175
Utilities		4,761,202	3,002,647
Advertisement		53,822	27,174
Covid-19-Relief Distribution		1,661,829	2,068,833
Other Operating Expenses		7,944,964	1,705,777
Loan Loss Provision		66,000,000	35,000,000
Depriciation		12,787,657	7,314,612
Total Expenditure		**1,232,451,412**	**793,712,680**

Particulars	Notes	Amounts in BDT.	
		30-Jun-22	30-Jun-21
Comprehensive Income/(Loss) before tax		**119,212,898**	**8,421,662**
Provision For Income Tax		466,660	
Comprehensive Income/(Loss) after tax		118,746,239	
Grand Total		**1,351,664,310**	**802,134,342**

The annexed notes from the integral part of these financial statements.

Chief Executive

Chief Financial Officer

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Md. Abdus Satter Sarkar, FCA
ICAB Enrollment No. 1522
For and on behalf of
Mahfel Huq& Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. P-46323
DVC: 2304251522AS370038

Place: Dhaka
Date: 24 APR 2023

PROSHIKA MANOBIK UNNAYAN KENDRA
MICROCREDIT & SAVING SERVICES (MCSS)
Statement of Receipts and Payments
For the year ended June 30, 2022

Particulars	Notes	Amount in BDT.	
		30-Jun-22	30-Jun-21
Opening Balance			
Cash in Hand		7,806,472	1,880,077
Cash at Bank		84,849,618	58,586,363
Sub-Total		**92,656,090**	**60,466,440**
Receipts			
Current Account	28.00	132,198,321	5,459,842
Service Charge on Loan	29.00	1,346,463,312	797,688,224
Bank Interest		844,128	995,203
Sale of Project Form	30.00	2,026,800	1,329,805
Sale of Pass Book	31.00	1,618,666	1,239,372
Others Income	32.00	711,403	881,738
Loan Realisation		9,893,723,598	5,672,199,850
Loan Insurance Premium		99,356,652	61,129,165
Savings Deposits	33.00	4,361,352,071	2,799,080,631
Advance Received	34.00	13,843,943	14,164,599
Loan & Liabilities	35.00	250,213,199	61,072,102
Miscellaneous & Other Deposit	36.00	5,958,789	1,684,283
Payable to SWF	37.00	5,486,595	5,747,442
Accounts Payable	38.00	1,560,231	5,245,202
Sub- Total		**16,115,357,707**	**9,427,917,458**
Total Receipts		**16,208,013,797**	**9,488,383,898**
Payments			
Loan Disbursement		13,151,386,193	7,315,100,587
Savings Withdrawal	39.00	1,977,007,520	1,278,233,574
Dividend to Group Savings	40.00	270,800,481	108,042,233
Salaries & Allowance	41.00	576,146,868	461,524,575
Incentive to Staff	42.00	23,033,222	15,229,072
Office Rent		2,071,700	977,850
Printing and Stationary	43.00	3,294,766	864,836
Travel Transport		44,423,869	35,366,008
Travel Perdium		2,390,775	1,499,930
Telephone and Postage	44.00	4,561,402	3,167,356

Particulars	Notes	Amount in BDT.	
		30-Jun-22	30-Jun-21
Repair and Renewals		2,265,811	3,082,104
Office Maintenance	45.00	3,568,887	2,930,389
Fuel Cost		-	45,000
Gas and Electricity		59,140	28,925
Hospitality		4,894,441	3,417,952
Advertisement		53,822	27,174
Newspaper and Periodicals		360,273	297,455
Bank Charge		1,400,441	889,389
Audit Fees		115,000	137,000
Land Rate & Taxes		146,940	809,400
Training Expense	46.00	1,504,949	745,013
Vehicle Maintenance	47.00	40,500	171,700
Registration Fee		365,460	350,175
Compensation Paid	48.00	8,509,802	10,478,084
Utilities		4,761,202	3,002,647
Covid 19 Relief Distribution		1,661,829	2,068,833
Other Operating Expenses	49.00	7,944,964	1,705,777
Advance Paid	50.00	7,561,920	7,859,578
Loan to other - Short Term	51.00	18,797,579	14,387,529
Payable to SWF	52.00	24,766,975	11,831,557
Accounts Payable	53.00	4,185,027	21,539,361
Current Account	28.00	902,948	79,838,033
		16,148,984,706	**9,385,649,096**
Capital Expenditure			
Office Building		1,479,047	82,825
Furniture, Fixture & Furnishing	54.00	9,196,153	6,055,850
Office Equipment	55.00	5,237,326	3,940,036
Land Development		1,799,735	
		17,712,261	**10,078,711**
Total		**16,166,696,967**	**9,395,727,807**
Closing Balance			
Cash In Hand		6,424,377	7,806,472
Cash At Bank		34,892,453	84,849,618
Total		**41,316,830**	**92,656,090**
Grant Total		**16,208,013,797**	**9,488,383,898**

Particulars	Notes	Amount in BDT.	
		30-Jun-22	30-Jun-21

The annexed notes from the integral part of these financial statements.

Chief Executive

Chief Financial Officer

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Md. Abdus Satter Sarkar, FCA
ICAB Enrollment No. 1522
For and on behalf of
Mahfel Huq& Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. P-46323
DVC: 2304251522AS370038

Place: Dhaka
Date: 24 APR 2023

PROSHIKA MANOBIK UNNAYAN KENDRA
MICROCREDIT & SAVING SERVICES (MCSS)
Statement of Cash Flows
For the year ended June 30, 2022

Particulars	Amounts in BDT.	
	30-Jun-22	30-Jun-21
A. Cash Flow From Operating Activities		
Exess (Deficit) of Income over Expenditure	119,212,898	8,421,663
Add: Amount considered as non-cash items	-	-
Depreciation	12,787,657	7,314,612
Loan loss Provision	66,000,000	35,000,000
Sub-Total	**198,000,555**	**50,736,275**
Outstanding Loan to Groups	(3,257,662,595)	(1,642,900,737)
Increase/Decrease net current assets		
(Increase)/Decrease Other Loan - Short Term	(18,797,579)	(13,673,590)
(Increase)/Decrease Account Receivables	(40,749,423)	-
Increase/(Decrease) Advance, Deposits & Prepayments	42,930,415	(68,073,171)
Increase/Decrease net current Liabilities		
Increase/(Decrease) Accounts Payable	132,771,606	(16,294,159)
(Increase)/Decrease Payable to SWF	(19,280,380)	(6,084,115)
(Increase)/Decrease Loans and Liabilities	250,213,199	57,427,332
(Increase)/Decrease Misc & Other Deposit	5,958,789	1,684,283
	(2,904,615,968)	**(1,687,914,157)**
Total Cash Flow From Operating Activities	**(2,706,615,413)**	**(1,637,177,882)**
B. Cash Flow From Investing Activities		
Acquisition of property Plant and Equipment	(17,712,261)	(10,078,711)
Net Cash used in Investing Activities	**(17,712,261)**	**(10,078,711)**
C. Cash Flow From Financing Activities		
Loan From PKSF	-	-
Long Term Loan From Others	-	-
Loan From BKB (IFAD)	-	-
Member Savings Deposits	2,557,227,831	1,611,233,960
Compensation Fund	19,932,125	17,561,203
Loan Insurance Fund	95,828,457	50,651,081
Net Cash Used in Financial Activities	**2,672,988,413**	**1,679,446,244**
D. Net Increase/ Decrease in Cash And Cash Equivalents	**(51,339,261)**	**32,189,651**
Opening Cash And Cash Equivalent	92,656,092	60,466,441
Closing Cash And Cash Equivalent	**41,316,830**	**92,656,092**

The annexed notes from the integral part of these financial statements.

Chief Executive

Chief Financial Officer

Place: Dhaka

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

প্রধান কার্যালয় : প্রশিকা ভবন, আই/১-গ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।
লিয়াজোঁ অফিস : বিপিএমআই ভবন, হোল্ডিং ২১৩-২১৪ (৪র্থ ও ৫ম তলা), শাহআলী বাগ, জনতা হাউজিং, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।
যোগাযোগ : +৮৮০ ১৮৮৮ ০০০ ২৮৫-৬, ওয়েবসাইট: www.proshikabd.com, ইমেইল: pmuk@proshikabd.com, proshikadata@gmail.com